NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ বিজেপির

আজ ঝাড়গ্রাম সফরে মুখ্যমন্ত্রী ৫

কলকাতা ৬ আগস্ট ২০২৫ ২০ শ্রাবণ ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৫৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 06.08.2025, Vol.19, Issue No. 58, 8 Pages, Price 3.00

জলবন্দি ঘাটালে কেন্দ্রকে আক্রমণ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় দেড়মাস ধরে জলবন্দি ঘাটাল। বর্ষা শেষ হলেই ঘাটালকে প্লাবনমুক্ত করার কাজ পুরোদমে শুরু হবে। মঙ্গলবার ঘাটালের পরিস্থিতি পরিদর্শন করে একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দফায় ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার কথাও ঘোষণা করেন তিনি। জানান, ইতিমধ্যে কাজের বরাত দেওয়া হয়ে গিয়েছে। বর্ষা কাটলেই কাজ শুরু হবে। ড্রেজিং ও অন্যান্য কাজ নভেম্বরের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন ঘাটাল পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী পাশে ছিলেন ঘাটালের তারকা তৃণমূল সাংসদ দেব।

এদিন দুপুরে হুগলির আরামবাগ, খানাকুলের পরিস্থিতি দেখে ঘাটাল রওনা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে যাওয়ার পথে বিদ্যাসাগরের গ্রাম বীরসিংহতে নামেন তিনি। বীরসিংহ গ্রামের বাসিন্দারা তাঁকে স্বাগত জানান, হাতে তুলে দেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি। মুখ্যমন্ত্রী বীরসিংহের মানুষজনের সঙ্গে কথাও বলেন। তারপর সেখান থেকে চলে যান ঘাটাল। রাস্তার পাশে থাকা একটি স্বাস্থ্য শিবিরে গিয়ে খতিয়ে দেখেন সেখানকার পরিস্থিতি।

মঙ্গলবার আরামবাগে কমিউনিটি কিচেনে বন্যার্তদের খিচুড়ি বিতরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এরপর ঘাটালের প্লাবন পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ফের কেন্দ্রকে দুষেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'ঘাটালের এই জায়গায় নিচু জমি। এখানে অনেক কাজ হয়েছে। আমরা মাস্টার প্ল্যানের জন্য ২০ বছর ধরে অপেক্ষা করেছি। ওরা কিছু করেনি। আমরা কপালেশ্বর-কেলেঘাই প্রকল্প করেছি। আমরা ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য দেড় হাজার কোটি টাকা দিয়েছি। কিছু কাজ হয়েছে। বর্ষার পর পুরোদমে কাজ শুরু হবে। এবার বর্ষা আগে শুরু হয়েছে। একদিকে ডিভিসির ছাড়া জল, অন্যদিকে বর্ষার জল। কথাও শোনে না ডিভিসি। আমরা বলেছি, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য মানুষকে উচ্ছেদ না করে বিকল্প পথ বেছে নিতে হবে। তার জন্য সমীক্ষার কাজ শুরুও হয়েছে। নভেম্বরের মধ্যে ড্রেজিংয়ের কাজ শেষের চেষ্টা করছি। ২৫ কিলোমিটার নদীপথে ড্রেজিং করা হবে। ৭ কোটি টাকার পাম্প কেনা হচ্ছে।'

এছাড়া বর্ষায় কৃষিজমির ক্ষয়ক্ষতি নিয়েও এদিন বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'বর্ষায় কৃষকদের জমি ডুবে গিয়েছে জলে। কারও ধান, কারও পাট, কারও আলুচাষে ক্ষতি হয়েছে। তাঁদের জন্য বিমার টাকা দিই আমরা। শস্যবিমার পুরো টাকা দেব। জল একটু কমে গেলেই কৃষিদপ্তর সমীক্ষা করে টাকা দেবে।'

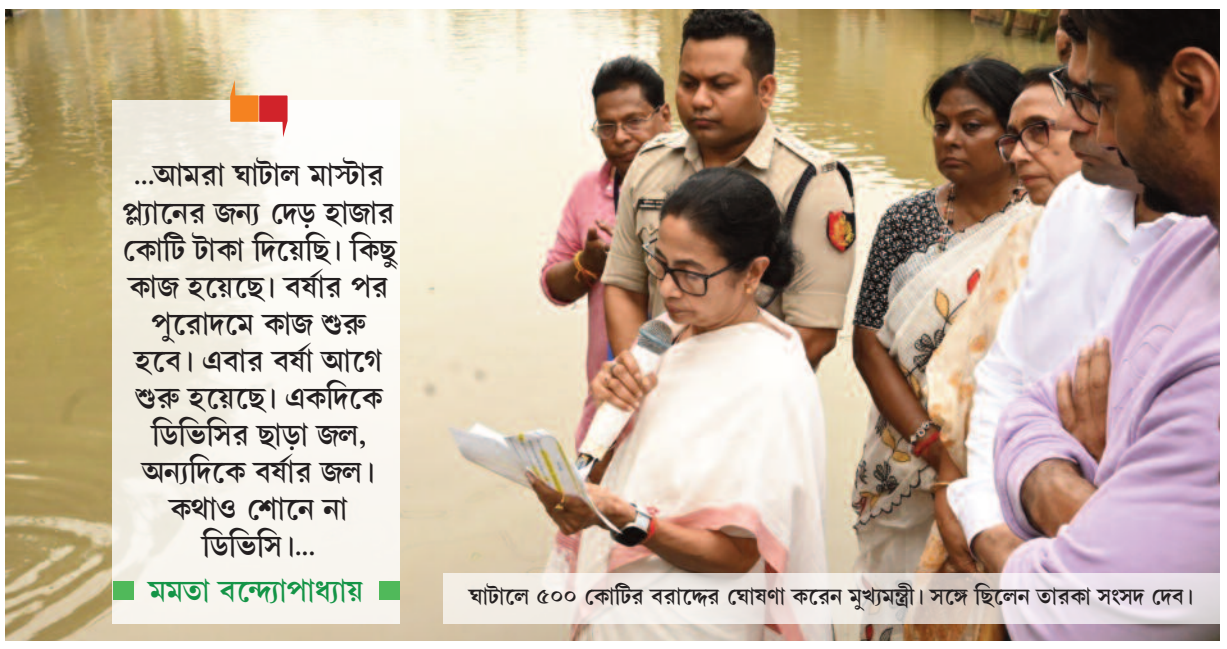

...আমরা ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য দেড় হাজার কোটি টাকা দিয়েছি। কিছু কাজ হয়েছে। বর্ষার পর পুরোদমে কাজ শুরু হবে। এবার বর্ষা আগে শুরু হয়েছে। একদিকে ডিভিসির ছাড়া জল, অন্যদিকে বর্ষার জল। কথাও শোনে না ডিভিসি।...

■ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ■

ঘাটালে ৫০০ কোটির বরাদ্দের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন তারকা সংসদ দেব।

আমাদের ভাষা নিয়ে কেউ অসম্মান করবেন না: মমতা

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

মঙ্গলবার কামারপুকুরে প্রশাসনিক সভা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কামারপুকুরের প্রশাসনিক সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কল্পতরু হওয়ার চেষ্টা করলেও বাংলা ভাষা নিয়ে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিলেন। তিনি সভা মঞ্চ থেকে বলেন, 'আমাদের ভাষাকে নিয়ে কেউ খেলার চেষ্টা করবেন না। অসম্মান করবেন না।' এখানেই প্রশ্ন উঠলো। প্রশাসনিক সভায় কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহারাজদের সঙ্গে নিয়ে কি রাজনৈতিক খেলার ইঙ্গিত দিলেন? যদিও তিনি এদিন সরাসরি কোনও রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে তোপ দাগেননি।

তবে কামারপুকুরে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'হিন্দু ধর্ম বোঝার জন্য অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রী মা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দের কর্মক্ষেত্র। এই কামারপুকুরে এলেই তা উপলব্ধি করা যাবে। তাঁরা সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দিয়ে গিয়েছেন।' এদিন ফের একবার বাংলা অস্মিতায় শান দিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'মনে রাখবেন, তাঁরা যে ভাষায় কথা বলতেন, তা কিন্তু বাংলা ভাষাই।' রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী স্মরণ করে বাংলা ভাষার মর্যাদার কথা তুলে ধরেন এবং ভাষা আন্দোলনের বার্তা সুক্ষ্মভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি।

এদিন কামারপুকুরে এসে মুখ্যমন্ত্রী একটি অতিথিনিবাস ও পার্কিং লটের উদ্বোধন করেন। এর জন্য প্রায় ছয় কোটি টাকা বরাদ্দও করেছেন তিনি। পাশাপাশি জয়রামবাটি ও কামারপুকুর ডেভেলপমেন্ট বোর্ড তৈরি করে তিনি উন্নয়নের জন্য ১০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এই বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কামারপুকুর মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী লোকোত্তরানন্দজির নাম ঘোষণা করেন। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ও বেলুড় মঠের কথাও বলেন। বেলুড় মঠের দরগার প্রসঙ্গ তুলে ধরে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেন।

এছাড়াও তিনি এদিন হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের উদ্যোগে আরামবাগের মায়াপুরে কমিউনিটি কিচেনে দাঁড়িয়ে বন্যাদুর্গতদের নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করেন। এছাড়া মায়াপুরে আরামবাগ-কলকাতা রাজ্যসড়কে বেশকিছুটা রাস্তা হেঁটে জনসংযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কামারপুকুর সফর নিয়ে কটাক্ষ করে বিজেপি। বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ বলেন, 'উনি নাটক করতে এসেছিলেন। খানাকুল, পুড়শুড়া, আরামবাগ বন্যায় ভাসছে। কোনও হেলদোল নেই। শুধু শিলান্যাস হয়। তৃণমূল সরকার বাস্তবে কোনও কাজ করে না। আরামবাগের ভান্ডারে শূন্য। ঘোষণাই সার। বাস্তবে তৃণমূল কোনও কাজ করে না।' সবমিলিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক সভা করলেও রাজনৈতিক তাস খেলে গেলেন বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল।

কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার হুগলির বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ত্রাণশিবিরে গিয়ে বন্যার্তদের খাবার পরিবেশন করেন তিনি। কিন্তু সেই খাবার বিতরণ নিয়েই তীব্র কটাক্ষ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে শুভেন্দু দাবি করেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অপদার্থতার ফলেই বারবার হুগলি জেলা জলমগ্ন হয়। এ বারও তার ব্যতিক্রম হল না। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বন্যা পরিস্থিতি দেখতে এসে ত্রাণ শিবিরে বালি মাফিয়া হুদা খানের পয়সায় বানানো খিচুড়ি পরিবেশন করলেন, সেই মাফিয়াকে পাশে রেখেই!' শুভেন্দুর অভিযোগ, 'এই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব ছবি! দুর্নীতি আর মাফিয়া-নির্ভর রাজনীতির ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত।' বালি মাফিয়ার নাম নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে বিরোধী দলনেতা এও ইঙ্গিত দেন, ত্রাণ-পরিদর্শনের মতো মানবিক ইস্যুকেও তৃণমূল সরকার 'লোক দেখানো ইভেন্ট'-এ পরিণত করেছে।

'এসআইআর আড়ালে এনআরসির পরিকল্পনা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। এসআইআর হলে কী কী নথি দেখাতে হবে তা নিয়ে সন্দিহান সাধারণ মানুষ। সাধারণের মনের কথা তুলে ধরে ঘাটালে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে মমতার প্রশ্ন, 'রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড কোনওটাই হবে না। তাহলে কোনটা হবে? এই পরিচয় পত্রগুলি ইলেকশন কমিশন, কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে। কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে। সেইগুলি বৈধ হবে না কেন?'

মমতা বলেন, 'আধার কার্ড কে তৈরি করেছিল? ভারত সরকার, এপিক কার্ড কারা দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। কেন সেইগুলিকে মানা হবে না। এত কোটি কোটি টাকা খরচ করে বানানো হয়েছে, তা কী জলে চলে যাবে। রেশন-আধার -এপিক কার্ড হবে না। তা কি হবে? এটা কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে পরিকল্পনা মাফিক গেম খেলছে। আমরা এটা মানব না।' এসআইআরের আড়ালে কেন্দ্র এনআরসির পরিকল্পনা করছে বলেও আক্রমণ শানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘাটালবাসীকে পরামর্শ, 'সবাই ভোটার তালিকায় নাম তুলবেন।'

কোচবিহারে কুরুক্ষেত্র

আক্রান্ত শুভেন্দুর কনভয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরিবারতন্ত্র, ভ্রষ্টাচার আর তুষ্টিকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধে ফের একবার বিষোদগার করলেন শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নিলেন তিনি। ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে অনুপ্রবেশ, প্রশাসনিক অব্যবস্থা থেকে আঞ্চলিক বৈষম্য, একাধিক ইস্যুতে সরাসরি আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা।

শুভেন্দুর ভাষায়, 'তৃণমূল কংগ্রেস একটা পরিবারতান্ত্রিক, ভ্রষ্টাচারী, তোষণের রাজনীতি করে এমন দল। বাংলা ভাষা নিয়ে ওদের কোনও উদ্বেগ নেই, সব চিন্তা মুসলিম অনুপ্রবেশকারী আর গোষ্ঠীস্বার্থ ঘিরে।' ২৮ অগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের প্রসঙ্গ তুলে তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি। বলেন, 'এই দিনটা চুরি করা। আসলে ১৯৫৪ সালে বিধানচন্দ্র রায় আর অতুল্য ঘোষ ছাত্র পরিষদের সূচনা করেছিলেন। তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। এরা তো বালি, পাথর যেমন চুরি করে, তেমনই দিবসও চুরি করেছে। উপাচার্য শিরদাঁড়া সোজা করে বলেছেন, তিনি এই ভুয়ো দাবিকে মানেন না। এটাই প্রকৃত ইতিহাস।'

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে নেই প্রিন্সিপাল, এই প্রসঙ্গেও ক্ষোভ উগরে দিয়ে শুভেন্দুর বক্তব্য, 'পাবে কীভাবে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গকে ঘৃণা করেন। এখানে কোনও কিছুই তিনি পছন্দ করেন না। তাই উত্তরবঙ্গের মানুষের উচিত ৫৪টি আসনে তৃণমূলকে শূন্য করে দেওয়া।' একইসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক বৈষম্যের অভিযোগ তুলে শুভেন্দু বলেন, 'তিন পুরুষ ধরে যাঁরা বাংলার জন্য লড়েছেন, সেই উত্তরের মানুষদের তিনি অপমান করেন। এই অপমানের বদলা নিতে হবে ভোটে।'

রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি মুসলিমদের অনুপ্রবেশকারী বলে উল্লেখ করে শুভেন্দু বলেন, 'এই সব বাংলাদেশি মুসলমান যারা অনুপ্রবেশ করে ভারতে ঢুকেছে, তাদের এ দেশ থেকে তাড়াতে হবে। যারা হিন্দু, তারা শরণার্থী। তাদের জন্যই কেন্দ্র সরকার সিএএ এনেছে। নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে শুধু তাঁদেরই জন্য। বাংলার সরকার তাদেরও এই মাটিতে মাথা গোঁজার অধিকার দিচ্ছে না।'

এই সমস্ত আক্রমণাত্মক মন্তব্যের পাশাপাশি মঙ্গলবার শুভেন্দু কোচবিহারে হাজির হন কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আক্রান্ত তিন বিজেপি বিধায়কের পাশে দাঁড়াতে। সেই পথে পুলিশের সামনে প্রকাশ্যেই তাঁর গাড়ির উপর বাঁশ এবং লাঠি নিয়ে হামলা চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। শুভেন্দুর কনভয় লক্ষ্য করে একাধিকবার হামলার চেষ্টা চলে। ঘটনাস্থলে পুলিশ থাকলেও তারা কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা নেয় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে রাজনৈতিক সন্ত্রাস আখ্যা দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আদালত যখন বিজেপির সঙ্গে, তখন প্রশাসন আর তৃণমূল হাতে হাত মিলিয়ে বিজেপিকে রাস্তায় থামাতে চাইছে। কিন্তু আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, উত্তরবঙ্গ এবার জবাব দেবে।

কোচবিহারে আক্রান্ত শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়।

শুভেন্দু-নিগ্রহে সর্বত্র প্রতিবাদের ডাক বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাগরাবাড়িতে পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তৃণমূল কর্মীদের ক্ষোভের মুখে পড়েন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, রোহিঙ্গাদের সামনে রেখেই পরিকল্পিত হামলা হয়েছে। অভিযোগের তির উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের দিকে।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য অডিও বার্তায় সর্বত্র পথ অবরোধ ও প্রতিবাদের ডাক দেন। বলেন, 'শুধু শুভেন্দুর উপর নয়, গোটা বিজেপি ও রাজ্যের গণতন্ত্রের উপর হামলা।' সদ্য প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানান, বিজেপি পথে নেমেই প্রতিবাদ করবে। এ দিন শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহারে যাওয়ার পথেও জলপাইগুড়ির পাহাড়পুর মোড়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় বিরোধী দলনেতাকে।

২৪ ঘণ্টায় ফের শুল্ক, ভারতকে হুমকি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৫ অগস্ট: রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করেনি ভারত। নয়াদিল্লির এ হেন সিদ্ধান্তে খুশি নন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বার বার বলা সত্ত্বেও চিত্র না-পাল্টানোয় আবার এক বার ভারতের উপর 'উল্লেখ্যযোগ্য' শুল্ক বৃদ্ধির হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি। জানান, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন!

ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। দুই পক্ষের মধ্যে চলছে দর কষাকষি। তবে ভারতের সঙ্গে এই চুক্তি নিয়ে বার বার নিজের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প। ভারতকে বন্ধু হিসাবে অভিহিত করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, নয়াদিল্লির সঙ্গে ব্যবসার ব্যাপারে আশাবাদী তিনি। কিন্তু মঙ্গলবার তাঁর গলায় অন্য সুর শোনা গেল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় (ভারতীয় সময়) ট্রাম্প জানান, ভারত ভাল ব্যবসায়িক বন্ধু নয়। কেন তিনি এই কথা বলছেন তার ব্যাখ্যাও দেন ট্রাম্প।

সংবাদমাধ্যম 'সিএনবিসি'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মার্কিন

প্রেসিডেন্ট বলেন, 'ভারত ভাল ব্যবসায়িক বন্ধু নয়। কারণ ওরা আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করে। কিন্তু আমরা ওদের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারি না।' তার পরেই ভারতের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর কথা জানান ট্রাম্প। তাঁর কথায়, 'আমি আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভারতের উপর আরও শুল্ক চাপাতে চলেছি।' তবে ভারতীয় পণ্যের উপর কত পরিমাণ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হবে, তা নিয়ে স্পষ্ট করে কোনও ধারণা দেননি ট্রাম্প।

সোমবারও ভারতের উপর শুল্ক বৃদ্ধির কথা জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। সেই হুঁশিয়ারির ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আবার নতুন করে ভারতের উপর শুল্ক চাপানোর হুমকি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

উত্তরকাশীতে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে হড়পা বান, মৃত ৪, নিখোঁজ ৫০

দেরাদুন, ৫ অগস্ট: ফের ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় উত্তরাখণ্ডে। ফের হড়পা বান। কার্যত ভেসে গেল গোটা একটা গ্রাম। ধস নেমেছে উত্তর কাশী থেকে গঙ্গোত্রীর দিকে যে রাস্তা রয়েছে সেদিকে। তাতেই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের সাক্ষী ধরালী গ্রাম। খবর সামনে আসতেই জোর চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে গোটা দেশে। এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহকে। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির সঙ্গেও কথা বলেন অমিত শাহ। কথা বলেন মোদীও। সঙ্গে সঙ্গেই পাঠানো হয় এনডিআরএফের ৪টি দলকে।

ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'উত্তরকাশীর ধরালিতে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি আমি সমবেদনা জানাচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর ধামিজির সাথে কথা বলে পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য নিয়েছি। রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে ত্রাণ ও উদ্ধারকারী দলগুলি যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। জনগণকে সাহায্য প্রদানে কোনও চেষ্টারই কোনও কমতি থাকবে না।'

মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে হড়পা বান। জলের তোড়ে ভেসে গেল উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলার ধরালী গ্রামের বিস্তীর্ণ অংশ। সংবাদ সংস্থা পিটিআই গ্রামবাসীদের উদ্ধৃত

মঙ্গলবার উত্তরকাশীতে হড়পা বানে ভেসে গিয়েছে স্থানীয় ধরালী গ্রাম।

করে জানিয়েছে, বহু বাড়িঘর তো বটেই, গ্রামে থাকা অন্তত ২০-২৫টি হোটেল এবং হোমস্টে ভেসে গিয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে অন্তত ১০-১২ জন আটকে পড়েছেন বলে আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা। গ্রামের নিকটবর্তী ক্ষীরগঙ্গা নদীর উচ্চ অববাহিকায় মেঘ ভাঙা বৃষ্টির ঘটনা ঘটে। তার পরেই উঁচু থেকে দু'কূল ছাপিয়ে গ্রামের দিকে নামতে শুরু করে ফুঁসতে থাকে ওই নদী।

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, উঁচু পাহাড় থেকে নীচে থাকা গ্রামে কার্যত ঝাঁপিয়ে পড়ছে নদীর জল। তার পর সব কিছু ভাসিয়ে আরও নীচের দিকে নামছে সেই জল এবং কাদাস্রোত। ইতিমধ্যেই এই দুর্যোগে চার জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না প্রায় ৫০ জনের। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী জানিয়েছেন, উদ্ধারকাজে জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি হাত লাগিয়েছেন জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্যেরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি)-এর ১৬ জন সদস্য।

হিমালয়ের কোলে থাকা উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে কয়েক দিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছে। হরিদ্বারে গঙ্গা বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। বিপদসীমার উপরে রয়েছে কালী নদীও। নাগাড়ে ভারী বর্ষণের জেরে উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেরাদুনে সোমবার সমস্ত স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ রাখতে হয়। চারধামের অন্যতম গঙ্গোত্রীর সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ধরালী গ্রামে মেঘভাঙা বৃষ্টির কিছুক্ষণ পরেই নিকটবর্তী সুখী টপে মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়।

কল্যাণের ইস্তফাপত্র গৃহীত, পদে কাকলি

নয়াদিল্লি, ৫ অগস্ট: ২৪ ঘণ্টা পেরতে না পেরতেই গৃহীত হল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্তফাপত্র। লোকসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতকের পদ থেকে দায়িত্ব ছাড়তে চেয়ে সোমবার বিকেলে তিনি পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছিলেন। মঙ্গলবার দুপুরেই তা গ্রহণ করেছেন তৃণমূলের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে এই খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদলে এখন লোকসভায় দলের নতুন মুখ্য সচেতকের দায়িত্ব দেওয়া হল বারাসাতের দীর্ঘদিনের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে। পাশাপাশি কাকলির ছেড়ে যাওয়া পদ অর্থাৎ লোকসভায় উপ দলনেতা বা ডেপুটি লিডার হলেন বীরভূমের তারকা সাংসদ শতাধী রায়। তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডলে জানানো হয়েছে, দ্রুত এই নির্দেশ কার্যকর করতে হবে।

আসলে কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রর সঙ্গে শ্রীরামপুরের বর্ষীয়ান সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কাদা ছোড়াছুড়ি বিতর্কের জেরেই লোকসভায় দলের দায়িত্ব থেকে কল্যাণ অব্যাহতি চেয়েছেন বলে মত রাজনৈতিক মহলের বড় অংশের। তাঁর মূল আপত্তি, লোকসভায় দলের

হয়ে যাবতীয় কাজ সামলান তিনি, অথচ কৃতিত্ব নিয়ে যান 'ইংরেজি বলা সুন্দরী' সাংসদ! ঘনিষ্ঠ মহলে এনিয়ে অভিমানের কথা প্রকাশ করে সোমবার বিকেলে লোকসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতকের পদ ছাড়তে চেয়ে ইস্তফাপত্র পেশ করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'আমি চিফ হুইপ ছিলাম। যদি সমন্বয়ে সমস্যা হয়ে থাকে, তাহলে আমার থাকার দরকার কী? আমি ইস্তফা দিচ্ছি। কেউ লোকসভায় আসবেন না, দায় আমাকে নিতে হবে? কাকলিকে বলেছি, আমাকে পিছনের দিকে বসতে দিও।'

অতীতে মহিলা সাংসদদের একাংশ কল্যাণের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ছিলেন বলেও সূত্রের দাবি। মহুয়ার নাম শুনে সংসদে অনুপস্থিত থাকার হুমকি, বা প্রকাশ্য সমালোচনার জবাবেই কি এ হস্তক্ষেপ?

তৃণমূল সূত্রে বার্তা স্পষ্ট, নারী অসম্মান ও দলের ঐক্যে আঘাত সহ্য করা হবে না। কল্যাণ-মহুয়া দ্বন্দ্বে দল এবার একপেশে অবস্থান নিল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৫/০৮/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭০২৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Enayet Hossain Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Aksam Hossain Mondal ও A. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এফ.আর.এস (লন্ডন)

বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় **বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ** ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।

বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।

M-9830508955/ 8972034019

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৬ই আগস্ট। ২০শে শ্রাবন। বুধবার । দ্বাদশী তিথি, বলা ১২/৫৭ র পর ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী শনি, বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপূর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বার্তা। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী প্রতি অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। প্রতি অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। প্রতি অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

(আজ বুদ্ধ দ্বাদশী । দামোদর দ্বাদশী । হিরোশিমা দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৭/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৫৯৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Akhtar Hussain ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Anwar Ali ও Md A Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৭/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৩৮৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Samir Banerjee S/o. Shanti Banerjee ও Samir Kumar Banerjee S/o. S. Kr. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৯৩৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Bibhas Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Birendra Sarkar ও Lt. B. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৮/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩০ নং এফিডেভিট বলে আমি Smriti Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Rabindra Nath Pal ও Ramendra Nath Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ৩১/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১১৩৫ নং এফিডেভিট বলে Shyam Sundar Mohanta S/o. Lakshmi Charan Mohanta ও Samsunder Mohanta S/o. L. Mohanta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৭/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Vijay Pratap Prasad ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bhrigu Nath Prasad ও V. N. Prasad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৮/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২২ নং এফিডেভিট বলে Partha Das ও Partho Das S/o. Bhupendra Nath Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/০৭/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৭১৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Mohammad Akhtar (old name) S/o. Late Sk. Rajab Ali, R/o. Khanyan, Pandua, Hooghly-712147, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Md. Akhtar (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Mohammad Akhtar & Md. Akhtar S/o. Late Sk. Rajab Ali, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার সঠিক জন্ম তারিখ ০৪.০১.১৯৮২.

নাম-পদবী

আমি Masum Mondal পিতা Ali Ahammad Mondal resident at Vill- Charmahatpur, P.O- Rupdaha, P.S- Dhubulia, Dist- Nadia, Pin- 741140, W.B গত ৩১/০৭/২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর এফিডেভিট বলে Masum Mondal ও Masum Shaikh একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি Furkan Ansari, S/O Late Akbar Miya, (Expired on 02/08/2011) গ্রাম- শুকনা, পোস্ট- চরিচা, থানা- মহবাজার, জেলা- বীরভূম, পিন-৭৩১১২৭- এর স্থায়ী বাসিন্দা। আমার আধার কার্ড নং 4153 3870 4948 ও ভোটার কার্ড এবং প্যান কার্ডে পিতার নাম ঠিক থাকলেও, পিতার ভোটার কার্ড নং WB/42/289/228616 এ নাম লেখা আছে Mia Akbar S/o Khalu ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট সিউড়ি বীরভূম কোর্টের এফিডেভিট আদেশ বলে ১৬ জুলাই ২০২৫ থেকে আমার পিতা Akbar Miya ও Mia Akbar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি হলেন।

নাম-পদবী

আমি Jamaluddin Ansari, S/O Mursalim Ansari গ্রাম-শুকনা, পোস্ট- চরিচা, থানা- মহবাজার, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১১২৭- এর স্থায়ী বাসিন্দা। আমার আধার কার্ড নং 5402 0157 8302 ও ভোটার কার্ড এবং প্যান কার্ডে পিতার নাম ঠিক থাকলেও বিহার স্কুল এক্সামিনেশন বোর্ড সার্টিফিকেট Regd. No.1022/007/00644/99, Roll Code-10218 No.0006 -এ পিতার নাম লেখা আছে Mursaleem Ansari জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সিউড়ি বীরভূম দ্বিতীয় কোর্টের এফিডেভিট আদেশ বলে ৮ জুলাই ২০২৫ থেকে আমার পিতা Mursalim Ansari ও Mursaleem Ansari এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি হলেন।

নাম-পদবী

আমি পরিমল চট্টোপাধ্যায়, পিতা- কান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়, গ্রাম+পোঃ- কড়েয়া, ব্লক -নানুর, জেলা -বীরভূম। আমার ছেলের নাম সামর্থ চট্টোপাধ্যায়। ডাক নাম আদিত্য চট্টোপাধ্যায় সেটা জন্ম সার্টিফিকেটে থাকায়। গত ০৫-০৮-২০২৫ তারিখে বোলপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 2nd কোর্ট হইতে এফিডেভিট বলে আদিত্য চট্টোপাধ্যায় ও সামর্থ চট্টোপাধ্যায় এক ও অভিন্ন হিসাবে পরিচিত হলো।

জন্ম সার্টিফিকেট নাম্বার
B-2021:19-01677-003463.

I Narendra Chowdhary s/o Harish Chandra Chowdhary resident of 21/3 Abasar Apartment, 3rd Floor, Dakshin Behala Road, Sarsuna Kolkata 700061. West Bengal India, have changed my name to Narendra Kumar Agarwala via affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 06/10/2023.
Narendra Chowdhary and Narendra Kumar Agarwala are one and same only and I shall hence forth be known as Narendra Kumar Agarwala.

NAME CHANGE

I, Prasanta Kumar Sarkar,S/O Late Anil Sarkar and Late Bina pani Sarkar, residing at Bade Khantura Mallick Para, P.O.- Khantura, P.S.- Gobardanga, Dist:- North 24 Parganas, Pin- 743273, W.B., do hereby declare that "Anil Sarkar", S/O. Late Rishibar Sarkar, "Anil Kumar Sardar", S/o. Late Rishibar Sardar and Anil Sardar, S/o. Late Rishibar Sardar all are the same and one identical parson through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Court Barasat, North 24 Parganas dt. 04.08.2025.

AFFIDAVIT

I, KARTTIK CHANDRA GHOSH S/O Late Tulsi Charan Ghosh residing at 21/1, Gopikrishna Goswami Road, Bhatpara, P.S.- Bhatpara, Dist.- North 24 Parganas, PIN- 743123, WB do hereby declare vide an affidavit dated 01.08.2025 to the Notary Public that my correct and actual name with surname is KARTTIK CHANDRA GHOSH and it is recorded in my Voter's ID card but in my previous voter card, my name was recorded as KARTIK GHOSH S/O Late Tulasi Charan Ghosh.In my Aadhar and PAN card, my name is recorded as KARTIK CHANDRA GHOSH inadvertently. KARTTIK CHANDRA GHOSH, KARTIK CHANDRA GHOSH and KARTIK GHOSH are the same and one identical person.

AFFIDAVIT

আমি **SAMPA SARKER**, D/O Late Bhabatosh Das, W/O Ratan Lal Sarker, R/o- Debanjali, 60, Priyanagar, P.O- Chinsurah R.S, Dist- Hooghly, Pin- 712102, W.B. এতদ্বারা গত ৩১।৭।২০২৫ তারিখের ১ম শ্রেণীর মাননীয় জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী,পশ্চিমবঙ্গ এফিডেভিট (No- 6705 dt. 31.07.2025) বলে ঘোষণা করছি যে, আমার অ্যাকাডেমিক ও সার্ভিস সংক্রান্ত কাগজপত্রে, UCO bank এর পাস বই **SAMPA DAS**, মাধ্যমিক শংসা পত্রে **SHAMPA DAS**, ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এ **SAMPA SARKAR**, বাড়ির দলিল সংক্রান্ত কাগজপত্রে পুরনো EPIC কার্ড এ **SAMPA DAS SARKER** ও বর্তমানে EPIC card, PAN কার্ড, আধার কার্ড এ **SAMPA SARKER**, অন্যান্য ব্যাংক ডিটেলস এ **SAMPA SARKER** বলে লিপিবদ্ধ আছে। নতুন ভোটার কার্ড **SAMPA SARKAR** বলে উল্লেখ আছে। আমি **SAMPA SARKER, SAMPA DAS, SHAMPA DAS, SAMPA SARKAR, SAMPA DAS SARKER, SHAMPA DAS SARKER** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি ।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আদালতে, দলিল রেজিষ্ট্রী অফিসে, এস. ডি. ও. অফিসে, আর. টি. ও. অফিসে এবং বি. এল. এন্ড এল. আর. ও অফিসে নিম্নলিখিত ল-ক্লার্কস গণ কাজ করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ল-ক্লার্কস স্টেট্ কাউন্সিল অফিসে, শিয়ালদা কোর্ট কমপ্লেক্স (৭ম তল), ১ নং বেলেঘাটা রোড, কোলকাতা-৭০০০১৪ ঠিকানায় তাহাদের নামে লাইসেন্স করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারির ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইতে পারেন উপরোক্ত ঠিকানায় কাউন্সিল দপ্তরে।

জেলা-মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর ব্লকঃ-- ১) বিদ্যুৎ মন্ডল, ২) মহঃ জাহির আব্বাস মোল্লা, ৩) মহঃ কাবির মোল্লা, ৪) প্রদীপ মন্ডল, ৫) সোমনাথ প্রামানিক ৬) মাকাবুল সেখ, ৭) নিশীথ কুমার পাল, **বেলডাঙা ১ ও ২ ব্লকঃ--** ১) অভিজিত মন্ডল, ২) ইউসুফ আলম, **হরিহরপাড়া ব্লকঃ--** ১) আলমগীর মন্ডল, **জেলা-নদীয়া, তেহট্ট-২ ব্লকঃ--** ১) বিকাশ বিশ্বাস, **জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, ব্লক-ব্যারাকপুরঃ-** ১) বান্টি সাও, **জেলা-বীরভুম, ব্লক-দুবরাজপুরঃ--** ১) সাহেব চক্রবর্তী, **ব্লক-মুরারইঃ--** ১) মহম্মদ সাদ্দাম হোসেন।

বিনীত
হিমাংশু কর্মকার
সদস্য, এ. আই. এল. সি. এফ.
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

।। নোটীশ ।।

জেলা হুগলী মোকাম শ্রীরামপুর সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) কাম ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
২০২৫ সালের ৪ নং প্রবেট মোকর্দ্দমা
(Act 39 Case No. 4 of 2025)

দরখাস্তকারী - স্বাতী বসু, স্বামী সুব্রত বসু, সাং পুরাতন ৭৫, বর্তমান ৫৫-ডি রামসিতা ঘাট লেন, পোঃ ভদ্রকালী, থানা উত্তরপাড়া, হুগলী, ফ্ল্যাট নং ১০২, দ্বিতল, শৈল নিহার এপার্টমেন্ট, ২০ ডঃ পি এন মুখার্জি স্ট্রীট পোঃ চাতরা, থানা শ্রীরামপুর, হুগলী

মৃত ব্যক্তি- রাধারমন বোস, পিতা- অজিত কুমার বোস, সাং ৫৫ডি, (বর্তমান ৭৫) রামসিতা ঘাট লেন, পোঃ ভদ্রকালী, থানা উত্তরপাড়া, হুগলী।

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে অত্র মোকর্দ্দমায় দরখাস্তকারী / এক্সিকিউটার **শ্রীমতী স্বাতী বসু,** সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) কাম ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, শ্রীরামপুর হুগলী আদালতে, নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি লইয়া **মৃত রাধারমন বোস** ইংরাজী ১৮/০৭/২০০৪ তারিখে লিখিত উইলের প্রবেট লইবার জন্য **২০২৫ সালের ৪ নং প্রবেট মোকর্দ্দমা** দায়ের করিয়াছেন, যাহা আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে।

সেকারণে জানানো যাইতেছে যে নোটীশ প্রকাশিত হইবার ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত প্রবেট মোকর্দ্দমার দরখাস্তের বিরুদ্ধে উপরোক্ত ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকিলে তাহারা নিজে অথবা উকিলবাবু মারফৎ আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা একতরফা শুনানী মতে মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির পরিচয়

All these piece and percel of Bastu Land measuring about more or less 1 Cottah 8 chittak with 2 storied (in first floor only one room) brick-built structures thereon in the year 1986 lying and situate within mouza Bhadrakali, Sahar, J.L. No. 9, Holding no. 75 (old 55D), Ramsita Ghat Street, Khatian no. 2649, under Dag No. 3428 within the Municipal limit of Uttarpara Kotrung Municipality. Meter number of the said premises is 254869G of Calcutta Electric Supply corporation. Subsequent Meter no. 582658001.

দরখাস্তকারীর পক্ষে উকিলবাবু
অরূপ কুমার শী

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সমীর চক্রবর্ত্তী (সেরেস্তাদারবাবু)
সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) কাম ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, শ্রীরামপুর, হুগলী, পঃবঃ

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/ 247/25-26 Dated 05.08.2025

E-Tenders are being Invited for : INSTALLATION OF 1(ONE)NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5NOS OF 110 Watts LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW)) in Tegharia, AT WARD NO-08 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. **a)Date of uploadation:** 06.08.2025 at 11-00 hrs. **b) Tender Value:** Rs: 1,07,295.37/- **c)Documents download starting date & time:** 06.08.2025 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 13.08.2025 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid:** 15.08.2025 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.

S/D
Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. District Delegate, Paschim Medinipore
Sucession Certificate Case No. 9/2024
Sukesh Ranjan Bera ...Petitioner

এতদ্বারা সর্বসাধারনগনকে জানানো যাইতেছে যে, গ্রাম-বরদা, পোঃ-মোহাড়, থানা-সবং, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর সাকিনের স্থায়ী বাসিন্দা অধুনা মৃত সুধীর কুমার বেরা, পিতা- ঁগিরীশ চন্দ্র বেরা এর নামিত বঙ্গীয় গ্রামীন বিকাশ ব্যাঙ্ক, মোহাড় শাখা, Savings Bank A/C No.- 53782931 নম্বর এ্যাকাউন্টে গচ্ছিত থাকা ৩৭,৬৩৭.৭৮/- টাকা সুদ সহ তদীয় ওয়ারিশসূত্রে পাইবার নিমিত্ত অত্র দরখাস্তকারি অত্র নম্বর মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন।

ইহাতে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিন মধ্যে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। নতুবা আইনানুগ কার্য্য করা যাইবে ।

তারিখ ঃ-
D/F- 08/08/2025

অনুমত্যানুসারে
Kamrun Nehar
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট জজ আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর।

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম লালবাগ সিভিল জজ আদালত (জুঃডিঃ) ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট
মোঃ নং-মিস প্রবেট ০১/২০২৩

দরখাস্তকারীঃ- হাসিবুর রহমাণ, পিতা-মৃত সোহরাব আলি, সাং- সালিকা, পোঃ-লস্করপুর, থানা- লালগোলা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, দিং, যেহেতু দরখাস্তকারীর পিতা অধুনামৃত সোহরাব আলি, পিতা-মৃত ভোলাই সেখ, সাং- সালিকা, পোঃ-লস্করপুর, থানা-লালগোলা, জেলা-মুর্শিদাবাদের নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিষয়ে যে উইল দরখাস্তকারী ও বাবর খাঁ ও ডালিম খাঁ বরাবর করিয়াছেন, তাহার প্রবেট লইবার জন্য, দরখাস্তকারী উপরোক্ত নং দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। অতএব এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপনার কোন আপত্তি থাকিলে, তাহা আপনি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিবসের মধ্যে অত্রাদালতে হাজির হইয়া কারণ দর্শাইবেন। অন্যথায় উক্ত দরখাস্তের একতরফা শুনানী হইবে।

অদ্য সন ২০২৫ সালের ৩০/৭ তারিখে আমার সহি ও আদালতের শীলমোহর যুক্তমতে দেওয়া হইলো।

তপশীল

১/জেলা-মুর্শিদাবাদ, থানা- লালগোলা, মৌজা-নদাইপুর, **খতিয়ান নং-** ৫৭৫; **দাগ নং** সা-৪৪৪৩, ৪৩৯৯; **পরিমাণ**-৭শতক মধ্যে ৫শতক। দক্ষিন পশ্চিম কোণে।

২/জেলা-মুর্শিদাবাদ, থানা- লালগোলা, মৌজা-রমনা বাগসরাই, **খতিয়ান নং-** ৫০, ৭৬; **দাগ নং-** সা-৯৭, ১১২, ১১৫, ৮৯; **পরিমান-** ৩৮৫ শতক, ৬৬ শতক, ৬৮ শতক, ৫১৯ শতক মধ্যে ১০৩ শতক, ১৯১ শতক মধ্যে ৪৮ শতক।

৩/জেলা-মুর্শিদাবাদ, থানা- লালগোলা, মৌজা-রমনা বাগসরাই, **খতিয়ান নং-** ১১, ৯; **দাগ নং-** ৯৫; **পরিমাণ-** ৪২শতক মধ্যে ২০শতক। ৬৮শতক মধ্যে ৩৩শতক।

আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী স্বপন কুমার মন্ডল
সেরেস্তাদার
লালবাগ মুন্সেফ আদালত
মুর্শিদাবাদ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE

No. 54/FCXVSWM/CON/T/25-26 Dated 04.08.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Procurement of Tractor Trailer for Conservancy Department of Barrackpore Municipality. Last date of submission of tender: **19.08.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE

No. 55/FCXVSWM/CON/T/25-26 Dated 04.08.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Procurement of Crawler Hydraulic Excavator. Last date of submission of tender: **19.08.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE

No. 56/FCXV/CON/T/25-26 Dated 04.08.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Procurement of 40 Liter Bins. Last date of submission of tender: **19.08.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

2nd Call 1st Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 27/WS/ Eng/25 Dt. 03-06-25

Bid Submission period: 12.08.25 instead of 04.08.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

W.B.S.R.D.A.
South 24 Parganas Division
TENDER NOTICE

e-NIT No: 04/EE/WBSRDA/S24/SF/ 2025-26 dt 05.08.2025. The Executive Engineer, WBSRDA, South 24 Parganas Division invites **e-NIT No:04/EE/WBSRDA/S24/SF/ 2025-26 dt 05.08.2025.** The **Last date of bid submission for e-NIT is 21.08.2025 at 17:00 hours.** Details of which may be viewed i the **Website www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer & Head of PIU
WBSRDA, South 24 Parganas Division

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.

NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) **No:-14/EN/SPS/2025-2026, (15th CFC)(Sl No 1 to 25) Dated:- 04/08/2025. The last date of online submission of tender is 12/08/2025 upto 14:00 hours.**
For details please visit website: **http://wbtenders.gov.in**

SD/-Executive Officer
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi, Murshidabad

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.

NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) **No:- 16/EN/SPS/2025-2026, (5th SFC) (SI No 1 to 23) Dated:- 05/08/2025. The last date of online submission of tender is 13/08/2025 upto 14:00 hours.**
For details please visit website: **http://wbtenders.gov.in**

SD/-Executive Officer
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi, Murshidabad

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.

NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) **No:- 15/EN/SPS/2025-2026, (5th SFC)(Sl No 1 to 09) Dated:- 04/08/2025. The last date of online submission of tender is 13/08/2025 upto 14:00 hours.**
For details please visit website: **http://wbtenders.gov.in**

SD/-Executive Officer
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi, Murshidabad

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/ 246/25-26 Dated 05.08.2025

E-Tenders are being Invited for : INSTALLATION OF 1(ONE)NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5NOS OF 110Watts LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW)) IN Main Road near Kusumba High School,AT WARD NO-07 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. **a)Date of uploadation:** 06.08.2025 at 11-00 hrs. **b)Tender Value:** Rs: 1,07, 295.37/- **c)Documents download starting date & time:** 06.08.2025 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 13.08.2025 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid:** 15.08.2025 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.

S/D Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-16/2025-26 (Sl. No. 1, 2, 3, 4 & 8) Dated 16.07.2025
Time Extension Notice

The Last date of online submission has been extend up to 12.08.2025 in place of 04.08.2025 for **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_879666_1 **(2)** Tender ID No. 2025_ADDA_879688_1 **(3)** Tender ID No. 2025_ADDA_879703_1 **(4)** Tender ID No. 2025_ADDA_879712_1 **(5)** Tender ID No. 2025_ADDA_879739_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.)ADDA.

Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in

WB-HMC/NIT/ED/05/EE-II/25-26 তারিখ : ০১.০৮.২০২৫

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (রোডস) এইচএমসি-হাওড়া পৌর নিগম অধীন এলাকায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে সিমেন্ট কংক্রিট রোডের উন্নয়ন কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিপন্ন এবং প্রখ্যাত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির বিস্তারিত - টেন্ডার নোটিশ এবং ইই-২ বিভাগীয় ওয়েবসাইট **https://wbtenders.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ১৯.০৮.২০২৫ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।

৯৫(৩)২৫-২৬ সেক্রেটারি
৪/৮/২৫ হাওড়া পৌর নিগম

Office of the MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK

NIT No: 13/DOM/MGP/5th SFC 2025-26. Publishing & Submission Start Date: **04.08.2025 from 10.00 AM.** Bid Submission Closing Date: **12.08.2025 up to 12.00 PM.** Bid Opening Date: **14.08.2025 after 12.00 PM.** Details See In: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER
2nd Call
N.I.E. ET. No. 26/WS/ Eng/25 Dt. 03-06-25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য রেলওয়ের নামী, অনুমোদিত ও যোগ্য ঠিকাদারদের এবং সরকারি দপ্তর/সরকার অধিগৃহীত সংস্থার তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং ঃ এইএনশপ-পিইউআরসিসি-২৫-২৬-এলএলএইচ-আর, তারিখ** ০১.০৮.২০২৫। **কাজের নাম ঃ** সিঅ্যান্ডডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়াতে উন্নত সামগ্রীর সরবরাহের জন্য বিভিন্ন কোচ যন্ত্রাংশ, সঙ্গে উন্নত জিগ ও ফিক্সচার এবং পিইউ আবরণ দেওয়া শপ ফ্লোর সহ আধুনিক ওভারহলিং সুবিধার উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১৭,৪১,১৬২.০১ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,০৮,৭০০ টাকা। **ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং ঃ এইএনশপপিইউফ্লোর২৫-২৬-এলএলএইচ-আর, তারিখ ০১.০৮.২০২৫। কাজের নাম ঃ** সিডব্লুএম/লিলুয়ার অধীনে লিলুয়া ওয়ার্কশপের কোচ কম্পোনেন্ট শপ এবং বগি সেকশনে বিদ্যমান কংক্রিট ফ্লোরিং-এর উপরে ১২ মিমি টিএইচ. পিউ ফ্লোরিং-এর সংরক্ষণমূলক আবরণ করা দ্বারা কংক্রিট ফ্লোরিং-এর উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৯২,৫৮,৭৮০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৪৬,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** উভয়ের জন্য শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** উভয়ের জন্য ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। টেন্ডারের বিশদ **তৎসহ সংশোধনী (যদি থাকে),** ওয়েবসাইট **https:// www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(MISC-154/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ৬ অগস্ট ২০২৫, ২০ শ্রাবণ ১৪৩১ বুধবার

অভয়া-কাণ্ডের বর্ষপূর্তির মুখে পুরনো মামলায় সমন প্রতিবাদী চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের পর বছর ঘুরেছে। প্রতিবাদের আগুন যে নিভে যায়নি, তার প্রমাণ মিলছে এই একবছরে নানা ধরনের প্রতিবাদ কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে। এত সবের মাঝে আবার একটা অগস্ট মাস ফিরে এসেছে। আবার নতুন করে আন্দোলনের পরিকল্পনা শুরু হয়েছে বিভিন্ন স্তরে। আগামী ৯ অগস্ট নেওয়া হয়েছে নবান্ন অভিযানের পরিকল্পনাও। এমনই এক প্রেক্ষিতে হঠাৎই চিকিৎসকদের সমন ধরাল কলকাতা পুলিশ। তিলোত্তমা-কাণ্ডের পর আন্দোলনে যে জুনিয়র ডাক্তাররা অগ্রভাগে ছিলেন, তাঁদের কাছে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে পাঠানো হয়েছে নোটিস। সূত্রে খবর, কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে*চিকিৎসক মানস গুমটা, সুবর্ণ গোস্বামী, কিঞ্জল নন্দ, দেবাশিস হালদার, কৌশিক চাকিদের কাছে এই সমন গিয়েছে। জানা গিয়েছে, গত বছর পুজোর সময় যে আন্দোলন হয়, তাকে কেন্দ্র করেই এই সমন।

সূত্রে এমন খবরও মিলেছে, মোট তিনটি মামলায় সমন পাঠানো হয়েছে* সিনিয়র ও জুনিয়র চিকিৎসকদের। এই তিনটি কেসের নম্বর হল ২৫৯, ২৬১ ও ২৬৩।*২৫৯ নম্বর কেসে*মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিলের জন্য মামলা রুজু হয়।* পুজো পরিক্রমা করার জন্য* কেস নম্বর ২৬১ ও*মহা-অষ্টমীর দিন মেট্রো চ্যানেলে জমায়েত এবং যন্ত্রপাতি বাজিয়ে 'দ্রোহের উৎসব' পালন করার জন্য দেওয়া হয় ২৬৩ নম্বর কেস। তবে প্রশ্ন উঠেছে, এক বছর পর কেন হঠাৎ সমন পাঠানো হল তা নিয়ে। কলকাতা পুলিশের এই নোটিস উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে চিকিৎসক সংগঠন জেপিডি। একইসঙ্গে এই প্রশ্ন তুলেছেন চিকিৎসক উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকেই।

এদিকে, আগামী ৯ অগস্ট তিলোত্তমা-কাণ্ডের এক বছর পর ফের রাস্তায় নামছেন সিনিয়র-জুনিয়র চিকিৎসকরা। সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের দাবিতে আগামী ৮-৯ তারিখ ফের পথে নামতে চলেছে জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট। কিন্তু তাঁদের অভিযোগ, আন্দোলন রুখতে ভয় দেখানো হচ্ছে। পুলিশের বিরুদ্ধেই মূলত অভিযোগ করেছেন প্রতিবাদী জুনিয়র ডাক্তাররা। নিজেদের কর্মসূচি প্রসঙ্গে অনিকেত মাহাতো, দেবাশিস হালদাররা জানান, ৮ ও ৯ তারিখ মশাল মিছিল, রাতজাগা জমায়েত, মেডিক্যাল কলেজ ও রাজ্যজুড়ে গণসমাবেশ হবে। কিন্তু অভিযোগ, তার আগেই আন্দোলনে যুক্ত জুনিয়র ডাক্তারদের বাড়িতে পুরনো মামলার নামে পুলিশি নোটিস পাঠানো শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৬ জনের বেশি ডাক্তার, যার মধ্যে কিঞ্জলও রয়েছেন, এই হয়রানির শিকার।

জুনিয়র ডাক্তাররা বলছেন, যে মামলার প্রেক্ষিতে নোটিস সেটি এক বছরের পুরনো, যখন তাঁরা অনশনে ছিলেন। এখন সেই সময়ের এফআইআরে জামিন-অযোগ্য ধারায় মিথ্যা অভিযোগ, এমনকী, মহিলা পুলিশের শ্লীলতাহানির অভিযোগও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এ-ও জানান হয়েছে, শুধু মেডিক্যাল পড়ুয়া নয়, সাধারণ মানুষ, ডেকরেটর, ভ্যানচালককেও টার্গেট করা হচ্ছে।এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা সাফ জানান, ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে এই আন্দোলন থামানো যাবে না। এই হুমকিতে আন্দোলন দমে যাবে না। একই সঙ্গে পুলিশকে তাঁদের নিশানা, 'আপনারা আমাদের ভয় পাচ্ছেন, মানে আমরা ঠিক পথে আছি।'

SBI | এসবিআই আরএসিপিসি, কাম এসএআরসি, হাওড়া, ২৩৯এ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১, ইমেল : sbi.10263@sbi.co.in | **সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

বিক্রয় দলিল হারিয়েছে

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, যে একটি মূল স্বত্ব দলিল-**শ্রীমতি রাজশ্রী সাহা ঘোষ , স্বামী শ্রী দেবজিৎ ঘোষ** এর নামে সাকিন ২৮/৩/এ, সতীশ চন্দ্র ঘোষ লেন, মাহেশ, পো : মাহেশ, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২২০২, লোন এ/সি নং **৩৩৭৩০৪০৮০২৭ (এইচবিএল) তারিখ ১৭.০৩.২০১৪,** মূল স্বত্ব দলিল **শ্রীমতি রাজশ্রী সাহা ঘোষ, স্বামী শ্রী দেবজিৎ ঘোষ** এর নামে, - আমাদের **এসবিআই আরএসিপিসি, সিইউএম এসএআরসি, হাওড়া** হেফাজত থেকে হারিয়েগিয়েছে। বিক্রয় দলিলের বিস্তারিত : জেলা : হুগলি, থানা : শ্রীরামপুর, এডিএসআর উত্তরপাড়া, মৌজা : ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া, জেএল নং ৯, আরএস দাগ নং ২৯৪৮, ২৯৫০, ২৯৪৬, ৩০৬২, ২৯৫২, ২৯৫৬, ২৯৪৪ এবং ২৯৫৩, এলআর খতিয়ান নং ৪১৭৪, ৫৪৩৭, ৩৬৮২/১, ৬০৫৬/৩ এবং ৬১০৪/৩, এলআর দাগ নং ৫৪০৮, ৫৪৩২, ৫৪৩৬, ৫৪৩৫, ৫৪০৯, ৫৪২০, ৫৪২১, এবং ৫৪১৯, ওয়ার্ড নং ৯, উত্তরপাড়া কোৎরঙ পুরসভা, প্রেমিসেস হোল্ডিং নং ১৯ বি, জি টি রোড, থানা : উত্তরপাড়া, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার শ্রীরামপুর অধীন, জেলা : হুগলি। **মূল দলিল নং ০৬২১০৪৪৬৩ তারিখ ০৮.১১.২০১৯**, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ০৬২১-২০১৯, পৃষ্ঠা ১৪৫৮৮৫ থেকে ১৪৬৯৩৩, ২০১৯ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর উত্তরপাড়া, হুগলি, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং **ই-৫০৫,** ষষ্ঠতল, ই ব্লক, পরিমাণ আনুমানিক এরিয়া কমবেশি **১১১২** বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত জমির পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ৮ বিঘা, ৬ কাঠা ১৩ ছটাক ৭.১৪ বর্গফুট সমপরিমাণ ১১১৫৮.৬৯ বর্গ মিটার।

আমি ইতিমধ্যেই হাওড়া থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য **জিডিই নং ২২৫ তাং ০৪.০৮.২০২৫** উক্ত হারানো বিষয়ে দাখিল করেছি।

কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে **এসবিআই আরএসিপিসি, সিইউএম এসএআরসি, হাওড়া** ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ : ০৬.০৮.২০২৫

চিফ ম্যানেজার
এসবিআই আরএসিপিসি, সিইউএম এসএআরসি, হাওড়া

আঁচল ইস্পাৎ লিমিটেড

CIN: L27106WB1996PLC076866
রেজিস্টার্ড অফিস : মৌজা -চামরাইল, এনএইচ- ৬, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ -৭১১১১৪
ইমেল : info@aanchalispat.com, ফোন : ০৩৩ ২৩২৩ ০০৫২
ওয়েবসাইট : www.aanchalispat.com

৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **আঁচল ইস্পাৎ লিমিটেডের সদস্যগণের ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সোমবার ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ বেলা ১টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল মিনস (ওএভিএম)** মাধ্যমে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট এজিএম আহ্বায়ক নোটিস ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (আইন) এবং বিধিমালার সংস্থান অধীনে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (**"এমসিএ"**) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সার্কুলার অধীনে অনুষ্ঠিত হবে।

উপরোক্ত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির ইলেকট্রনিক কপি এবং আর্থিক বর্ষ ২৫-এর বার্ষিক প্রতিবেদন সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠাবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত। সদস্যরা মনে রাখবেন যে নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.aanchal-ispat.com স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে **www.bseindia.com** এবং পূর্বা শরেজিস্ট্রি (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড ('পূর্ব') **https://evoting.purvashare.com**-এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। তবে বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রকৃত কপিগুলি সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যারা বিশেষভাবে এটির জন্য অনুরোধ করবেন।

কোম্পানি ৩০তম এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের নিমিত্ত ভোট দানের জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা (রিমোট ই-ভোটিং) সকল সদস্যের জন্য ব্যবস্থা করবে। অতিরিক্তভাবে কোম্পানি এজিএম চলাকালীন সময়ে ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে (ই-ভোটিং) ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করবে। এজিএম তে রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সদস্যগণের উপযুক্ততা নির্ধারণের তারিখ কাট-অফ-টেড ২৫ আগস্ট ২০২৫ তারিখে।

রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া শুরু হবে শুক্রবার ২৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টায় এবং সমাপ্ত হবে রবিবার ৩১ আগস্ট ২০২৫ বিকেল ৫টায়। পরবর্তীতে পূর্বা কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে।

যারা বাস্তব আকারে শেয়ার ধারণ করেন এবং কোম্পানিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, অনুগ্রহ করে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করুন - ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) এবং আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) কোম্পানি বা আরটিএ কে ইমেল করে **cs@aanchalispat.com** অথবা **evoting@purvashare.com** ঠিকানায়।

এজিএম তে যোগদান এবং রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং এর বিস্তারিত প্রক্রিয়া ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা নোটিশে দেওয়া থাকবে।

এজিএম অংশগ্রহন এবং ই-ভোটিং সম্পর্কে আরও জানতে সদস্যগণ শ্রীমতি দীপালি ধুরী, প্রয়োগ আধিকারিক, পূর্বা শারেজিস্ট্রি (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড , ইউনিট নং ৯, শিব শক্তি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, জে আর বোরিচা মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই -৪০০০১১ সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন বা **evoting@purvashare.com** ইমেল পাঠাতে পারেন বা যোগাযোগ করতে পারেন ০২২-০২২-৪৯৬১৪১৩২ এবং ০২২-৪৯৭০০১৩৮ নম্বরে।

আঁচল ইস্পাৎ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
পুষ্পেন্দু কয়াল
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান : হাওড়া
তারিখ : ০৫.০৮.২০২৫

KESORAM
কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজি. অফিস: ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN: L17119WB1919PLC003429
ফোন: ০৩৩-২২৪৩ ৫৪৫৩, ২২৪২ ৯৪৫৪, ২২১৩ ৫১২১
ওয়েবসাইট: www.kesocorp.com; ইমেল : corporate@kesoram.com

পোস্টাল ব্যালটের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এর ধারা ১১০ এবং ১০৮ সংস্থান এবং প্রযোজ্য সংস্থান যদি কিছু থাকে, ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২২ এবং ২০, ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ইস্যুকৃত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস ("এসএস-২") এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, অনুসারে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) বিধিমালা, ২০১৫ ("সেবি এলওডিআর রেগুলেশনস") এর রেগুলেশন ৪৪, আপাতত বলবৎ থাকা যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ") দ্বারা সময়ে সময়ে জারি করা সাধারণ সার্কুলারের সাথে পঠিত ("এমসিএ সার্কুলার"), কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ("কোম্পানি") এর সদস্যদের অনুমোদন চাওয়ার জন্য ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটদানের মাধ্যমে ডাক ব্যালটের মাধ্যমে একটি বিশেষ রেজোলিউশনের মাধ্যমে ("রিমোট ই-ভোটিং") ভোটদানের মাধ্যমে ৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর এক বছরের জন্য শ্রী রাধাকৃষ্ণণ পদ্মলোচননকে কোম্পানির পূর্ণকালীন পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে পুনঃনিয়োগ। সদস্যদের সম্মতি বা ভিন্নমতের যোগাযোগ কেবলমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমেই করা হবে।

প্রাসঙ্গিক এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি ৫ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কেবলমাত্র সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধনে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে প্রদর্শিত হয় এবং যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট/ডিপোজিটরিতে কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ১ আগস্ট, ২০২৫ ("কাট-অফ তারিখ") নিবন্ধিত। সদস্যদের সম্মতি বা ভিন্নমতের যোগাযোগ কেবল রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমেই করা হবে।

শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে এই পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kesocorp.com স্টক এক্সচেঞ্জ যেমন বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং www.cse-india.com এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এও পাওয়া যাবে। কোম্পানিটি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর পরিষেবা নিয়োগ করেছে। আরপি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের রিতু বাজাজ (সদস্য নং এফসিএস (৯৯১৩), যিনি কোম্পানির সচিব হিসেবে কর্মরত, তাকে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

রিমোট ই-ভোটিং শুরুর সময়কাল বুধবার, ৬ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সকাল ৯টা (আইএসটি) থেকে এবং ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকেল ৫টা (আইএসটি) শেষ হবে। এরপর এনএসডিএল কর্তৃক ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। শেয়ারহোল্ডারদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের ধারণকৃত শেয়ারের অনুপাতে হবে।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত নির্দেশাবলীর জন্য, শেয়ারহোল্ডারদের নোটিশে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অবগত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিং সুবিধার সাথে সম্পর্কিত সহায়তার প্রয়োজন এমন সদস্যরা সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী অমিত বিশালের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন! এনএসডিএল-এর সিনিয়র ম্যানেজার, শ্রীমতী পল্লবী মাত্রে, evoting@nsdl.co.in-এ, টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০-এ যোগাযোগ করুন অথবা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) দেখুন।

ই-ভোটিংয়ের ফলাফল বিএসই লিমিটেড, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-কে জানানো হবে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এর মধ্যে তালিকাভুক্ত করা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হবে।

কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্নেহা শাউ
কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখ: ৬ আগস্ট ২০২৫
স্থান: কলকাতা

KCI
কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : "কেসিআই প্লাজা" ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০১৯
ফোন: (০৩৩) ৪০৩১ ৩২০০, CIN: L24110WB1960PLC024910
ই-মেল : investor@kanoriachem.com ওয়েবসাইট : www.kanoriachem.com

৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের (স্ট্যান্ডালেন এবং কনসলিডেটেড) প্রতিবেদন

কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের ৫ আগস্ট ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের (আর্থিক ফলাফল) অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্ট্যান্ডালোন অ্যান্ড কনসলিডেটেড) অনুমোদিত হয়েছে।

অনিরীক্ষিত ফলাফল সহ আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://a.storyblok.com/f/209886/x/998eadf222/unaudited- financial-result-for-the-quarter-ended-30th-june-2025.pdf,** স্টক এক্সচেঞ্জ -অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড**https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/4bbcb27e-9470-4734-9fd2-408abf850ff3. pdf** এবং ন্যাশনাল স্টকএক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেড এর **https://nsearchives.nseindia.com/corporate/KCIL2024_ 05082025134656_UFR_QJune_2025.pdf** সংযুক্ত হয়েছে এবং কিউআর কোড স্ক্যান করেও পাওয়া যাবে।

TQRCG

বোর্ডের পক্ষে
আর ভি কানোরিয়া
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(ডিন : ০০০০৩৭৯২)

তারিখ : ৫ আগস্ট ২০২৫
স্থান : নিউ দিল্লি

সম্পদ বিক্রির বিজ্ঞপ্তি
সেফ কার্গো মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
(২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখের মাননীয় এনসিএলটি আদেশের মাধ্যমে লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার অধীনে একটি কোম্পানি)
কোম্পানির অফিস : ৭/১১/এ, বিজয়গড় কলোনি, যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২, পশ্চিমবঙ্গ
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে সম্পদের বিক্রয়

সাধারণ বিজ্ঞপ্তির তারিখ : ৬ আগস্ট ২০২৫
আবেদন এবং তথ্যাদি জমা দেবার শেষ তারিখ : ২০ আগস্ট ২০২৫
ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ : ২৮ আগস্ট ২০২৫
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ৩০ আগস্ট ২০২৫
ব্লক অফিস স্পেস সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত
(প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)

কলকাতার মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর দ্বারা লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ সেফ কার্গো মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) মালিকানাধীন সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রি। ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় করা হবে: https://ibbi.baanknet.com

বিক্রয়ের জন্য সম্পদ এবং সম্পত্তির প্রাথমিক বিবরণ — লাখ টাকায়

সম্পদ/স্থান	ঠিকানা/এরিয়া	ব্লক নং	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি
অফিস স্পেস	অফিস স্পেস ২য়তলে পরিমাণ আনুমানিক ৫৩৬ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া ৬৪৩ বর্গফুট এসবিএ স্বত্বাধিকারী কোম্পানি উত্তর দিকে প্রেমিসেস নং ৭/১১/১এ, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৮৫/৭/২০ মিনা পাড়া রোড, বিজয়গড়, পো : যাদবপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৫, কলকাতা- ৭০০০৩২, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা।	১	২১.৪৭	২.১৪৭

দ্রষ্টব্য :
১. এই ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিটি শুধুমাত্র আগ্রহী দরদাতাদের জন্য ইস্যু করা হয়েছে।
২. ইলেকট্রনিক নিলামে অংশগ্রহণের জন্য নিয়ম এবং শর্তাবলী, সময়সীমা ইত্যাদি ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে দেওয়া আছে।
৩. সেফ কার্গো মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেডের (লিকুইডেশনে) কোনও কার্যকর ওয়েবসাইট না থাকায়, ই-নিলাম প্রক্রিয়ার সময়সীমা, বিজ্ঞপ্তি, আপডেট এবং অন্যান্য বিবরণ https://baanknet.com/eauction-psb ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।
৪. দরপত্র জমা দিতে ইচ্ছুক দরদাতাদের ই-নিলাম পোর্টাল https://baanknet.com/eauction-psb-এ তাদের দরপত্র জমা দিতে হবে।
৫. কোম্পানির সম্পত্তি এবং সম্পদ "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**", "**যে অবস্থায় আছে**" **এবং** "**কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**" ভিত্তিতে বিক্রি করার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং কোম্পানির প্রস্তাবিত সম্পদ বিক্রয়ের ফলে অন্য কোনও মালিকানা হস্তান্তর করা হবে না, হস্তান্তরের তারিখে কোম্পানির সম্পত্তিতে যে মালিকানা ছিল তা ব্যতীত। লিকুইডেটর কোম্পানির স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিতে কোনও ঘাটতি বা ত্রুটি বা ত্রুটির জন্য কোনও দায় গ্রহণ করবেন না।
৬. ই-নিলামের সময় লিকুইডেটর যেকোনো সময় যেকোনো শর্তাবলী পরিবর্তন করতে পারবেন।
৭. লিকুইডেটর যেকোনো সময় ই-নিলাম বাতিল করার অধিকার রাখেন।

ই-নিলামের বিস্তারিত শর্তাবলী এবং সম্পত্তির অন্যান্য বিবরণ https://ibbi.baanknet.com ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। যেকোনো ইচ্ছুক এবং আগ্রহী ক্রেতা এটি পরীক্ষা করে দেখতে এবং এর জন্য একটি দর জমা দিতে পারেন।

লিকুইডেটরের পক্ষে যোগাযোগকারী ব্যক্তি : সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
ইমেল আইডি cirp.scmpl@gmail.com টেলিফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর +৯১ ৯৮৩০৫৮১৫৭৫/ ৭০০৩৬৬০৮৫৪

স্বা/-
সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
সেফ কার্গো মুভারস প্রাইভেট লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্থ - লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি. নং : IBBI/IPA-001/IP-P00825/2017-18/11401
এএফএ বৈধ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত
ঠিকানা : ভবানী এনক্লেভ, ৩ডি, ৯৯সি, গিরিশ ঘোষ রোড, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪, পশ্চিমবঙ্গ
surendraca@gmail.com, cirp.scmpl@gmail.com

তারিখ : ৬ আগস্ট ২০২৫
স্থান : হাওড়া

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বैंक ऑफ़ इंडिया **BOI** Bank of India *Relationship beyond banking*

Bardhaman Zonal Office
446/N, Armstrong Avenue, Bidhan Nagar, Sector-2A,Durgapur, District - Burdwan, PIN- 713212, Phone No. 0342-2665703.

POSSESSION NOTICE
(FOR IMMOVABLE PROPERTIES)
APPENDIX - IV, [See Rule-8(1)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৭.০৫.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী পরমেশ্বর মারান্ডি এবং শ্রীমতী সীতামুনি হাঁসদা কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ ৩৭,৩২,১১২.০০ টাকা (সাঁয়ত্রিশ লাখ বত্রিশ হাজার একশ বারো টাকা) ০৫.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন ৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখে।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ ৩৭,৩২,১১২.০০ টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : মনোহরা, থানা : সালানপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, কাল্যা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, অতিরিক্ত জেলা, সাব রেজিস্ট্রার কুলটি, জেএল নং ৫৩, এলআর খতিয়ান নং ৬৫১, এলআর প্লট নং ১৬, ১৬/৯৩৭, ১৫/৯৩৬। চৌহদ্দি : উত্তরে : অংশ প্লট নং ১৬ এবং ৫/৯৩৫, ; দক্ষিণে : চয়নপুর মৌজা; পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক,; পশ্চিমে : ১৬ ফুট চওড়া সড়ক।

তারিখ- ০৪.০৮.২০২৫
স্থান - দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পক্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	ক. নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	জামিনদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত
১. **মেসার্স বণিক ডিস্ট্রিবিউটর,** ৩১৭, সুভাষ নগর বাই লেন, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, দক্ষিণ দমদম (পুর), উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৬৫। ২. **শ্রীমতি বিপাশা বণিক (স্বত্বাধিকারী)** স্বামী রতন বণিক, ৩১৭, সুভাষ নগর বাই লেন, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, দক্ষিণ দমদম (পুর), উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৬৫। ৩. **শ্রী রতন বণিক,** পিতা বলরাম বণিক, ৩১৭, সুভাষ নগর বাই লেন, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, দক্ষিণ দমদম (পুর), উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৬৫।	ক) **১,২৯,৬৪,৮৫১.৫০ টাকা** এ/সি নং *******২৮৯৩, ৩০.০৮.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০৭.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং **৬,৯৯,০৮২.৩২ টাকা** এ/সি নং *********০৪২৫, ৩১.০৭.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০৭.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) খ) ২৮.০৩.২০২৫ গ) ০৪.০৮.২০২৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ১৫ ছটাক ২৭ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত পুরানো দোতলা ভবন পরিমাণ কমবেশি ৪৫০ বর্গফুট একতলা এবং ১৫০ বর্গফুট দোতলা, অবস্থিত মৌজা : দিগলা, জেএল নং ১৮, তৌজি নং ১১৮, দাগ নং ৬১৫, খতিয়ান নং ৮৮১, দক্ষিণ দমদম পুরসভার ওয়ার্ড নং ৬ অধীন, হোল্ডিং নং ৩১৭ (নতুন) এবং পরিচিত এবং চিহ্নিত ২১৩, সুভাষ নগর বাই লেন, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, উত্তর ২৪ পরগনা, থানা : দমদম, এডিএসআর -কাশীপুর দমদম, সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রী জগন্নাথ কুন্ডু এর ভবন/ **দক্ষিণে :** ৭ ফুট চওড়া সড়ক/ **পূর্বে :** ৬ ফুট চওড়া সড়ক / **পশ্চিমে :** শ্যামল বসাকের ভবন।

তারিখ : ০৬.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

SBI
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান ৭১৩১০৪, ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - উর্মি সেন ই-মেল আইডি -sbi.14817@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭২৯৬১৬

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** (সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিস্তারিততে বিস্তারিত বর্ণিত) এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - ২২.০৮.২০২৫
সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ডিরেক্টর এবং জামিনদাতার নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি ১০ শতাংশ ডাক বর্ধিত পরিমাণ
1.	**ঋণগ্রহীতা :** **মেসার্স দামোদর কৃষি বিপণী,** **স্বত্ব :** মনোজ কুমার দারি, পিতা কানাইলাল দারি, **জামিনদাতা :** সুশীল কুমার দারি, **ঠিকানা :** গ্রাম : কুতরুকি, পো : গলসি, জেলা : বর্ধমান, ৭১৩৪০৬।	**সম্পত্তির মালিকের নাম : ১) মনোজ কুমার দারি এবং ২) সুশীল কুমার দারি। দলিল নং ১-৫৪০৩/১৯৮৩।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ০.০৪ একর, জেএল নং ৯৩, খতিয়ান নং ৯৩৬, এবং ৯৩৭, আরএস প্লট নং ২৬৪৪/২৯৪১, এলআর প্লট নং ৭০৬, মৌজা : কুতরুকি, পো : উষাগ্রাম, থানা : গলসি, জেলা : পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৪০৬। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : মৃত্যুঞ্জয় রায়ের খালি জমি; দক্ষিণে : স্বপন রুইদাসের খালি জমি; পূর্বে : পিডব্লুডি রোড; পশ্চিমে : বলাই রুইদাসের ভবন। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)।**	৩১,২১,০৪৭.২৮ টাকা (একত্রিশ লাখ একুশ হাজার সাতচল্লিশ টাকা এবং আঠাশ পয়সা) ০২.০৪.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ **যোগাযোগের ব্যক্তি** ৯৬৭৪৭২৯৬১৬ ৯৬৭৪৭১১৫২১	১৮,৯৫,০০০.০০ টাকা ১,৮৯,৫০০.০০ টাকা ৫০,০০০.০০ টাকা

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৬.০৮.২০২৫
স্থান : বর্ধমান

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

WPIL
ডব্লুপিআইএল লিমিটেড

CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: "ট্রিনিটি প্লাজা", ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০ ০৪৬

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত: জুন ৩০, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত: মার্চ ৩১, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত: জুন ৩০, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত: মার্চ ৩১, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩৮,৭৪৬.২৪	৫৭,৭৬২.১২	৩৭,৪৪৫.৫২	১৮৪,৪১৯.৫৬
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)	৪,০৪১.৯৫	৬,৪৭৬.৭৯	৫,৮৫৩.৮৯	২৬,৬৬১.৮২
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৪,০৪১.৯৫	৬,৪৭৬.৭৯	৫,৮৫৩.৮৯	২৬,৬৬১.৮২
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২,৫৭৪.২১	(২,৩৭১.৭৯)	৪,৩০৫.০৭	১২,৬৬০.৩৯
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত(কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৯,৫৭৭.২৭	১,১৪০.৩৮	৩,৯৫৯.৬৮	১৪,৬৬৭.৭৯
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	১৩৬,২১৪.৩৮
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :				
	১. মৌলিক	২.২৯	০.১৮	৩.৯৬	১৩.৫২
	২. মিশ্রিত	২.২৯	০.১৮	৩.৯৬	১৩.৫২

দ্রষ্টব্য : সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ০৫ অগস্ট, ২০২৫ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in) এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) -তে। নিম্নোক্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ০৫ অগস্ট, ২০২৫

WPIL
ডব্লুপিআইএল লিমিটেড

CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: "ট্রিনিটি প্লাজা", ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০ ০৪৬

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত: জুন ৩০, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত: মার্চ ৩১, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত: জুন ৩০, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত: মার্চ ৩১, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৮,৯৯৭.০৯	৩৬,৮৭৩.২৮	২৪,৭৮১.০০	১১৭,৭৮৫.৩৬
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)	২,৫৭৮.৫৬	৬,১৮৮.১৭	৪,১২০.৭৮	১৯,৩৩৪.২৪
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২,৫৭৮.৫৬	৬,১৮৮.১৭	৪,১২০.৭৮	১৯,৩৩৪.২৪
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১,৮৯৮.০৩	৪,৬০৭.৮৯	৩,০৮৩.৮১	১৪,৩৮৪.৩৪
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত(কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	১,৮৯৯.৬১	৪,৬০৩.২২	৩,০৮৫.৩৮	১৪,৩৭৪.৫১
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	৮৭,৪৪৮.২২
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :				
	১. মৌলিক	১.৯৪	৪.৭২	৩.১৬	১৪.৭৩
	২. মিশ্রিত	১.৯৪	৪.৭২	৩.১৬	১৪.৭৩

দ্রষ্টব্য : সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ০৫ অগস্ট, ২০২৫ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in) এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) -তে। নিম্নোক্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ০৫ অগস্ট, ২০২৫

সম্পাদকীয়

লোকসভার নেতার পদে অভিষেককে বসিয়ে কোন চাল দিলেন মমতা

ভারতের সঙ্গে শুল্ক যুদ্ধে নেমেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ হারে শুল্ক চাপিয়েছেন। সুদূর প্রসারী এর কী লাভ বা কী ক্ষতি হতে পারে এ নিয়ে এখন সাউথ ব্লকের অন্দরে কাটাছেঁড়া চলছে। তবে এই ঘোষণার জেরে এরই মধ্যে বেশ বেকায়দায় মার্কিন মুলুকের অর্থনীতি। এই চড়া হারে শুল্ক চাপানোর জেরে রাতারাতি প্রভাব পড়েছে আমেরিকার শেয়ার বাজারে। ঘুম ছুটেছে মার্কিন লগ্নিকারীদের। তথ্য বলছে, ট্রাম্পের ঘোষণার ২৪ ঘন্টার মধ্যে ওয়াল স্ট্রিটের শেয়ার বাজারে ব্যাপক ধস নেমেছে। অগস্টের প্রথম দিন বাজার থেকে উধাও ১.১ লক্ষ কোটি ডলার মূল্যের সম্পদ। দ্রুত এই অবস্থা বদলাবে এমন কোনও ইঙ্গিতও দিতে পারেননি সে দেশের আর্থিক বিশেষজ্ঞরা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন বলছে, ঘোষণার ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১ আগস্ট বাজার বন্ধের সময় শেয়ার সূচক ডাও জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাভারেজ কমেছে ১.৩ শতাংশ। এ ছাড়া এসঅ্যান্ডপি-৫০০ এবং নাসডাক কম্পোজিট ১.৬ এবং ২.২৪ শতাংশের পতন হয়েছে। সে দেশের ব্রোকারেজ সংস্থাগুলির তথ্য বলছে, চলতি বছরের এপ্রিল এবং মে মাসের পর এক দিনে মার্কিন শেয়ার সূচক নাসডাক এব ং এসঅ্যান্ডপি-৫০০ তে এত বড় পতন আর হয়নি। সূচকে ধস নামার পাশাপাশি ট্রাম্প প্রশাসনের রক্তচাপ বাড়িয়েছে আরও একটি বিষয়। সেটি হল কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে খারাপ ফলাফল। আগস্টের শুরুতেই এই নিয়ে চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট প্রকাশ করেছে আমেরিকার শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরো। রিপোর্ট বলছে, চলতি বছর জুলাইয়ে নতুন চাকরি জুটেছে মাত্র ৭৩ হাজার বেকারের কপালে।ওই মাসে এক লক্ষ কর্মসংস্থানের আশায় ছিল মার্কিন সরকার। চাকরির বাজারে মন্দা এখন ট্রাম্পের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। এসবের পরও অবশ্য রোখা যাচ্ছে না ট্রাম্পকে। ভারত-সহ ৬৮টি দেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের উপর ১০ থেকে সর্বোচ্চ ৪১ শতাংশ পর্যন্ত নতুন শুল্ক আরোপ করেছেন তিনি। ৭ আগস্ট থেকে সেই ঘোষণা কার্যকর হবে।

শব্দবাণ-৩৫১

■	২			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■		৮	৯
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. ব্যূহরচনা ৩. বেফাঁস, অসংযত ৫. খ্যাত ৭. নদীতে হঠাৎ যে বান আসে ৮. পদ্ম ১০. অন্যের ওপর অত্যাচার।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মশলাবিশেষ ২. গচ্ছিত বস্তুর রক্ষাকারী ৩. বায়ুমণ্ডল ৪. বৃক্ষ ও প্রস্তর ৬. নীল তাল ৯.— গায়ের রং।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৫০

পাশাপাশি: ১. পাঁজিপুঁথি ৩. মওকা ৪. বসন ৬. লোচন ৯. দলিত ১০. নবজাত ।

উপর-নীচ: ১. পাঁকাল ২. থিসিস ৩. মনে এলো ৫. নখাঘাত ৭. চয়েন ৮. আদত।

জন্মদিন

আজকের দিন

আদিত্য নারায়ণ

১৯০৬ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কার্তিক বোসের জন্মদিন।*
১৯৫৫ *বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক পার্থ ঘোষের জন্মদিন।*
১৯৮৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী আদিত্য নারায়ণের জন্মদিন।*

কোচবিহারে শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলার প্রতিবাদে

কাঁকসা ও পানাগড়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: মঙ্গলবার কোচবিহারে একটি দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই সময় রাস্তায় তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ইট, পাথর ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। সামনের দিকে ক্ষতি না হলেও, গাড়ির পিছনের কাঁচ ভেঙে যায়। সেই সময় শুভেন্দু অধিকারীর গাড়িতেই ছিলেন নিশীথ প্রামাণিক। কেউ আহত না-হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় শুভেন্দু অধিকারীর গাড়ি। ঘটনার পরেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের ওপর হামলার অভিযোগ তোলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা।

অন্যদিকে, তাঁর ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদে নামে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বিজেপির পক্ষ থেকে রাজ্য জুড়ে পথ অবরোধ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। সেইমতো মঙ্গলবার বিকালে কাঁকসার রাজবাঁধে বিজেপি কর্মীরা বিক্ষোভে নামেন। এদিন ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এদিন বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি জানান বিজেপি কর্মীরা। রাজবাঁধে এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বিজেপি নেতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির বিক্ষোভের জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানোর পর ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে বিক্ষোভ উঠিয়ে দেয়। বিজেপি নেতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৯৫৬ ভোটে হারিয়েছিলেন। এই জ্বালায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গা জ্বলছে। বিরোধী দলনেতা কোচবিহার যাচ্ছিলেন দলের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন কর্মসূচিতে যোগ দিতে। সেই সময় তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। গাড়িটি বুলেট প্রুফ বলেই সকলে বেঁচে যায়। মমতার পুলিশ সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। এই পুলিশকে যখন অনুব্রত মণ্ডল মা-মাসি তুলে গালিগালাজ করে, তখন এই মমতারই পুলিশ টেবিলের তলায় গিয়ে লুকায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মমতার পুলিশ দাঁড়িয়ে নাকা চেকিং-এর নামে তলাবাজি করে। গোরুর টাকা, বালির টাকা ও কয়লার টাকা তোলাই এদের কাজ। আর এই টাকা তুলে ভাইপোকে ক্যামাক স্ট্রিটে পৌঁছানো। আর রাজ্যে বিরোধী দলনেতাকে কালো পতাকা দেখানো হলে, তাঁর ওপর হামলা হলে, এই মমতার পুলিশ পিছন ঘুরে দাঁড়িয়ে থাকে। তাই পুলিশকে আবেদন পুলিশের উর্দি ছাড়ুন, তৃণমূলের ঝাণ্ডা ধরুন।' অন্যদিকে একই ইস্যুতে এদিন পানাগড় বাজারে পুরাতন জাতীয় সড়কের চৌমাথা মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির কর্মীরা। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিক্ষোভ চলার পরে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে অবরোধ উঠিয়ে দিয়ে রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক করে। এদিন পানাগড় বাজারে এই পথ অবরোধ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন বিজেপি নেতা রমন শর্মা ও গলসি ৬ নম্বর মণ্ডলের বিজেপির কর্মী সমর্থকরা।

বর্ধমানের একাধিক স্থানে বিজেপির প্রতিবাদ বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম বর্ধমান: কোচবিহারে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সেই মোতাবেক জেলা তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মঙ্গলবার বিজেপি নেতা-নেত্রী থেকে শুরু করে কর্মী সমর্থকরা বিক্ষোভ শুরু করেছেন। বাদ পড়েনি পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর, দুর্গাপুর ও জামুড়িয়া।

এদিন খনি অঞ্চলের জামুড়িয়ায় পথ অবরোধ বিজেপির। অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। বিজেপি নেতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে টায়াল জ্বালিয়ে দুর্গাপুরের এসবি মোড় অবরোধ করে বিজেপি। শেষে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতির স্বাভাবিক হয়। পাণ্ডবেশ্বরের মণ্ডল এক-এর সভাপতি সবিতা বাগদির নেতৃত্বে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা পথে বসে বিক্ষোভ দেখান। বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ঘটনাস্থল থেকে হাঁটিয়ে দেয়। তবে বিক্ষোভকারীদের তুলতে গেলে পুলিশকে লক্ষ্য করে মারমুখী হয়ে ওঠেন বিজেপি কর্মীর সমর্থকরা বলে অভিযোগ।

দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত শিশুর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দেওয়াল চাপা পড়ে শিশু মৃত্যুর ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারটির হাতে সরকারি ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দিল প্রশাসন। মঙ্গলবার মৃত শিশুর বাড়িতে গিয়ে ওই চেক তুলে দেন বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ। মৃত শিশুটির পাশে সব রকমভাবে থাকার আশ্বাস দিয়েছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলও।

গতকাল বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের বীরসিংহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাংপাড়া গ্রামে কাঁচা মাটির দেওয়াল ধসে মৃত্যু হয় কিরণ লোহার নামের ৩ বছর বয়সি এক শিশুর। ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয় কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক দলের মধ্যে চরম চাপানউতোর। তড়িঘড়ি মৃত শিশুর বাড়িতে হাজির হয়ে গতকাল বিকালেই মৃতের পরিবারের হাতে দলের তরফে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুব্রত দত্ত। এদিন ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃতের বাড়িতে হাজির হন বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ ও তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুব্রত দত্ত। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যুজনিত সরকারি ক্ষতিপূরণের ২ লক্ষ টাকার চেক পরিবারের হাতে তুলে দেন মহকুমা শাসক। দেওয়া হয় সমব্যথী প্রকল্পের আর্থিক সাহায্যও। পরিবারটির পাশে সবরকমভাবে থাকার আশ্বাস দিয়ে একের পর এক মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

স্বামীর আত্মহত্যার প্ররোচনায় স্ত্রীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: 'হয় লোন শোধ করবি। না হয় বিষ খাবি' ! এই বলেই স্ত্রীর হাতে বিষের প্যাকেট ধরিয়ে দিয়েছিল স্বামী। অবশেষে অপমানে অভিমানে ভেঙে পড়ে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন স্ত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত পূর্বস্থলী স্টেশন বাজার এলাকায়। মৃত ওই গৃহবধূর নাম অমিতাজ বিবি (৩৬)। বাড়ি পূর্বস্থলী স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। মৃতার ছেলে জানান, 'মায়ের ওপর বাবা দীর্ঘদিন ধরেই অত্যাচার করত। একইসঙ্গে মায়ের নামে ১ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা লোন ছিল। সেই লোনের টাকা বাবা নিয়েছিল। কিন্তু মাকে, বাবা লোন শোধ করার জন্য জোর করত। এই নিয়ে প্রায়শই অশান্তি চলত বাড়িতে। মা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় জানিয়েছিল, তার বাবাই নাকি বিষের প্যাকেট মায়ের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। মা কে বলেছিল লোন শোধ কর, না হলে বিষ খা। এরপরই অপমানে মা বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়।' রবিবার দুপুরে বিষ খেয়ে নেন তিনি। এরপর প্রথমে পূর্বস্থলী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে থেকে পরে তাঁকে কালনা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সোমবার গভীর রাতে কালনা হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তবে এই বিষয়ে থানায় মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো অভিযোগ হয়নি বলেই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।

উত্তরপাড়ায় বিজেপির পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলায় উত্তরপাড়ায় মাখলা টি এন মুখার্জি রোডের বিড়লা মোড়ে বিজেপির পথ অবরোধ করে। কোচবিহারে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে হেনস্থার প্রতিবাদে বিজেপি কর্মীরা পতাকা, ফেস্টুন নিয়ে, টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করেন। দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয় অফিসযাত্রীদের। গাড়ি দাঁড়িয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে অবরোধ ওঠায়। বিজেপির উত্তরপাড়া মাখলা মন্ডল সভাপতি গৌতম মাঝির বক্তব্য, 'আমাদের বিরোধী দলনেতাকে তৃণমূলরা চূড়ান্ত হেনস্থা করে তাঁর গাড়িতে ইট মারে। এইসব আমরা বরদাস্ত করব না। পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। তারই প্রতিবাদে আমাদের পথ অবরোধ। এরকম করলে ভবিষ্যতে তীব্র আন্দোলন হবে।'

উদয়ন গুহর গ্রেপ্তারির দাবিতে সরব অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: কোচবিহারে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলার প্রতিবাদে রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহর গ্রেপ্তারির দাবিতে সরব হলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। মঙ্গলবার তার দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই দাবি করেন তিনি।

তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সমমর্যাদা বিরোধী দলনেতার প্রাপ্য। কিন্তু রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী এই লজ্জাজনক ঘটনা ঘটিয়েছে। পুলিশের চোখের সামনে তাণ্ডব চালিয়েছে। হামলাকারীরা অধিকাংশই রোহিঙ্গা। শুধু এই ঘটনায় নয়, অতীতে সুকান্ত মজুমদার-সহ কেন্দ্রীয় নেতাদের কনভয়ে হামলা চালানো হয়। একদিকে সস্তা রাজনীতির জন্য বাংলা ভাষা আন্দোলনের নামে জনগণকে বোকা বানাচ্ছে। অপরদিকে বাংলার সংস্কৃতি নষ্ট করছে।' এদিন বিকেলে ঘটনার প্রতিবাদে আসানসোলের জিটি রোডের বি এন আর মোড়ে বিজেপি পথ অবরোধ করে। এই অবরোধে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য, অগ্নিমিত্রা পাল।

ট্রেনে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু মালদার পরিযায়ী শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আবারও পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটল মোথাবাড়ি এলাকায়। এবারে মুম্বইয়ে কাজে গিয়ে চলন্ত ট্রেনে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল মালদার ওই পরিযায়ী শ্রমিকের। গত সোমবার রাতে মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের খবর জানতে পেরে পরিবারের লোকেরা গিয়েছেন মৃতদেহ আনতে। যদিও মুম্বই থেকে খড়গপুর পর্যন্ত চলে আসার পরেই সেই মৃতদেহ সংশ্লিষ্ট এলাকার জিআরপির পুলিশ উদ্ধার করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম রমজান সবজি (৩০)। তাঁর বাড়ি মোথাবাড়ি থানার ধরমপুর ত্রিমোহিনী এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে পরিবারের লোকেরা খড়গপুর স্টেশনে পৌঁছায়। খড়গপুর স্টেশনের জিআরপি ও স্টেশন মাস্টারের কাছে উপযুক্ত নথিপত্র দেখিয়ে ওই পরিযায়ী শ্রমিকের মৃতদেহ ফিরে পান তাঁর পরিবার। মঙ্গলবার রাতেই রমজান সেবজির কফিন বন্দি দেহ গ্রামের বাড়িতে ফেরে। এদিকে স্বামীর মৃত্যুর ঘটনায় দুই নাবালিকা সন্তানকে নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী হাসিনা খাতুন। তিনি বলেন, 'গত সোমবার ট্রেনে অসুস্থ থাকাকালীন স্বামী আমাদের ফোন করেছিল। ও বলেছিল কোনওরকমে আমরা যাতে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে পৌঁছাতে পারি। ও ততক্ষণে সেখানে পৌঁছে যাবে। কিন্তু এরপরই আমাদের কাছে ফোন আসে অসুস্থ অবস্থায় মারা গিয়েছে রমজান।' মৃতের বাবা দুলাল সবজি জানিয়েছেন, 'পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ছিল ছেলে রমজান। অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও সংসার চালানোর জন্য বাইরে গিয়েছিলেন কাজ করতে। এই পরিস্থিতিতে এখন কী করে তাদের চলবে বুঝে উঠতে পারছি না।' বিষয়টি শোনার পর মোথাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ও সেচ ও জলপথ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেছেন, 'ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি নিজেও অসুস্থ রয়েছি। তবে ওই পরিবারটির প্রতি সমবেদনা রয়েছে। অবশ্যই তাঁদের সঙ্গে দেখা করব। সরকারের পক্ষ থেকে সবরকম সহযোগিতা করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

স্কুলে ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা, আটক শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: ছাত্রীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে শিক্ষককে মারধর অভিভাবকদের। শিক্ষককে উদ্ধার করে আটক করল বাগদা থানার পুলিশ। অভিভাবকের অভিযোগ উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানা এলাকার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিমূল বিশ্বাস গত শুক্রবার প্রবল বৃষ্টির কারণে স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম থাকার সুযোগ নিয়ে তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা করেন বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার অভিভাবকরা স্কুলে এসে প্রধান শিক্ষকের কাছে সেই অভিযোগ জানায়। পরবর্তীতে পুলিশ আসতেই ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা অভিযুক্ত শিক্ষককে মারধর শুরু করেন। ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের হাত থেকে শিক্ষককে উদ্ধার করে বাগদা থানার পুলিশ। নাবালিকা ছাত্রীর মায়ের দাবি, শিক্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। তাঁর মেয়ের সঙ্গে যে ঘটনা ঘটিয়েছে, আর যেন অন্য কারওর সঙ্গে এরকম ধরনের ঘটনা না ঘটাতে পারেন ওই শিক্ষক। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ব্রতীশ কুমার দাস জানিয়েছেন, 'স্কুলের শিক্ষকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এর প্রভাব যেন স্কুলের ওপরে না পড়ে। অভিভাবকের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত শিক্ষককে নিয়ে গিয়েছে। প্রশাসন তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক আমরা সেটাই চাই।'

দক্ষিণবঙ্গে এলে উদয়ন গুহকে ফুলের অভ্যর্থনা জানাব: সুব্রত ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: দক্ষিণবঙ্গে আসলে উদয়ন গুহকে ফুল, ফল দিয়ে অভ্যর্থনা করা হবে হুঁশিয়ারি গাইঘাটা বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরের। কোচবিহারে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ওপরে হামলার প্রতিবাদে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানা সামনে যশোর রোড অবরোধ করে বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা। প্রায় এক ঘণ্টা চলে অবরোধ। অবরোধে উপস্থিত ছিলেন গাইঘাটার বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুব্রত ঠাকুর দাবি করেন, উদয়ন গুহর নেতৃত্বে শুভেন্দু অধিকারীর ওপরে হামলা হয়েছে। পরবর্তীতে উদয়ন গুহকে হুঁশিয়ারি দিয়ে সুব্রত ঠাকুর বলেন, 'আপনি থাকেন উত্তরবঙ্গে, কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে আপনাকে আসতেই হবে। আপনি যেটা করেছেন সাধারণ মানুষ ও বিজেপির কর্মীরা ছেড়ে দেবে না।' এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুব্রত ঠাকুর বলেন, 'উদয়ন গুহকে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে আসতে হবে কলকাতায়। আমরা ফুল, ফল বিছিয়ে রাখব অভ্যর্থনা করার জন্য। বিজেপি কর্মীরা ওনাকে অভ্যর্থনা জানাবেন।' এদিন গাইঘাটার পাশাপাশি অশোকনগর, হাবড়া, বনগাঁ, গোপালনগর, বাগদা-সহ বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিধায়ক-সহ কর্মীরা।

ঘুমন্ত অবস্থায় মাটির বাড়ি ভেঙে মৃত্যু নসিবপুরের দম্পতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর : মঙ্গলবার ভোরে মাটির বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল দম্পতির। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার অন্তর্গত নসিবপুর গ্রামে। এলাকাবাসী জানিয়েছে, ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ মাটির বাড়িটি ভেঙে পড়ে। গত কয়েকটা দিন ধরেই টানা বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির ফলে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে পূর্ব বর্ধমানের একাধিক এলাকা। এরই কারণে মাটির বাড়িও ভেঙে পড়ছে নানান জায়গায়।

তারা জানিয়েছেন, ইউনূস মল্লিক ও রিজিয়া বেগম সোমবার রাতে যখন ঘুমাচ্ছিলেন, তখনই তাঁদের ওপর হুড়মুড়িয়ে মাটির বাড়িটি ভেঙে পড়ে। বিকট আওয়াজ শুনে প্রতিবেশীদের ঘুম ভেঙে যায়। তাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে দেখতেপায়, মাটির বাড়িটি ভেঙে পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে গ্রামের মসজিদে যেখানে আজান দেওয়া হয়, সেই মাইকের মাধ্যমে মাইকিং করা হয়। সকলকে এসে উদ্ধারকাজে হাত লাগানো জন্য অনুরোধ করা হয়। এক প্রতিবেশী জেসিপি মেশিন দিয়ে উদ্ধার কাজ শুরু করা হয়। খবর দেওয়া হয় জামালপুর থানার পুলিশকে। বেশ কিছুক্ষণ পর মাটি সরিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা দুই জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দম্পতির দেহ ময়না তদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছান জামালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কৃপা সিন্ধু ঘোষ, বিডিও রাহুল বিশ্বাস, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন ও পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক-সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়, অবিরাম বৃষ্টির ফলে যে সমস্ত মাটির বাড়িগুলির অবস্থা খারাপ হয়ে আছে, সেগুলি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ওই দম্পতির মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কোচবিহারের রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ের ওপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বাঁকুড়ার জুনবেদিয়া মোড়ে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদে নামলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। প্রায় ১৫ মিনিট ধরে চলে অবরোধ, বিক্ষোভ। অবরোধের জেরে বাঁকুড়া-দুর্গাপুর রাজ্য সড়কে যান চলাচল বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ওই রাস্তায় ব্যপক যানজট তৈরি হয়। পনেরো মিনিট পর অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন বিজেপি কর্মীরা। অবিলম্বে শুভেন্দু অধিকারীর ওপর হামলাকারীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দেওয়া না-হলে আগামীদিনে লাগাতার আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাঁকুড়ার পদ্ম শিবির।

অন্ডালে বাংলা পক্ষের সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: ভিন রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্থা ও বাংলা ভাষার প্রতি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে অন্ডালের কাজোরাতে সভা করল 'বাংলা পক্ষ'। সংগঠনের উদ্যোগে সোমবার সন্ধ্যায় সভাটি হয় কাজোরা পোস্ট অফিস মোড়ে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায়, রানিগঞ্জ বিধানসভা এলাকার সম্পাদক রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা। অক্ষয়বাবু বলেন, 'বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালি ও বাংলা ভাষাভাষীদের হেনস্থা করছে সেখানকার পুলিশ ও রাজ্য সরকার। অবিলম্বে এই বিদ্বেষ বন্ধ করতে হবে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না-হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিক আন্দোলন চলবে।'

দিল্লিতে সোনার পদ্ম ও গৌতম বুদ্ধ জাতীয় সম্মান ড. স্বপন দত্ত বাউলকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সমাজের জন্য ভালো কাজ করলে কেউ না, কেউ সেই কাজের সম্মান দেবেই। এবারে ২ অগস্ট দিল্লিতে গৌতম বুদ্ধ জাতীয় সম্মান ও গোল্ড পদ্ম সম্মান পুরস্কার দেওয়া হল রাষ্ট্রপতির সম্মানিত শিল্পী আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলকে। সারা বাংলার জেলায় জেলায়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে ঘুরে নিঃস্বার্থে, বিনা পারিশ্রমিকে সংস্কৃতি মনভাবাপন্ন, সুষ্ঠু সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বাউল গানের মাধ্যমে কুসংস্কার, কুপ্রথা দূরীকরণ, দেশে-বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরেন তিনি। তাঁর এই অতুলনীয় অবদানের জন্য দিল্লিতে মহামূল্যবান গোল্ড পদ্ম ও গৌতম বুদ্ধ জাতীয় সম্মান সম্মানিত করা হয় তাঁকে। এই দেশের

গৌরবময় সম্মান পেয়ে খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল খুবই খুশি। জানা যায়, দিল্লিতে গ্লোবাল হিউম্যান রাইটস প্রোটেকশন ফোরামের পক্ষ থেকে দ্বরকা দিল্লিতে গৌতম বুদ্ধ জাতীয় সম্মান ও গোল্ড পদ্ম সম্মানে ভূষিত করা হয়। সংস্থার চেয়ারম্যান মহানন্দ সরকার দত্ত ও আমন্ত্রিত সম্মানীয় অতিথি বর্গ এই সম্মান তুলে দেন বাংলার শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলের হাতে। উল্লেখ্য, এর আগে লোকসভার অধ্যক্ষা মিরা কুমারের কাছে বাবু যগজীবন রাম জাতীয় সম্মান, বিশাখাপত্তনমে মহাত্মা গান্ধি জাতীয় সম্মান, ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী থেকে মহাত্মা গান্ধি শান্তি পুরস্কার, ড বি আর আম্বেদকর জাতীয় সম্মান পেয়েছেন তিনি। এবারে গৌতম বুদ্ধ জাতীয় সম্মান ও সঙ্গে গোল্ড পদ্ম সম্মান পেয়ে ভারত মাতাকে গর্বিত করলেন বাংলার বাউল ছেলে স্বপন দত্ত বাউল।

আজ ঝাড়গ্রাম সফর মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাড়গ্রাম সফরে আসছেন। তিনি ওই দিন ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে ঝাড়গ্রাম শহরে ঐতিহাসিক পদযাত্রা করবেন। পদযাত্রার শেষে ঝাড়গ্রাম শহরের পাঁচ মাথার মোড়ে এক সভায় বক্তব্য রাখবেন। পাঁচমাথা মোড়েও মঞ্চের কাজ জোর কদমে চলছে। ৭ অগস্ট ঝাড়গ্রাম ঘোড়াধরা স্টেডিয়ামে বিশ্ব আদিবাসী দিবসের চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ঝাড়গ্রাম জেলায় ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রাম শহরের পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে। ঝাড়খণ্ডের সীমানা সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এই সফরে প্রশাসনিক নানা কর্মসূচিতেও অংশ নেবেন। তাই নিরাপত্তার কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী ঝাড়গ্রাম সফরকে কেন্দ্র করে যেমন প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে,তেমনই তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দলীয় সুপ্রিমোর ঝাড়গ্রাম সফর স্মরণীয় করে রাখতে বাড়িতে বাড়িতে বিভিন্ন প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

ওন্দা ব্লকে দ্বারকেশ্বর নদের ভাঙন অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দ্বারকেশ্বর নদের ভাঙন অব্যাহত বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের নিকুঞ্জপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হীরাডাঙর মৌজার শ্রীরাম কলোলিতে। ইতিমধ্যে প্রায় ৩০০ বিঘা জমি গিলে খেয়েছে দ্বারকেশ্বর, ভাঙতে ভাঙতে এবার প্রায় গ্রামের কাছেও পৌঁছে গেছে নদী। তিন ফসলি জমি জলের নদী গর্ভে বিলীন হওয়ায় ঘুম ছুটেছে কৃষকদের। একদিকে দ্বারকেশ্বর, অন্যদিকে কানা নদী, তার মাঝখানে শ্রীরামপুর কলোনিতে ৩০০ কৃষক পরিবার বাস করেন। ওই গ্রামের মানুষের দাবি, নদী ভাঙন বিগত কয়েক বছরে মাত্রা ছাড়িয়েছে। অপরিকল্পিতভাবে নদী থেকে বালি তোলার খেসারত দিতে হচ্ছে অসহায় গ্রামবাসীদের। প্রশাসনকে বারবার নদী ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হলেও কোনও কাজ হয়নি।

লাইফ জ্যাকেট ও স্পিড বোট দান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হল লাইফ জ্যাকেট ও স্পিড বোট। বালুরঘাট শহরের আত্রেয়ী নদী সংলগ্ন সদরঘাট এলাকায় এদিন একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রায় ৩০০টি লাইভ জ্যাকেট ও একটি স্পিড বোর্ড তুলে দেওয়া হয় সিভিল ডিফেন্স কর্মী ও আধিকারিকদের হাতে। লাইফ জ্যাকেট পড়ে নতুন স্পিডবোটে চেপে মহড়া দিতে দেখা যায় উপস্থিত আধিকারিক ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের। এদিনের এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) রবি প্রকাশ মিনা, মহকুমা শাসক (সদর) সুব্রত কুমার বর্মন এবং সিভিল ডিফেন্সের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীরা।

জানা গিয়েছে, বিপর্যয় মোকাবিলায় তৎপর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি প্রস্তুত রয়েছে সিভিল ডিফেন্স টিম। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত করবার জন্য জেলা প্রশাসনের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কারণ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় উদ্ধার কাজে জেলায় অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের উদ্ধারকারী গাড়ি, ক্রেন, স্পিড বোট, ল্যাডার-সহ নানা সরঞ্জাম প্রয়োজন পড়ে। এবিষয়ে অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) রবি প্রকাশ মিনা বলেন, 'সিভিল ডিফেন্সের তরফে আজকে আমরা নতুন একটি স্পিডবোট ইন্ট্রোডিউস করলাম। এটি বন্যা বা দুর্গা পুজো, কালীপূজোয় বিসর্জনের সময় কাজে আসবে। আমাদের এখানে সিভিল ডিফেন্স রেসকিউ টিম রয়েছে। এছাড়াও দুই সাব ডিভিশন থেকে দু'জন করে মোট চারজন রয়েছেন, যারা এটাকে অপারেট করবে। আগে আমাদের কাছে দুটো বোট ছিল। একটি এখন সক্রিয় আছে, কিন্তু আরেকটি খারাপ হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে আমাদের কাছে আরও একটি নতুন বোট এল।'

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১/৯৬৭৪৭৭৫৩০৭

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২১.০৮.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বকেয়া পরিমাণ	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
1.	**শ্রী শম্ভু শাউ** **ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ১/৪, ৩য় তল, ইছামতী অ্যাপার্টমেন্ট, ৫৪৩, গড়িয়া স্টেশন রোড, রাজপুর সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০০৮৪ **শ্রীমতী পুষ্পা শাউ** **ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ১/৪, ৩য় তল, ইছামতী অ্যাপার্টমেন্ট, ৫৪৩, গড়িয়া স্টেশন রোড, রাজপুর সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০০৮৪	**২৭,১৮,৭৬২.০০ টাকা (সাতাশ লাখ আঠার হাজার সাতশ বাষট্টি টাকা)** ০৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী আপনারা উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে ০৮.০৫.২০২৪ থেকে বকেয়া পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ১/৪ , ৩য় তল, (পূর্ব দিকে) ভবন পরিচিত ইছামতী,অ্যাপার্টমেন্ট পরিমাণ আনুমানিক ৬৫৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট কমবেশি , ২ বেড রুম, ১ কিচেন তথা ডাইনিং স্পেস, এক টয়লেট এবং এক ব্যালকনি এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১২ ছটাক ২২ বর্গফুট এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ অবস্থিত জেএল নং ৪৭, আরএস নং ৭, দাগ নং ৭৫৩, খতিয়ান নং ৫৯৬, ওয়ার্ড নং ২৭, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ৫৪৩, গড়িয়া স্টেশন রোড, থানা : নরেন্দ্রপুর (পুরানো থানা : সোনারপুর), জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **মালিক(গণ) : ১. শম্ভু শাউ,** পিতা মনোহর লাল শাউ, **২. পুষ্পা শাউ,** স্বামী শম্ভু শাউ, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৩৯৯৬-২০০৬ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ৩৫, পৃষ্ঠা ২০০৭-২০৩৭, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **(সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)**	২০,৫০,০০০.০০ টাকা / ২,০৫,০০০.০০ টাকা / ১০,০০০.০০ টাকা; **যোগাযোগের ব্যক্তি** ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭৭৫৩০৭; **পর্যবেক্ষণের তারিখ** ১৪.০৮.২০২৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৬.০৮.২০২৫, স্থান : কলকাতা — সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

GIC HOUSING FINANCE LTD.
Regd. Office: Royal Insurance Building, 6th floor, 14, Jamshedji Tata Rd., Churchgate, Mumbai-400020.
Branch Office: : Royal Insurance Building, Ground Floor 5,Netaji Subhas Road,Kolkata-700001(Opposite G.P.O)
Telephone No. 9007950918/9883014083, Rachna Dugar : 9694019500

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি. (জিআইসিএইচএফএল) এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত তারিখে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীন নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন। যেহেতু ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৪ ধারা এবং ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতার নাম/ লোন ফাইল নং	সম্পত্তির ঠিকানা/সম্পত্তির এরিয়া (সুপার বিল্ট আপ বর্গফুট)	দাবি নোটিশ ইস্যুর তারিখ	স্বত্ব দখলের তারিখ	৩১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী মোট বকেয়া পরিমাণ (পিওএস, সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ) (টাকায়)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১.	শ্রী সুজিত সিং এবং শ্রীমতি সুচিত্রা সিং, WB0070610002638	শিবালয় অ্যাপার্টমেন্ট, ৪র্থতল, ফ্ল্যাট নং সি২, (উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ মুখী ফ্ল্যাট) প্রেমিসেস নং পুরানো ৩৩, নতুন ১০৪/৫৮,মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, পো এবং থানা : পর্ণশ্রী, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৬০। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৫ ফুট চওড়া ব্যক্তিগত চলার পথ; দক্ষিণে : সাবিত্রী রানি বিশ্বাসের জমি এবং ভবন; পূর্বে : ২৩ ফুট ৫ ইঞ্চি চওড়া কেএমসি রোড; পশ্চিমে : প্রদীপ দে এর জমি এবং ভবন। (৯৫০.০০ বর্গফুট এসবিইউএ)।	১৫.০৫.২০১৮	০২.০৯.২০২৪	৪৬,৩০,৫০০/-	২২,২০,৬২৫/-

ই-নিলামের তারিখ এবং সময়- ১০.০৯.২০২৫ ওয়েব-পোর্টাল (https://www.bankauctions.in) এ বিকাল ৩.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত। প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
ইএমডি এবং কেওয়াইসি সহ নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে টেন্ডার/সিল করা বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হয় অনলাইন মোডের মাধ্যমে বা উপরে উল্লিখিত জিআইসিএইচএফ অফিসে ০৮.০৯.২০২৫ তারিখে বিকেল ৫.০০ টার আগে।
উপরে উল্লিখিত সম্পদ/সম্পত্তির ই-অকশন বিক্রয়ের জন্য এই পাবলিক নোটিশের পাশাপাশি (সারফায়েসি, আইন ২০০২ এবং এর অধীনে বিধিগুলির শর্তাবলীতে) জিআইসিএইচএফএল **''যেখানে যেমন আছে'' এবং ''যেমন আছে তেমন আছে''** ভিত্তিতে - উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি কেনার জন্য অনলাইন মোডে অথবা সিল করা কভারে অফারগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।
নিলামে বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ
১. **ই-নিলাম** অনুষ্ঠিত হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন আছে তেমন আছে', ' সেখানে যা কিছু আছে' রিকোর্স ব্যতীত এবং 'অনলাইনে'** পরিচালিত হবে। ই-অকশন জিআইসিএইচএফ অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ''মেসার্স.৪ ক্লোজার'' এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে ।
২. ইচ্ছুক দরদাতাদের পোর্টাল https://bankauctions.in এ তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে/ এবং তাদের ব্যবহারকারী-আইডি এবং পাসওয়ার্ড বিনামূল্যে পাবে। সম্ভাব্য দরদাতা হতে পারে পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স মেসার্স.৪ ক্লোজার থেকে ই-অকশনের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারে ৬০৫এ, ৭ম তল মৈত্রীভানম, আমিরপেট, হায়দ্রাবাদ-৫০০০৩৮, তেলিঙ্গানা, অফিস ল্যান্ড লাইন নং- ০৪০-২৩৭৩৬৪০৫; ব্যাকএন্ড টিম- ৮১৪২০০০০৬৪/৬৬, শ্রী প্রকাশ, prakash@bankauctions.in যোগাযোগ বিস্তারিত : ৯৬৯৪০১৯৫০০/৯০০৭৯৫০৯১৮।
৩. ই-অকশন বিক্রয় সারফেইসি অ্যাক্ট/রুল ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং এখানে/ওয়েবসাইটের অধীনে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে অফার/বিড নথির শর্তাবলী ইচ্ছুক/অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের জমা দিতে হবে।
৪. অনলাইন ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেক দরদাতার নিজস্ব ইমেল ঠিকানা থাকতে হবে।
৫. ইচ্ছুক দরদাতা জিআইসিএইচএফ-এর অনুমোদিত অফিসারের কাছে একজন যোগ্য দরপত্রদাতা হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন করলে, নথি জমা দিয়ে ই-অকশন বিডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অংশগ্রহণের জন্য তার আগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে। ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে তার লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করা দরপত্রদাতার/অনলাইন দরদাতার নিজস্ব দায়িত্ব।
৬. উপরোক্ত সম্পত্তিটি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৭. ইচ্ছুক দরদাতাদের উপরোক্ত সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ মূল্যের ১০ শতাংশ বায়না জমা (ইএমডি) দিতে হবে, ডিডি/আরটিজিএস/এনইএফটি এর মাধ্যমে জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে। ব্যাঙ্কের বিশদ নিম্নরূপ- ব্যাঙ্কের নাম- ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এ/সি নং- ০০৫১১১০১০০০০০৩৯-এ/সি নাম- জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি. ই-অকশন কালেকশন, শাখার নাম- এলসিবি, ফোর্ট ঠিকানা : ইউবিআই, ২৩৯ ব্যাকবে রিক্লেমেশিও নরিম্যান পয়েন্ট মুম্বই মহারাষ্ট্র পিনকোড ৪০০০২১ আইএফএসসি কোড : UBIN0800511।
৮. উল্লিখিত ডিপোজিট/গুলি সফল দরদাতাদের ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে, অন্যথায় ফেরত দেওয়া হবে। উল্লিখিত বায়না অর্থ জমা/গুলি কোনো সুদ বহন করবে না।
৯. উপরোক্ত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) সহ অফার/গুলি পোর্টাল https://bankauctions.in/ এর মাধ্যমে ''অনলাইনে'' জমা দেওয়া যেতে পারে এবং ইএমডি এবং প্যান কার্ড এবং ঠিকানার প্রমাণ সহ কেওয়াইসি নথির স্ক্যান কপি, পরিষেবা প্রদানকারীর কাছে বা বিড ফর্ম, ইএমডি এবং কেওয়াইসি নথি সমন্বিত সিল করা কভার জমা দেওয়ার মাধ্যমে এবং ইএমডি জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখে বা তার আগে উপরে উল্লিখিত জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসগুলিতে পৌঁছাতে হবে।
১০. দরপত্র খোলার পর, যে সকল ইচ্ছুক দরদাতারা তাদের দরপত্র সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে কম দাখিল করেননি তাদের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়া হবে বিডিংয়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অনুমোদিত অফিসারের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে।
১১. সফল দরদাতা/গণকে বিক্রয় মূল্যের পরিমাণের ২৫ শতাংশ জমা করতে হবে, ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি সামঞ্জস্য করে, বিক্রয়ের বিষয়ে অনুমোদিত কর্মকর্তার প্রস্তাব গ্রহণের সাথে সাথে, এতে ব্যর্থ হলে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ শুধুমাত্র অনুমোদিত অফিসারের বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকি টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে, জমাকৃত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে। অনুমোদিত অফিসারকে সফল দরদাতাকে বাজেয়াপ্ত করার আর কোন নোটিশ দিতে হবে না।
১২. দরদাতারা ''ক্যাভিট এম্পটর'' (ক্রেতা সাবধান) নীতির দ্বারা আবদ্ধ এবং কোন দায়, সংবিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া অর্থাৎ সম্পত্তি কর, আয়কর, আবগারি শুল্ক, শ্রম বকেয়া, বিদ্যুৎ এবং রক্ষণাবেক্ষণের বকেয়া ইত্যাদি, ফার্ম বা সুরক্ষিত সম্পদের খুঁজে পেতে তাদের নিজস্ব যথাযথ পরিশ্রম করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সফল দরদাতাকে সমস্ত বহির্গামী যেমন, পৌর কর, রক্ষণাবেক্ষণ/সোসাইটি চার্জ, বিদ্যুৎ চার্জ, জলের শুল্ক, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ, (যদি প্রযোজ্য), যদি থাকে এবং অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক চার্জ, সমস্ত বহির্গামী খরচ সহ বহন করতে হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য ব্যতীত।
১৩. সফল দরদাতাকে সুরক্ষিত সম্পদ তার নামে স্থানান্তরিত করতে বিক্রয় শংসাপত্রের উপর প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে, যেমন রেজিস্ট্রেশন ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, ট্যাক্স, বা অন্য কোন প্রদেয় শুল্ক ।
১৪. বিক্রয় শংসাপত্রটি সফল দরদাতার নামে এবং শুধুমাত্র সম্পূর্ণ/বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পরেই জারি করা হবে।
১৫. এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদারগণ এবং বন্ধক্দাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে তারা ই-অকশন বিক্রয়ের শর্তাবলী অনুযায়ী উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতা/পারচেসার কে আনতে পারেন।
১৬. অনুরোধের ভিত্তিতে এবং অনুমোদিত অফিসারের সুবিধা অনুযায়ী উল্লিখিত সম্পত্তির পরিদর্শন করা যেতে পারে।
১৭. অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ অফার বা যে কোন বা সকল অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোন কারণ না দেখিয়ে যেকোন বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
১৮. উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির উপর মুলতুবি থাকা কোনও দায়ভারগুলির জন্য জিআইসিএইচএফএল দায়ী নয় । **'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন আছে তেমন আছে', ' সেখানে যা কিছু আছে' এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি** ব্যতীত ভিত্তিতে সম্পত্তি নিলাম করা হবে।
১৯. কোনও কারণে ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা বিক্রির পূর্বে চুক্তি মোতাবেক বকেয়া, ব্যয়, সুদ ১৫ শতাংশ হারে বিক্রয় ঘোষণার তারিখ থেকে এবং ৫ শতাংশ ক্রয় মূল্য (বিক্রয়ের পর সফল ডাকদাতাকে প্রদেয়) এবং বিক্রয় বাতিলের জন্য জিআইসিএইচএফএল এর নিকট প্রস্তাব দেয় তবে জিআইসিএইছএফএ প্রস্তাব গ্রহণ পরিমাণ করবে এবং বন্ধকদাতাকে দখল দেবে।
২০. সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে বিক্রয় নোটিশের নিয়ম এবং শর্ত অনুযায়ী ২৫ শতাংশ (বায়না জমা সহ) বিক্রয়ের অব্যবহিতভাবে দাখিল করতে হবে এবং ডাক পরিমাণের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে বা সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে সম্প্রসারিত সময়ে প্রদান করতে হবে (এ ও এবং সফল ডকদাতা)। যাহোক, অনুমোদিত অফিসার বিক্রয়ের তারিখ থেকে ৩০ দিনের অতিক্রান্তে বিক্রয় শংসাপত্র নিশ্চিত করবেন এবং কোনও কারণেই বিক্রয়ের তারিখ থেকে ৩০ দিন অতিক্রান্তের পূর্বে বিক্রয় নিশ্চিত করা যাবে না। সম্পূর্ণ পরিমাণ আদায়ের পরই বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে এবং বিক্রয় শংসাপত্র ইস্যু করতে হবে।
২১. ন্যূনতম ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০ টাকা।

বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে
সম্পত্তি বিক্রয়ের বিস্তারিত এবং সম্পূর্ণ বিবরণ দেখতে অনুগ্রহ করে ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক মেসার্স ৪ ক্লোজার এর অনুমোদিত ওয়েবসাইট এবং ওয়েবসাইট : https://bankauctions.in।

তারিখ : ০৬.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কান্দি শাখা
নূতনহাট থানা রোড, পোঃ ও থানা- কান্দি
জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২ ১৩৭

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮ (৬) ও ৯(১) এর অনুবিধি দেখুন]
সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) ও ৯(১) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) কান্দি শাখা এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা ২৫.০৮.২০২৫ তারিখে বিক্রি করা হবে **''যেখানে যেমন আছে'', '' যা আছে তা আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''** ভিত্তিতে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) কান্দি শাখা** এর বকেয়া রাশি ১,৯৮,৮৩,০৮২.০০ টাকা (এক কোটি আটানব্বই লক্ষ তিরাশি হাজার বিরাশি টাকা মাত্র) (বিবি+ এমওআই/এমএলই/এমওএক্স = ১,৫৩,৩৯,৯৯৪.০০ টাকা + ৪৫,৪৩,০৮৮.০০ টাকা) ০৫.০৮.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স এইচ. এস. অ্যাগ্রো লেয়ার ফার্ম,** অংশীদার- (১) জনাব বাবর আলী এবং (২) জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ, গ্রাম ও পোঃ- কুন্ডল, থানা- বড়ঞা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৬৮-এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য ।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে-

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা: মেসার্স এইচ. এস. অ্যাগ্রো লেয়ার ফার্ম,** **অংশীদার- ১. জনাব বাবর আলী,** ২. জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ, গ্রাম ও পোঃ- কুন্ডল, থানা- বড়ঞা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৬৮। **২. অংশীদার/বন্ধকদাতা/জামিনদার:** জনাব বাবর আলী, পিতা- মৃত ইনাল হক, গ্রাম- কাটনা, পোঃ- নবদুর্গা, থানা- বড়ঞা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৬৮। **৩. অংশীদার/বন্ধকদাতা/জামিনদার:** জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ, পিতা- কালু শেখ, গ্রাম- বালিহাট, পোঃ- কান্দি, বালিয়া, থানা- খরগ্রাম, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৩৭। **খ) কান্দি শাখা**	জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তার ওপর নির্মিত পরিকাঠামো, যা কল্যাণপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা-বড়ঞা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২ ১৬৮ এর অধীনে মৌজা-কুন্ডল, জেএল নং ০১২-তে অবস্থিত। ১০.০১.২০২০ তারিখে নিবন্ধিত বন্ধকী দলিল নং ২২০/২০২০ বিবরণ নিচে দেওয়া হলো- খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৮৭, এলআর প্লট নং ৭৮৮, মোট জমির পরিমাণ- ৬০.৭৫ ডেসিমেল। জমির ধরণ- পোল্ট্রি (লেয়ার ফার্মিং)। **স্বত্বাধিকারী: জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা- কালু শেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৭, এলআর প্লট নং ৭৮৮, মোট জমির পরিমাণ- ৬০.৭৫ ডেসিমেল। জমির ধরণ- পোল্ট্রি (লেয়ার ফার্মিং)। **স্বত্বাধিকারী: জনাব বাবর আলী,** পিতা- মৃত ইনাল হক। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ১১২৯, এলআর প্লট নং ১১৪৬, মোট জমির পরিমাণ- ২.০০ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা- কালু শেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ১১২৫, এলআর প্লট নং ১১৪৫, মোট জমির পরিমাণ- ০.৭৫ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা- কালু শেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৯২, এলআর প্লট নং ৭৮৫, মোট জমির পরিমাণ- ০.২৫ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা- কালু শেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৮৯, এলআর প্লট নং ৭৮২, মোট জমির পরিমাণ- ১.০০ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা- কালু শেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৮৮, এলআর প্লট নং ৭৮১, মোট জমির পরিমাণ- ২.০০ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা- কালু শেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৮, এলআর প্লট নং ৭৮১, মোট জমির পরিমাণ- ২.০০ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব বাবর আলী,** পিতা- মৃত ইনাল হক। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ১১২৫, এলআর প্লট নং ১১৪৫, মোট জমির পরিমাণ- ০.৭৫ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব বাবর আলী,** পিতা- মৃত ইনাল হক। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৯২, এলআর প্লট নং ৭৮৫, মোট জমির পরিমাণ- ০.২৫ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব বাবর আলী,** পিতা- মৃত ইনাল হক। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৯, এলআর প্লট নং ৭৮২, মোট জমির পরিমাণ- ১.০০ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব বাবর আলী,** পিতা- মৃত ইনাল হক। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৮, এলআর প্লট নং ৭৮১, মোট জমির পরিমাণ- ২.০০ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব বাবর আলী,** পিতা- মৃত ইনাল হক।	**১,৯৮,৮৩,০৮২.০০** টাকা (এক কোটি আটানব্বই লক্ষ তিরাশি হাজার বিরাশি টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই/এমএলই/ এমওএক্স = ১,৫৩,৩৯,৯৯৪.০০ টাকা + ৪৫,৪৩,০৮৮.০০ টাকা) **০৫.০৮.২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ	**ক) ১.৩৫ কোটি টাকা (*)** (এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ১৩.৫০ লক্ষ টাকা** (তেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30295237019** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) বাস্তবিক দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ :২৫.০৮.২০২৫, সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম, https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০,** ইমেইল আইডি: **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com**
এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের ওয়েবসাইটে https://baanknet.com - এ সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য- এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/অংশীদার (গণ) - এর ও প্রতি

তারিখ: ০৫.০৮.২০২৫, স্থান: কান্দি — **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে, এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় **''পাবলিক অকশন''** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি)	শারীরিক দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	জামানত ঋণ	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1. মেসার্স ওম এজেন্সী (ইহার মালিক দীপক লাল মাধ্যমে) 2. দীপক লাল 3. আনন্দ লাল 4. রেণু দেবী লাল	সম্পত্তির সমস্ত খণ্ড ও অংশের ঠিকানা : 2 কাঠা 10 ছটাক পরিমাপের জমির অবিভক্ত, আনুপাতিক ভাগিদারী সহ একত্রে, 726 বর্গফুটের সুপার বিল্ড আপ আয়তন থাকা ইমারতের ফার্স্ট ফ্লোরে (সামনের দিকে) স্বয়ং নিহিত ফ্ল্যাট, যেটা পথাধিকার, সুবিধাদি ও সুযোগ-সুবিধার অধিকার সহ একত্রে কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যেই পরিসর নং 28, ঝামাপুকুর লেন, কোলকাতা 700009, থানা : আমহার্স্ট স্ট্রিট, পোষ্ট অফিস - রামমোহন রায় সরণী, জেলা - কোলকাতা, কে.এম.সি. ওয়ার্ড নং 38'য়ে আছে ও অবস্থিত। চতুর্সীমা: পূর্ব – পরিসর নং 27/1, ঝামাপুকুর লেন; পশ্চিম – 15 ফুট চওড়া ঝামাপুকুর লেন; উত্তর – নর্দমাযুক্ত পরিখা; দক্ষিণ – পরিসর নং 27ব1, ঝামাপুকুর লেন	H17299250621013003 & H17299250621013003L	19-03-2025	টাঃ 3,52,836/-	11-06-2024 তারিখের দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে 06/06/2024 তারিখের হিসাবে মোট বাকিপড়া বকেয়া টাঃ 46,72,762.06/-	টাঃ 35,28,360	আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ সকল কাজের দিনে সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা 30 পর্যন্ত	27.08.2025 বেলা 12টা 30 থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত
1. চন্দন কান্তি চৌধুরী 2. পুলকিতা ঘোষ	সম্পত্তির সমস্ত খণ্ড ও অংশ বহন করে : **অনুসূচি-I** দক্ষিণ 24 পরগণা জেলাতে, থানা মহেশতলা এবং মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 1/নতুন হিসাবে নাম্বারযুক্ত, বাটা রোড, বাটানগর, কোলকাতা-700140 অধীনে মিরপুর মৌজায়, খতিয়ান নং 3, জে.এল. নং 42'তে কার পার্কিং জায়গার সঙ্গে একত্রে ''হাইল্যাণ্ড গ্রীনস'' হিসাবে নামযুক্ত ও জ্ঞাত প্রোজেক্টের 6 নং টাওয়ারের 7ম তলায় 712 বর্গফুট পরিমাপের সমস্ত খণ্ড ও অংশের অ্যাপার্টমেন্ট নং 7এ1। **অনুসূচি-II** দক্ষিণ 24 পরগণা জেলাতে, থানা মহেশতলা এবং মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 1/নতুন হিসাবে নাম্বারযুক্ত, বাটা রোড, বাটানগর, কোলকাতা-700140 অধীনে মিরপুর মৌজায়, খতিয়ান নং 3, জে.এল. নং 42'তে কার পার্কিং জায়গার সঙ্গে একত্রে ''হাইল্যাণ্ড গ্রীনস'' হিসাবে নামযুক্ত ও জ্ঞাত প্রোজেক্টের 6 নং টাওয়ারের 7ম তলায় 712 বর্গফুট পরিমাপের সমস্ত খণ্ড ও অংশের অ্যাপার্টমেন্ট নং 7এ2।	H1729922072101 5540, H1729920072101 2849	17ই ডিসেম্বর 2024	টাঃ 4,13,280/-	12-02-2024 তারিখের দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে 12/02/2024 তারিখের হিসাবে মোট বাকিপড়া বকেয়া টাঃ2,11,78,173.50/-	টাঃ 41,32,800	আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ সকল কাজের দিনে সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা 30 পর্যন্ত	27.08.2025 বেলা 12টা 30 থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ - এ SARFAESI আইনের বর্ধিনের অধ নে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় ।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **26/08/2025**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. ''এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড''-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **27/08/2025**-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **29/08/2025**, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শন বা অধিক বিবরণের জন্যে, সম্ভাব্য দরদাতাগণ অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, অর্থাৎ ''**নাম - শ্রী হাসান আব্বাস এবং সন্তোষ তিওয়ারি, এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিঃ, কার্যালয় : 6ষ্ঠ তল, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের নিকটে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই - 400 098, যোগাযোগের নং 022-68076666.** ই-অকশনের যেকোন পর্যায়ে, অনুমোদিত আধিকারিক বিড৺অফার গ্রহণ৺প্রত্যাখ্যান৺কিছুটা পরিবর্তন৺বাতিল বা ই-অকশন স্থগিত করতে পারেন উহার কোনও কারণ আরোপ করা ছাড়াই এবং কোনও আগাম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া ছাড়াই।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 06.08.2025
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank

মুর্শিদাবাদ সার্কেল অফিস, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোঃ- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেল: cs8283@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪ নং) -এর অধীন ব্যাঙ্কে বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়

লটে সম্পত্তি (নিচে উল্লেখ করা হয়েছে)	ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	সময় পর্যন্ত
ক্রমিক নং ১ থেকে ৭	অনলাইন : ২৯.০৮.২০২৫	দুপুর ৩.০০টা পর্যন্ত
ক্রমিক নং ৮ থেকে ১২	অনলাইন : ০৮.০৯.২০২৫	দুপুর ৩.০০টা পর্যন্ত
ক্রমিক নং ১৩ থেকে ৩২	অনলাইন : ১৬.০৯.২০২৫	দুপুর ৩.০০টা পর্যন্ত

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) অনুবিধির সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত ঋণদাতাদের কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার গঠনমূলক/ বাস্তবিক / প্রতীকী দখল নিয়েছেন ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক / সুরক্ষিত ঋণদাতা, তা **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে"** এবং **"যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে প্রদত্ত সারণিতে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-এর কাছ থেকে ব্যাঙ্ক / সুরক্ষিত ঋণদাতাদের কাছে বকেয়া পাওনা উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য ও অগ্রিম মূল্য জমা করতে হবে নিচের সারণিতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পাশে বর্ণিতমতো।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (উক্ত সম্পত্তি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল অধীনে)

লট নং	শাখার নাম / এ/সি নাম ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তিসমূহের বিবরণ, মালিকের নাম (সম্পত্তিসমূহ-এর বন্ধকদাতাগণ) এবং দখল	ক) সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ক) ই-অকশনের তারিখ/ সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিশদ
১.	**শাখার নাম: গোরাবাজার (০৮২২২০)** **এ/সি নাম- মহঃ মিনারউদ্দিন শেখ** **মহঃ মিনারউদ্দিন শেখ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা - মীরমদন শেখ, গ্রাম - দহেরধর, পোঃ- মহুলা, থানা - বেলডাঙা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩ **তাজিয়া খাতুন (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী - মহঃ মিনারউদ্দিন শেখ, গ্রাম - দহেরধর, পোঃ- মহুলা, থানা - বেলডাঙা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩	মৌজা- মহুলা, জেএল নং ৩, এলআর প্লট নং ৬৭০, এলআর খতিয়ান নং ৫০২৪ -এর অধীন ০.০৩৫ একর পরিমাপের জমি ও আবাসিক ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির ধরন ভিটি। মহুলা নং ১ গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ -এর অধীন। ২০০৩ সালের ৪৭১৫ নং বিক্রয় দলিল অনুযায়ী, ডি.আর. মুর্শিদাবাদের অফিসে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: মহঃ মিনারউদ্দিন শেখ,** পিতা- মীরমদন শেখ **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২৭.০৪.২০২৩ খ) ০১.০৮.২০২৩ গ) ১৪,৩২,২০২.০০ টাকা (**চৌদ্দ লক্ষ বত্রিশ হাজার দুইশো দুই টাকা মাত্র) ২৭.০৪.২০২৩ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ৩১.০৩.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত** সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ৭,১৬,০০০.০০ টাকা খ) ৭১,৬০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ২৯.০৮.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
২.	**শাখার নাম: বেলডাঙা (০২৩০২০)** **এ/সি নাম- মেসার্স তহুরা ড্রেসেস** **মেসার্স তহুরা ড্রেসেস (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- ইব্রাহিম শেখ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা - মৃত জমিরউদ্দিন শেখ, গ্রাম - বড়ুয়া পশ্চিমপাড়া, পোঃ- বড়ুয়া, থানা - বেলডাঙা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯	মৌজা- বড়ুয়া, জেএল নং ৬০, আরএস প্লট নং ২২৮৭, এলআর ২৩১৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৭৩৫-এর অধীন ৩.৭৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও দোতলা আবাসিক ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির ধরন ভিটি। দেবকুন্ডু গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯-এর অধীন। ২০১৭ সালের ৮৪৩৩ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর বেলডাঙার অফিসে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: ইব্রাহিম শেখ,** পিতা- মৃত জমিরউদ্দিন শেখ **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১০.০২.২০২২ খ) ১১.০৮.২০২২ গ) ৮,৮৭,৭৪৮.০০ টাকা (**আট লক্ষ সাতাশি হাজার সাতশো আটচল্লিশ টাকা মাত্র) ১০.০২.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত** সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ১৭,১০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৭০,৫০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ২৯.০৮.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
৩.	**শাখার নাম- লালগোলা (১৫৩২১০)** **এ/সি নাম- মেসার্স আর কে মার্বেল টাইলস সেন্টার (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- কাইমুদ্দিন (ঋণগ্রহীতা)** পিতা - মৃত সেকেন্দার শেখ, গ্রাম - বলরামপুর, ইসাহাক মিস্ত্রিপাড়া, পোঃ ও থানা - লালগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮ **মিলোনা বিবি (জামিনদার)** স্বামী- কাইমুদ্দিন, গ্রাম-বলরামপুর, ইসাহাক মিস্ত্রিপাড়া, পোঃ ও থানা - লালগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮	মৌজা- কৃষ্ণপুর, জেএল নং ৭৪, এলআর প্লট নং ৭২১, এলআর খতিয়ান নং ৫৯৬৭-এর অধীন ৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও একতলা ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। লালগোলা গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন। ২০১০ সালের ১০৩৭১ নং বিক্রয় দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর ভগবানগোলায় নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: মিলোনা বিবি,** স্বামী- কাইমুদ্দিন **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ০১.০৮.২০২২ খ) ০৬.১২.২০২২ গ) ৫,৯০,২৭৯.০৯ টাকা (**পাঁচ লক্ষ নব্বই হাজার দুইশো উনআশি টাকা এবং নয় পয়সা মাত্র) ০১.০৮.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ০১.০৫.২০২১ তারিখ পর্যন্ত** সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ৭,৩২,০০০.০০ টাকা খ) ৭৩,২০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ২৯.০৮.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
৪.	**শাখার নাম: পাটিকাবাড়ী (০৯৩১২০)** **এ/সি নাম- মেসার্স সুনীতা এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- শুভজিৎ দত্ত** পিতা - শান্তনু দত্ত, গ্রাম ও পোঃ- পাটিকাবাড়ী, থানা - নওদা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬২, **এছাড়াও** গ্রাম - ঘোষপাড়া, পাটিকাবাড়ী, পোঃ- পাটিকাবাড়ী, থানা - নওদা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২২ **সুনীতা দত্ত (জামিনদার)** স্বামী - শান্তনু দত্ত, গ্রাম - ঘোষপাড়া, পাটিকাবাড়ী, পোঃ- পাটিকাবাড়ী, থানা - নওদা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২২	জমি ও একতলা আবাসিক ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- পাটিকাবাড়ী, জেএল নং ৩৬, প্লট নং আরএস ২৪৯৭, ২৪৯৮, ২৪৯৯, এলআর ২৭১১, ২৭২২, ২৭১৩, যার মোট পরিমাপ ২ ডেসিমেল, ১০ ডেসিমেল, ৫ ডেসিমেল অর্থাৎ মোট ১৭ ডেসিমেল। এর মধ্যে উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত পশ্চিম দিকের ৫ ডেসিমেল জমি, এলআর খতিয়ান নং ৫৬৭০-এর অধীন। জমির ধরন - বাড়ি। পাটিকাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন। ২০০৫ সালের ৩৫৫ নং বিক্রয় দলিল অনুযায়ী, এস.আর. অফিস, আমতলায় নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: সুনীতা দত্ত,** স্বামী- শান্তনু দত্ত **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২২.০৯.২০২২ খ) ২৮.১২.২০২২ গ) ৮,৯৩,৬৯৯.৮২ টাকা (**আট লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয়শো নিরানব্বই টাকা এবং বিরাশি পয়সা মাত্র) ২২.০৯.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ০২.০৫.২০২২ তারিখ পর্যন্ত** সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ১২,৯৬,০০০.০০ টাকা খ) ১,২৯,৬০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ২৯.০৮.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
৫.	**শাখার নাম: জিতপুর (১২৯৮২০)** **এ/সি নাম- মনিরুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা)** **মনিরুল ইসলাম** পিতা - মৃত সাজি রহমান মন্ডল, গ্রাম - চরুনগর, পোঃ- কুশাবেড়িয়া, থানা - ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৪০৬	মৌজা- চরুনগর, জেএল নং ৬৩, এলআর প্লট নং ১৮৬/৩৩৬, এলআর খতিয়ান নং ৭৮৬, নতুন এলআর খতিয়ান নং ৯২১-এর অধীন ৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও একতলা ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির ধরন ভিটি। ১২ নং জুরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন। ২০১৯ সালের ১০৪৬৩ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর ডোমকলে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: মনিরুল ইসলাম,** পিতা- মৃত সজি রহমান মন্ডল **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ০৭.১১.২০২২ খ) ২৪.০২.২০২৩ গ) ১৩,০০,৪১৫.৫২ টাকা (**তেরো লক্ষ চারশো পনেরো টাকা এবং বাহান্ন পয়সা মাত্র) ০৭.১১.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ০২.০৫.২০২২ তারিখ পর্যন্ত** সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ১৪,১০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৪১,০০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ২৯.০৮.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
৬.	**শাখার নাম: ভগবানগোলা (০২৩২২০)** **এ/সি নাম- মহঃ মিকাইল** **মহঃ মিকাইল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা - আব্দুল মান্নান মন্ডল, গ্রাম - বাটিকামারী, পোঃ- বাহাদুরপুর, থানা - ভগবানগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৫। **মহঃ ইসরাফিল (জামিনদার)** পিতা - আব্দুল মান্নান মন্ডল, গ্রাম - বাটিকামারী, পোঃ- বাহাদুরপুর, থানা - ভগবানগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৫।	মৌজা- কসবা বাহাদুরপুর, জেএল নং ৫৬, এলআর প্লট নং ১৫৩১, এলআর খতিয়ান নং ৩৮৩০-এর অধীন ৮.৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও একতলা আবাসিক ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির ধরন- ভিটি। মহম্মদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- ভগবানগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন। ২০১০ সালের ১৩৯০৩ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর ভগবানগোলায় নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: ১. মহঃ মিকাইল, ২. মহঃ ইসরাফিল** উভয়েরই পিতা- আব্দুল মান্নান মন্ডল, গ্রাম- বাটিকামারী, পোঃ- বাহাদুরপুর, থানা- ভগবানগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৫ **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১৭.০৯.২০২২ খ) ১৪.০২.২০২৩ গ) ১৮,২২,১২৪.১৫ টাকা (**আঠারো লক্ষ বাইশ হাজার একশো চব্বিশ টাকা এবং পনেরো পয়সা মাত্র) ১৭.০৯.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত** সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ১৯,১৯,০০০.০০ টাকা খ) ১,৯১,৯০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ২৯.০৮.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
৭.	**শাখার নাম: বেলডাঙা (০২৩০২০)** **এ/সি নাম- মেসার্স নিউ রেহেনা স্টিল ফার্নিচার অ্যান্ড গিফট হাউস (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- আব্দুল আওয়াল মোল্লা,** গ্রাম - বড়ুয়া, দক্ষিণপাড়া, পোঃ- বড়ুয়া, থানা - বেলডাঙা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯ **শাহিনুর বেগম (জামিনদার)** স্বামী - আব্দুল আওয়াল মোল্লা, গ্রাম - বড়ুয়া, দক্ষিণপাড়া, পোঃ- বড়ুয়া, থানা - বেলডাঙা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯	মৌজা- বড়ুয়া, জেএল নং ৬০, প্লট নং আরএস ১৮৯৯, এলআর ৩১৭২, এলআর খতিয়ান নং ৮৮০৬-এর অধীন ৫.৩১ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও দোতলা আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির ধরন - বাড়ি। দেবকুন্ডু গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন। ২০১৮ সালের ৯৬০৯ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর বেলডাঙায় নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: আব্দুল আওয়াল মোল্লা,** পিতা- মহঃ ইসরাইল মোল্লা, গ্রাম- বড়ুয়া, দক্ষিণপাড়া, পোঃ- বড়ুয়া, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯ **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২০.০৯.২০২২ খ) ০৩.১২.২০২২ গ) ১৭,৭৮,২২৭.০০ টাকা (**সতেরো লক্ষ আটাত্তর হাজার দুইশো সাতাশ টাকা মাত্র) ২০.০৯.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ২৬.০৮.২০২২ তারিখ পর্যন্ত** সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ৪৮,৮৯,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৮৮,৯০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ২৯.০৮.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
৮.	**শাখার নাম: পাটিকাবাড়ী (০৯৩১০)** **এ/সি নাম- মহঃ সুজাউদ্দিন বিশ্বাস** **মহঃ সুজাউদ্দিন বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা)** **মেসার্স বিশ্বাস এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী,** পিতা - মৃত জিল্লার রহমান বিশ্বাস, গ্রাম ও পোঃ- পাটিকাবাড়ী, থানা - নওদা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২২ **টুটুল বিশ্বাস (জামিনদার)** পিতা - মৃত জিল্লার রহমান বিশ্বাস, গ্রাম ও পোঃ- পাটিকাবাড়ী, থানা - নওদা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২২ **জাহানারা বিবি (জামিনদার)** স্বামী - মহঃ সুজাউদ্দিন বিশ্বাস, গ্রাম ও পোঃ- পাটিকাবাড়ী, থানা - নওদা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬২।	মৌজা- পাটিকাবাড়ী, জেএল নং ৩৬, প্লট নং ২৮৩৮, এলআর ৩৩৪৬, এলআর খতিয়ান নং ৭২২৫, ৭২২৮ -এর অধীন মোট ৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও একতলা আবাসিক ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির ধরন - বাড়ি। পাটিকাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২২-এর অধীন। ২০১২ সালের ২৯৭৯ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর, আমতলা (নওদা), মুর্শিদাবাদ-এর অফিসে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: ১. মহঃ সুজাউদ্দিন বিশ্বাস, ২. টুটুল বিশ্বাস,** উভয়েরই পিতা- মৃত জিল্লার রহমান বিশ্বাস। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১৪.০৩.২০২৩ খ) ০১.০৮.২০২৩ গ) ৬,৬৭,০৬৫.৫০ টাকা (**ছয় লক্ষ সাতষট্টি হাজার পঁয়ষট্টি টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) ১৪.০৩.২০২৩ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ০২.১১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত** সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ১৫,৭৯,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫৭,৯০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ০৮.০৯.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
৯.	**শাখার নাম: বহরমপুর (৪৪৬৬০০)** **এ/সি নাম- নাসিমা খাতুন** **নাসিমা খাতুন (ঋণগ্রহীতা)** **ঠিকানা ১:** স্বামী - মহঃ জাহাঙ্গীর আলম, গ্রাম - রায়পুর, পোঃ- নাতুনপাড়া, থানা - হরিহরপাড়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫। **ঠিকানা ২:** স্বামী - মহঃ জাহাঙ্গীর আলম, ৫ম তলা, ফ্ল্যাট নং ৩, জুয়েল অ্যাপার্টমেন্ট, ২৩, মহারাজা সিরিশ চন্দ্র রোড, পোঃ- খাগড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০৩ **জামিনদার- মহঃ জাহাঙ্গীর আলম** **ঠিকানা ১:** পিতা - মৃত মহঃ ইয়াসিন, গ্রাম- খরগ্রাম, পোঃ- তালসুর, থানা-হরিশচন্দ্রপুর, জেলা- মালদা, পিন- ৭৩২১২৫ **ঠিকানা ২:** পিতা - মৃত মহঃ ইয়াসিন, ৫ম তলা, ফ্ল্যাট নং ৩, জুয়েল অ্যাপার্টমেন্ট, ২৩, মহারাজা সিরিশ চন্দ্র রোড, পোঃ- খাগড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০৩	মৌজা- গড় বহরমপুর, জেএল নং ৯১, প্লট নং আরএস ও এলআর ২০৪৩, খতিয়ান নং আরএস ১১২০, এলআর ৫০৩৮-এর অধীন ১৯.০৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমি। জমির ধরন - ভিটি। এবং প্লট নং আরএস ও এলআর ২০৮৩, খতিয়ান নং আরএস ৫১৫, এলআর ৫০৩৮ -এর অধীন ২.৪৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির ধরন - ভিটি। এই দুটি প্লটের ওপর হোল্ডিং নং ২৩, মহারাজা সিরিশ চন্দ্র রোড, ওয়ার্ড নং ১২, বহরমপুর পৌরসভার অধীন, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ -এ অবস্থিত জুয়েল অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত বৃজি৫ তলা ভবনের ৫ম ফ্লোরের ৩ নং ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা ১০৫০ বর্গফুট। ২০১৬ সালের ১৪৬৩ নং বিক্রয় দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর, সদর জেলা মুর্শিদাবাদের অফিসে নিবন্ধিত। ১) নাসিমা খাতুন, স্বামী- মহঃ জাহাঙ্গীর আলম, গ্রাম- রায়পুর, পোঃ- নাতুনপাড়া, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫, ২) মহঃ জাহাঙ্গীর আলম, পিতা- মৃত মহঃ ইয়াসিন, গ্রাম- খরগ্রাম, পোঃ- তালসুর, থানা- হরিশচন্দ্রপুর, জেলা- মালদা, পিন- ৭৩২১২৫ - এর নামে । **স্বত্বাধিকারী: ১. নাসিমা খাতুন, ২. মহঃ জাহাঙ্গীর আলম** **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২৩.১২.২০২৪ খ) ০২.০৫.২০২৫ গ) ১০,৯৫,৪০৪.২৮ টাকা (**দশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার চারশো চার টাকা এবং আঠাশ পয়সা মাত্র) ৩০.১১.২০২৪ তারিখের হিসাব অনুযায়ী,** এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ৩২,৩১,০০০.০০ টাকা খ) ৩,২৩,১০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ০৮.০৯.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
১০.	**শাখার নাম- কুমারদাহঘাট (১৩৫১২০)** **এ/সি নাম- সুজিত পাল** **সুজিত পাল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা - বিশ্বনাথ পাল, গ্রাম - বাহারান, চকপাড়া, কিসমতিমাদপুর, পোঃ- বারুইপাড়া, থানা - হরিহরপাড়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫	মৌজা- কিসমত ইমাদপুর, জেএল নং ১৭, এলআর প্লট নং ১৯১৪, এলআর খতিয়ান নং ১০১৬৩-এর অধীন ০.০৩৩ একর পরিমাপের জমি ও একতলা আবাসিক ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির ধরন- ভিটি। খিদিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, বাহারান চকপাড়া, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন। ২০১৭ সালের ৫৭৮৬ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর, হরিহরপাড়ার অফিসে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: সুজিত পাল,** পিতা- বিশ্বনাথ পাল **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ০৪.০৮.২০২৩ খ) ১৫.০১.২০২৪ গ) ৬,০৪,৪৩৫.৩৪ টাকা (**ছয় লক্ষ চার হাজার চারশো পঁয়ত্রিশ টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা মাত্র) ০৪.০৮.২০২৩ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ১০.০৪.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত** সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ১১,৮৫,০০০.০০ টাকা খ) ১,১৮,৫০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ০৮.০৯.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
১১.	**শাখার নাম: বহরমপুর (৪৪৬৬০০)** **এ/সি নাম- মহঃ কালিমউদ্দিন** **মহঃ কালিমউদ্দিন (ঋণগ্রহীতা)** পিতা - মহঃ সাদেক আলী, ১২/২/এ, জসিমউদ্দিন খলিফা লেন, পোঃ- খাগড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০৩। **মহঃ সুলেমান (ঋণগ্রহীতা)** পিতা - মহঃ সাদেক আলী, ১২/২/এ, জসিমউদ্দিন খলিফা লেন, পোঃ- খাগড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০৩। **মহঃ সুফিউদ্দিন (জামিনদার)** পিতা - মহঃ সাদেক আলী, ১২/২/এ, জসিমউদ্দিন খলিফা লেন, পোঃ- খাগড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০৩।	মৌজা- খাগড়া, জেএল নং ৯৭, এলআর প্লট নং ১৫৩২, এলআর খতিয়ান নং ৮০৪৭, ৮০৪৮, ৮০৪৯ -এর অধীন ০.০১৬৫ একর পরিমাপের জমি ও দোতলা আবাসিক ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির ধরন - ভিটি। বহরমপুর পৌরসভা, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন। ১৯৯৯ সালের ৮৩৪৪ নং এবং ২০০৬ সালের ৯৮১৪ নং বিক্রয় দলিল অনুযায়ী, উভয়ই এডিএসআর সদর, জেলা মুর্শিদাবাদের অফিসে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: ১. মহঃ কালিমউদ্দিন, ২. মহঃ সুলেমান, ৩. মহঃ সুফিউদ্দিন,** পিতা- মহঃ সাদেক আলী **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২১.১২.২০২২ খ) ২৯.০৩.২০২৩ গ) ১৭,৭৩,৬৪০.৬৮ টাকা (**সতেরো লক্ষ তিয়াত্তর হাজার ছয়শো চল্লিশ টাকা এবং আটষট্টি পয়সা মাত্র) ২১.১২.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ২৯.০৯.২০২২ তারিখ পর্যন্ত** সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ২২,৮৯,০০০.০০ টাকা খ) ২,২৮,৯০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ০৮.০৯.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
১২.	**শাখার নাম: জগন্নাথপুর (১৮০৩২০)** **এ/সি নাম- সাইফুল ইসলাম** **সাইফুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা)** পিতা - আন্নাস শেখ, গ্রাম - লালনগর, পোঃ- নওপাড়া শিমুলিয়া, থানা - হরিহরপাড়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৪ **নার্গিস বিবি (জামিনদার)** স্বামী - সাইফুল ইসলাম, গ্রাম - লালনগর, পোঃ- নওপাড়া শিমুলিয়া, থানা - হরিহরপাড়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৪।	মৌজা- লালনগর, জেএল নং ২০, এলআর প্লট নং ৫৫৮৪, ৫৫৮৫, এলআর খতিয়ান নং ৬৯৫২-এর অধীন ১০ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও একতলা ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির ধরন ভিটি। হুমায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন। ২০১৩ সালের ৬৯৮ নং বিক্রয় দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর হরিহরপাড়া এবং ২০১৫ সালের ৫৬২৪ নং বিক্রয় দলিল অনুযায়ী, ডিএসআর-১, মুর্শিদাবাদের অফিসে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: সাইফুল ইসলাম,** পিতা- আন্নাস শেখ **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২৭.০৯.২০২২ খ) ২৪.০২.২০২৩ গ) ৪,৭০,৮১৭.৪৩ টাকা (**চার লক্ষ সত্তর হাজার আটশো সতেরো টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা মাত্র) ২৭.০৯.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত** সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ১৪,১২,০০০.০০ টাকা খ) ১,৪১,২০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ০৮.০৯.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
১৩.	**শাখার নাম: কান্দি (০৩৯২২০)** **এ/সি নাম- অসিম কুমার দাস (ঋণগ্রহীতা)** পিতা - মৃত অধর হরি দাস, ৪/৮, পাঁচগাছিয়া, কান্দি, পোঃ ও থানা - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৭ **শুভেন্দু দাস (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- অসিম কুমার দাস, লোহাপট্টি, কান্দি,পোঃ ও থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৭ **অধর হরি দাস (জামিনদার)** পিতা - মৃত নরা হরি দাস, লোহাপট্টি, কান্দি, পোঃ ও থানা - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৭	মৌজা- সাদপুর, জেএল নং ৬৫, এলআর প্লট নং ৪৫৮৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৪, ৩৫০৭-এর অধীন ৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও দোতলা আবাসিক ভবনএর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির ধরন - ভিটি। কান্দি পৌরসভা, হোল্ডিং নং ৪/৮, পাঁচগাছিয়া, ওয়ার্ড নং ৩, থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন। ২০০৬ সালের ১৪ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর, কান্দি-এর অফিসে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: ১) শুভেন্দু দাস,** পিতা- অসিম কুমার দাস, **২) অধর হরি দাস,** পিতা- মৃত নরা হরি দাস **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২২.০৯.২০২২ খ) ২৭.১২.২০২২ গ) ২,১৫,৮৮৬.০০ টাকা (**দুই লক্ষ পনেরো হাজার আটশো ছিয়াশি টাকা মাত্র) ২২.০৯.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ১৮.০৯.২০২১ তারিখ পর্যন্ত** সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ১৫,৫৮,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫৫,৮০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১৬.০৯.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
১৪.	**শাখার নাম: ভাগীরথী (১৫৪১২০)** **এ/সি নাম- মীরা হালদার (ঋণগ্রহীতা)** কন্যা - ষষ্ঠী চরণ হালদার, গ্রাম - পাকুরিয়া, পোঃ- চালতিয়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫ **প্রদীপ হালদার (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী - ষষ্ঠী চরণ হালদার, গ্রাম - পাকুরিয়া, পোঃ- চালতিয়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫	মৌজা- পাকুরিয়া, জেএল নং ৮০, এলআর প্লট নং ৪১, এলআর খতিয়ান নং ২১৬-এর অধীন ০.০১৮৯৫ একর পরিমাপের জমি ও ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এডিএসআর বহরমপুর, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ -এর অফিসে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: মীরা হালদার,** কন্যা- ষষ্ঠী চরণ হালদার **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১০.০৩.২০২২ খ) ০৬.০১.২০২৩ গ) ১০,৯৯,৪৮২.০৮ টাকা (**দশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার চারশো বিরাশি টাকা এবং আট পয়সা মাত্র) ০১.০৩.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ৩১.০১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত** সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ৯,৩৯,০০০.০০ টাকা খ) ৯,৩৯,০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১৬.০৯.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
১৫.	**শাখার নাম: বারতানাবাদ (১৩০২২০)** **এ/সি নাম- মিলন হালদার (ঋণগ্রহীতা)** পিতা - কিশোরী হালদার, গ্রাম - ভাটসালা, পোঃ ও থানা - ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪৩৩০৩ **সমর হালদার (জামিনদার)** পিতা - মন্টু হালদার, গ্রাম - ভাটসালা, পোঃ ও থানা - ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪৩৩০৩	মৌজা- ভাটসালা, জেএল নং ৩৫, প্লট নং ২২৫, এলআর খতিয়ান নং ২২০২-এর অধীন ৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ। **স্বত্বাধিকারী: মিলন হালদার,** পিতা- কিশোরী হালদার **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ০৭.১০.২০১৬ খ) ৩১.০১.২০১৭ গ) ৬,৯৮,৩৩৪.০০ টাকা (**ছয় লক্ষ আটানব্বই হাজার তিনশো চৌত্রিশ টাকা মাত্র) ০৭.১০.২০১৬ তারিখের হিসাব অনুযায়ী,** এরপরের সুদ সহ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ২০,৪৯,০০০.০০ টাকা খ) ২,০৪,৯০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১৬.০৯.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
১৬.	**শাখার নাম: বেলডাঙা (০২৩০২০)** **এ/সি নাম- মেসার্স নিউ তুলু ক্লথ স্টোর** **স্বত্বাধিকারী- চঞ্চল দেবনাথ** গ্রাম - বেলডাঙা, কলেজপাড়া, পোঃ + থানা - বেলডাঙা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩ ঋণগ্রহীতা- চঞ্চল দেবনাথ গ্রাম - বেলডাঙা, কলেজপাড়া, পোঃ + থানা - বেলডাঙা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩ **জামিনদার- চন্দনা দেবনাথ** স্বামী - মৃত চাঁদ কুমার দেবনাথ, গ্রাম- বেলডাঙা, কলেজপাড়া, পোঃ + থানা - বেলডাঙা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩	মৌজা- বেলডাঙা, জেএল নং ৫১, প্লট নং আরএস ৪১৪, এলআর ১৭৪৮, এলআর খতিয়ান নং ১০০৮৭-এর অধীন ৩.০৮৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও দোতলা আবাসিক ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির ধরন - ভিটি। বেলডাঙা পৌরসভা, হোল্ডিং নং ১২/১/এন, বেলডাঙা কলেজপাড়া, ওয়ার্ড নং ০৫, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন। ২০১৮ সালের ৪৫০ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর বেলডাঙায় নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: চন্দনা দেবনাথ** **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২০.০৯.২০২২ খ) ০৩.১২.২০২২ গ) ১৯,৮৮,৭২৬.১১ টাকা (**উনিশ লক্ষ আটাশি হাজার সাতশো ছাব্বিশ টাকা এবং এগারো পয়সা মাত্র) ২০.০৯.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ৩০.০৮.২০২২ তারিখ পর্যন্ত** সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ৩০,৭৯,০০০.০০ টাকা খ) ৩,০৭,৯০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১৬.০৯.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
১৭.	**শাখার নাম: লালগোলা (১৫৩২১০)** **এ/সি নাম- মহঃ সেলিম রেজা (ঋণগ্রহীতা)** পিতা - মহঃ আবুল কাসেম, গ্রাম - নতুন রমোনা, পোঃ- বাজুপুর মধুপুর, থানা - লালগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮।	মৌজা- বাজুপুর মধুপুর, জেএল নং ৯৫, খতিয়ান নং এলআর ৮০৭৬, দাগ নং এলআর ১৬৪, ১৬৭-এর অধীন ৯.৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। গ্রাম- নতুন রমোনা, পোঃ- বাজুপুর মধুপুর, থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮। **স্বত্বাধিকারী: মহঃ সেলিম রেজা** **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১০.০৮.২০২১ খ) ১৮.০১.২০২২ গ) ১৬,৫১,৮৮৯.০০ টাকা (**ষোলো লক্ষ একান্ন হাজার আটশো উননব্বই টাকা মাত্র) ০৯.০৮.২০২১ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত** সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ১১,৭৭,০০০.০০ টাকা খ) ১,১৭,৭০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১৬.০৯.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
১৮.	**শাখার নাম: বারতানাবাদ (১৩০২২০)** **এ/সি নাম- অ্যাস হার্ডওয়্যার** **জনাব আবুহায়াত মন্ডল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা - জনাব রহিম মন্ডল, মেসার্স অ্যাস হার্ডওয়্যারের স্বত্বাধিকারী, গ্রাম - যুগিন্দা, পোঃ- যুগিন্দা, থানা - ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৪০৬ **জনাব মারজেম মন্ডল (জামিনদার)** পিতা - মৃত নজরুল মন্ডল, গ্রাম - যুগিন্দা বিশ্বাসপাড়া, পোঃ- যুগিন্দা, থানা - ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৪০৬	মৌজা- যুগিন্দা, জেএল নং ৭৪, খতিয়ান নং ৯৭২০-এর অধীন আরএস দাগ নং ১৭৬৭, এলআর দাগ নং ১৪৬৪, যার পরিমাপ ৩.২৫ ডেসিমেল এবং আরএস দাগ নং ১৮১৭, এলআর দাগ নং ১৪৮২, যার পরিমাপ ৩.৭৫ ডেসিমেল। মোট ৭.০০ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার ওপর নির্মিত একতলা ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক । যুগিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত, পোঃ- যুগিন্দা, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর সীমানার মধ্যে অবস্থিত। **স্বত্বাধিকারী: মারজেম মন্ডল,** পিতা- মৃত নজরুল মন্ডল **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১০.০৮.২০২১ খ) ২০.১২.২০২১ গ) ১৪,৩২,৩৫৭.৮৮ টাকা (**চৌদ্দ লক্ষ বত্রিশ হাজার তিনশো সাতান্ন টাকা এবং আটাশি পয়সা মাত্র) ১০.০৮.২০২১ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত** সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ১৪,০৬,০০০.০০ টাকা খ) ১,৪০,৬০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১৬.০৯.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
১৯.	**শাখার নাম: বারতানাবাদ (১৩০২২০)** **এ/সি নাম- মেসার্স বি এন্টারপ্রাইজ** **মেসার্স বি এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- রাজীব হোসেন** পিতা - আলাউদ্দিন মন্ডল, গ্রাম - হরিশংকরপুর, পোঃ- রায়পুর, থানা - ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪৩৩০৩ **আলাউদ্দিন মন্ডল (জামিনদার)** পিতা - মৃত খলিলুর রহমান, গ্রাম - হরিশংকরপুর, পোঃ- রায়পুর, থানা - ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪৩৩০৩	মৌজা- হরিশংকরপুর, গারাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন প্লট নং ১৩৫, যার পরিমাপ ৩.২৫ ডেসিমেল, খতিয়ান নং এলআর ২৪৬, জেএল নং ০৮৭, তৌজি নং ৫২৩, ধরন - বাড়ি-এর জমি ও ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক । **স্বত্বাধিকারী: আলাউদ্দিন মন্ডল,** পিতা- মৃত খলিলুর রহমান **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১০.০৮.২০২১ খ) ২০.১২.২০২১ গ) ১৪,৩৪,৪৪৩.৫০ টাকা (**চৌদ্দ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশো তেতাল্লিশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) ০৯.০৮.২০২১ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত** সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ১১,৮৪,০০০.০০ টাকা খ) ১,১৮,৪০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১৬.০৯.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
২০.	**শাখার নাম: রাজারামপুর (১০০৪২০)** **এ/সি নাম- জমিরুল মন্ডল** **জমিরুল মন্ডল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা - আমজেদ মন্ডল, গ্রাম - চুয়াপুকুর, পোঃ- সাগিয়া, থানা - লালগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৪৮, পশ্চিমবঙ্গ	মৌজা- হরিশংকরপুর, গারাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন প্লট নং ১৩৫, যার পরিমাপ ৩.২৫ ডেসিমেল, খতিয়ান নং এলআর ২৪৬, জেএল নং ০৮৭, তৌজি নং ৫২৩, ধরন - বাড়ি-এর জমি ও ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল । **স্বত্বাধিকারী: আলাউদ্দিন মন্ডল,** পিতা- মৃত খলিলুর রহমান **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১৫.০৯.২০২১ খ) ১২.০৮.২০২২ গ) ৯,১৮,৩১৬.০০ টাকা (**নয় লক্ষ আঠারো হাজার তিনশো ষোলো টাকা মাত্র) ১৩/২ নোটিশে উল্লেখিত হিসাবে,** এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ২৯,৩৯,০০০.০০ টাকা খ) ২,৯৩,৯০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১৬.০৯.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
২১.	**শাখার নাম: বেলডাঙা (০২৩০২০)** **এ/সি নাম- মেসার্স সুইটি টেক্সটাইল** **মেসার্স সুইটি টেক্সটাইল (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী - ফুরকান শেখ,** বেলডাঙা ছাপখানা মোড়, পোঃ ও থানা - বেলডাঙা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩ **ঠিকানা ১: ফুরকান শেখ,** পিতা - শাহাবাজ শেখ, ৭২/১/এ, বিটারপাড়া (নজরুলপাড়া), পোঃ- বড়ুয়া, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩ **ঠিকানা ২: ফুরকান শেখ,** পিতা- শাহাবাজ শেখ, গ্রাম - মির্জাপুর, মল্লিকপাড়া, পোঃ- মির্জাপুর, থানা - বেলডাঙা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩ **সানুয়ার বিবি (জামিনদার)** স্বামী - ফুরকান শেখ, গ্রাম - মির্জাপুর, মল্লিকপাড়া, পোঃ- মির্জাপুর, থানা - বেলডাঙা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩	মৌজা- বড়ুয়া, জেএল নং ৬০, প্লট নং আরএস ২০৬৪, এলআর ৩৫৩৫, ৩৫৩৬, এলআর খতিয়ান নং ৭০২৯-এর অধীন ১.০৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও জি+২ তলা আবাসিক ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল । জমির ধরন - ভিটি। বেলডাঙা পৌরসভা, হোল্ডিং নং ৭২/১/এ, বিটারপাড়া, নজরুলপাড়া, ওয়ার্ড নং ০১, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩ -এর অধীন। ২০১২ সালের ৫১৬৬ নং বিক্রয় দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর বেলডাঙায় নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: ফুরকান শেখ,** পিতা- শাহাবাজ শেখ **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ৩০.০৮.২০২২ খ) ২৪.০২.২০২৩ গ) ১৭,৪৩,০৮৭.২৬ টাকা (**সতেরো লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সাতাত্তর টাকা এবং ছাব্বিশ পয়সা মাত্র) ৩০.০৮.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ০১.০৮.২০২২ তারিখ পর্যন্ত** সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ২০,৬৭,০০০.০০ টাকা খ) ২,০৬,৭০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১৬.০৯.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
২২.	**শাখার নাম: ভাদুরিয়াপাড়া (১০৯৫২০)** **এ/সি নাম- রিংকু শেখ** **ঋণগ্রহীতা- রিংকু শেখ** পিতা - মৃত ইছহাক শেখ, গ্রাম - পোলাডাঙ্গা, পোঃ- ফরিদপুর, থানা - জলঙ্গী, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪৩৩০৪। এছাড়াও গ্রাম - টিকারবারিয়া, পোঃ- ফরিদপুর, থানা - জলঙ্গী, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪৩৩০৩। **জামিনদার- ১) সুফিয়া বিবি** স্বামী - মৃত ইছহাক শেখ, গ্রাম - টিকারবারিয়া, পোঃ- ফরিদপুর, থানা - জলঙ্গী, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪৩৩০৩ **২) রবিউল আয়াল শেখ** পিতা - মৃত ইছহাক শেখ, গ্রাম - টিকারবারিয়া, পোঃ- ফরিদপুর, থানা - জলঙ্গী, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪৩৩০৩।	মৌজা- টিকারবারিয়া-কালিকাহারা, জেএল নং ৪১, আরএস ও এলআর প্লট নং ৫৩৬, এলওপি নং ১৯ ও ২৯, এলআর খতিয়ান নং ৩৮৩৫-এর অধীন ০.৪৪৩ + ০.৪৪৩ = ০.৮৮৬ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও তিনতলা আরসিসি ছাদযুক্ত ইটের তৈরি আবাসিক ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল । জমির ধরন - বাড়ি। ফরিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম- ভাদুরিয়াপাড়া, থানা- জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪৩৩০৩-এর অধীন। ২০১৪ সালের ১৩৯৩৮ নং দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর ডোমকল, মুর্শিদাবাদ-এর অফিসে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: সুফিয়া বিবি,** স্বামী- মৃত ইছহাক শেখ **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১৯.০১.২০২২ খ) ১৫.০৬.২০২২ গ) ৪,৯৮,৩৭৮.৬৫ টাকা (**চার লক্ষ আটানব্বই হাজার তিনশো আটাত্তর টাকা এবং পঁয়ষট্টি পয়সা মাত্র) ১৯.০১.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত** সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ১১,৩০,০০০.০০ টাকা খ) ১,১৩,০০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১৬.০৯.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
২৩.	**শাখার নাম: বেলডাঙা (০২৩০২০)** **এ/সি নাম- মেসার্স নুর ফার্টিলাইজার** **মেসার্স নুর ফার্টিলাইজার** **স্বত্বাধিকারী - নুরউদ্দিন শেখ** পিতা - দাউদ শেখ **(ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- বেনেদাহা, পোঃ- মাদ্দা, থানা - বেলডাঙা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩, পশ্চিমবঙ্গ **রাজিয়া বেগম,** স্বামী-নুরউদ্দিন শেখ **(জামিনদার)** গ্রাম- বেনেদাহা, পোঃ- মাদ্দা, থানা - বেলডাঙা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩, পশ্চিমবঙ্গ	মৌজা- মাদ্দা, জেএল নং ৫০, খতিয়ান নং ৫৫৬, দাগ নং ৩৬৬১, ৩৬৬২-এর অধীন ৮ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল । মাদ্দা গ্রাম পঞ্চায়েত, পোঃ- মাদ্দা, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩-এর অধীন। **স্বত্বাধিকারী: নুরউদ্দিন শেখ,** পিতা- দাউদ শেখ **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২৯.০৭.২০২১ খ) ২৮.১০.২০২১ গ) ১৫,৪৬,৩৮৩.৫০ টাকা (**পনেরো লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার তিনশো তিরাশি টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) ২৯.০৭.২০২১ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত** সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ১৬,০৭,০০০.০০ টাকা খ) ১,৬০,৭০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১৬.০৯.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়

এর পর পরবর্তী পৃষ্ঠায়...

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

প্রয়াত সত্যপাল মালিক

শ্রীনগর, ৫ অগস্ট: প্রয়াত জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের শেষ রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক। দীর্ঘ দিন ধরে কিডনির অসুখে ভুগছিলেন তিনি। মঙ্গলবার দুপুর ১টার সময়ে দিল্লির রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সত্যপালের বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, তিনি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের রাজ্যপাল থাকার সময়েই ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ করে নরেন্দ্র মোদী সরকার। বিশেষ ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হয় জম্মু ও কাশ্মীরের। রাজ্যের তকমাও হারায়। ২০১৯ সালের ৫ অগস্ট সেই পদক্ষেপ করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। ঘটনাচক্রে, এই সিদ্ধান্তের ষষ্ঠ বছর পূর্ণ হল। এবং এই দিনেই সত্যপাল মালিক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

---

punjab national bank ... the name you can BANK upon!

কলকাতা অফিসের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকল আইবিএ তালিকাভুক্ত এএসএম দের এএসএম এর নিযুক্তির জন্য ডাক আহ্বান জানানো হচ্ছে
(বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষক এজেন্সি)

আইবিএ থেকে গৃহীত অনুমোদন পত্রের কপি সহ এএসএম নিয়োগের জন্য পশ্চিমবঙ্গে অনুমোদিত আইবিএ তালিকাভুক্ত এজেন্সিগুলির কাছ থেকে টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল টেন্ডার দাখিলের আবেদন আহূত হচ্ছে।

বিস্তারিত নির্দেশাবলির জন্য ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **https://www.pnbindia.in** দেখুন।

ডাক/ক্যুরিয়ার/হাতে হাতে ওয়েবসাইট প্রকাশনার ১৪ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় টেন্ডার অবশ্যই দাখিল করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পর গৃহীত টেন্ডার বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঠিকানা : পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, লার্জ কর্পোরেট শাখা, ৩য়তল, ইউনাইটেড টাওয়ার, ১১ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা : ৭০০০০১।

তারিখ : ৬.০৮.২০২৫ **স্থান : কলকাতা** **অনুমোদিত অফিসার**

পঞ্জাব নैशनल बैंक punjab national bank ...भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!

সার্কেল অফিস : মুর্শিদাবাদ, জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, গোরাবাজার, পো. এবং থানা - বহরমপুর
জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০১, www.pnbindia.in

লিজে প্রেমিসেস এর জন্য প্রস্তাব আহ্বায়ক বিজ্ঞাপন

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক গ্রাম এবং পো : পতিকাবাড়ি, জেলা :মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৬২ ঠিকানায় ভাড়া /লিজের ভিত্তিতে (কার্পেট এরিয়া ১২০০ থেকে ১৬০০ বর্গফুট আগ্রাধিকার একতলায়) শাখা অফিসের জন্য দুই ডাক ব্যবস্থায় অর্থাৎ টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল ডাক অধীনে আগ্রহী প্রেমিসেস মালিকগণের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করছে।

খাম নং ১ : (টেকনিক্যাল বিড) সম্পূর্ণ বিস্তারিত অর্থাৎ বিস্তারিত ঠিকানা, সাইট প্ল্যান, নির্মাণ স্পেসিফিকেশন, কার্পেট এরিয়া, পার্কিং স্পেস এবং মালিকানার প্রমাণ, মোবাইল নং ইত্যাদি সম্বলিত।

খাম নং ২ : (ফিনান্সিয়াল বিড) প্রতি বর্গফুটের আর্থিক দর ইত্যাদি সম্বলিত।

সম্পূর্ণ প্রস্তাব যথাযথভাবে স্বাক্ষর করে পৃথক পৃথক সিলকরা খামে ''টেকনিক্যাল বিড'' এবং ''ফিনান্সিয়াল বিড'' শীর্ষাঙ্কিতভাবে সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ উক্ত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ **২২ আগস্ট ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫.০০ টার মধ্যে** পাঠাতে হবে। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও দালালি/কমিশন প্রদান করা হবে না। আমাদের সার্কেল অফিস/বিও পতিকাবাড়ি/পিএনবি ওয়েবসাইট **(https://pnbindia.in)** থেকে টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে। আগ্রহী মালিকগণের অবগতির জন্য লিজ দলিলের নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ক ব্যাঙ্কের খসড়া লিজ দলিলের বয়ান ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

সার্কেল হেড

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
আলিপুর শাখা
১/এ রোলান্ডশে রোড, আলিপুর
কলকাতা - ৭০০০২৭

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীনে

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৯.০৭.২০২৪ তারিখে **ঋণগ্রহীতা ১. মেসার্স এনকোডিজী সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, ঠিকানা - ৩, ক্যানাল স্ট্রিট, লোকনাথ অ্যাপার্টমেন্ট, ২য় তল, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৪, আরও ঠিকানা - ৪র্থ তল, ১৪/৮ (পুরনো ১৪) রাম সীতা ঘাট স্ট্রিট, ভদ্রকাল, উত্তরপাড়া, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২২৩২, ২. শ্রী তুষার কান্তি দত্ত (ডিরেক্টর/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা),ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং ৫এবিসি, ঝরনা গঙ্গা অ্যাপার্টমেন্ট, ৭৬, অমরেন্দ্র সরণি, উত্তরপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২২৫৮, ৩. শ্রী সঞ্জয় সাধুখাঁ (ডিরেক্টর/জামিনদাতা), ঠিকানা - ৬৯, জে কে স্ট্রিট, উত্তরপাড়া কোতরং, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২২৫৮ ৪. মনোজ কুমার অবস্থি (ডিরেক্টর/জামিনদাতা) ঠিকানা - ৪র্থ তল, ১৪/৮ (পুরনো ১৪) রাম সীতা ঘাট স্ট্রিট, ভদ্রকাল, উত্তরপাড়া, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২২৩২ আরও ঠিকানা - সি-১/৫/১৮, সেক্টর - জি, জানকিপুরম, লখনউ, উত্তরপ্রদেশ, পিন - ২২৬০২১ ৫. এনকোর ডিজিটেক প্রা. লি. (জামিনদাতা) ঠিকানা - ৩, ক্যানাল স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৪, আলিপুর শাখা থেকে,** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৪৫,২৫,৬৬৮.৬৩ টাকা (পঁয়তাল্লিশ লাখ পঁচিশ হাজার ছশো আটষট্টি টাকা এবং তেষট্টি পয়সা) ০৯.০৭.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ এনপিএ ঘোষণার তারিখ থেকে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২ আগস্ট ২০২৫ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **৪৫,২৫,৬৬৮.৬৩ (পঁয়তাল্লিশ লাখ পঁচিশ হাজার ছশো আটষট্টি টাকা এবং তেষট্টি পয়সা) ০৯.০৭.২০২৪ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ। এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদত্ত সম্পদ	মালিক/বন্ধকদাতা
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট দোতলায়, বিল্ট আপ এরিয়া ৬১৮ বর্গফুট, কমবেশি, ভবনে নাম আশা অ্যাপার্টমেন্ট, পুর হোল্ডিং নং ১৪/৪, রাম সীতা ঘাট স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং ১৩, উত্তরপাড়া কোৎরঙ পুরসভা, পো : ভদ্রকালী, থানা : উত্তরপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১২২৩২, জেলা : হুগলি।	শ্রী তুষার কান্তি দত্ত

তারিখ : ০২.০৮.২০২৫, স্থান : কলকাতা স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১) দেখুন]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস: কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় ও ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল - ৮ (১) এর অধীনে]

যেহেতু:
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) -এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার **০৩.০৫.২০২৫ তারিখে** একটি **ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে, **ঋণগ্রহীতা শ্রী প্রদীপ দে (ঋণগ্রহীতা/জামিনদার),** ঠিকানা- ও-১৩/এ/৬, ফতেপুর ফার্স্ট বাই লেন, শিবনগর খেলার মাঠের কাছে, ওয়ার্ড নং ১৩৬, থানা- মেটিয়াবুরুজ, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০ ০২৪, তাঁর **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর এস.এম.ই. ফাইন্যান্স শাখায় একটি লোন অ্যাকাউন্ট** আছে, -কে আহ্বান জানিয়ে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া **১১,২৫,০৩৫.৬৮ টাকা** (এগারো লক্ষ পঁচিশ হাজার পঁয়ত্রিশ টাকা ও আটষট্টি পয়সা) ৩০.০৪.২০২৪ **অনুযায়ী** পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।

ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮-এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তিগুলি দখল নিয়েছেন **৫ অগাস্ট, ২০২৫** তারিখে।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতজামিনদারগণ/বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **১১,২৫,০৩৫.৬৮ টাকা** (এগারো লক্ষ পঁচিশ হাজার পঁয়ত্রিশ টাকা ও আটষট্টি পয়সা) ৩০.০৪.২০২৪ **অনুযায়ী** এবং তদুপরি সুদ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** -এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বাসভূমি ও আবাসিক ভবনের এক্সক্লুসিভ ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যা কলকাতার ফতেপুর ফার্স্ট বাই লেনের ও-১৩/এ/৬ নম্বর প্রেমিসেসে অবস্থিত, পিন- ৭০০ ০২৪ এবং থানা- মেটিয়াবুরুজ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তরে- কে.এম.সি. ড্রেন, দক্ষিণে- ৪ ফুটের সাধারণ পথ এবং রাজা দে-র সম্পত্তি, পূর্বে- রাজা দে-র সম্পত্তি, পশ্চিমে- ৪ ফুট চওড়া রাস্তা।

তারিখ: ০৫.০৮.২০২৫ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: কলকাতা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি বারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, বারাকপুর রোড, পো : বারাকপুর, জেলা : ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা -৭০১২০,
ইমেল আইডি : sbi.64076@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/C. No. 42987562045 (HBL) 42988309182 (SBI Surakha)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৭.০৫.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী উদয়ন চক্রবর্তী, পিতা প্রশান্ত কুমার চক্রবর্তী। ঠিকানা : ১) ফ্ল্যাট নং ২সি, ৩য় তলে, দিয়া লিটিল টাওয়ার, হোল্ডিং নং ২৪৬, রাম চন্দ্র পথ, থানা : নোয়াপাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৪৪ এবং ঠিকানা ২) নতুন দিঘির লেন, নদিয়াপাড়া, পো : কৃষ্ণনগর, থানা : কৃষ্ণনগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪১১০১, নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ২১,৮৩,৩৭০.০০ টাকা (এইচবিএল) এবং ১,২২,৯৩৬.০০ টাকা (ইনস্যুরেন্স) মোট বকেয়া ২৩,০৬,৩০৬.০০ (তেইশ লাখ ছয় হাজার তিনশো ছয় টাকা) টাকা ২৩.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় এবং শুল্ক নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ২৩,০৬,৩০৬.০০ (তেইশ লাখ ছয় হাজার তিনশো ছয় টাকা) টাকা ২৩.০৫.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎগক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২সি, ৩য়তলে, দক্ষিণ-পূর্ব মুখী, পরিমাণ আনুমানিক ৫০৭.৯৩৬ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া কমবেশি সমপরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৪০ বর্গফুট কমবেশি উক্ত ভবনে পরিচিত দিয়া লিটিল টাওয়ার, জমির পরিমাণ এরিয়া ৩ কাঠা অবস্থিত মৌজা : ইছাপুর, জেএল নং ০৩, আরএস নং ৮৯, তৌজি নং ৬১৭, আরএস দাগ নং ৬৪৮৯/৭৩৯৭, এলআর দাগ নং ১০২১৬, আরএস খতিয়ান নং ৩২৫৭, এলআর খতিয়ান নং ১৩২৭৭, ১৩২৭৮, ১৩২৭৯, এবং ১৩২৮০। ওয়ার্ড নং ১৩, উত্তর বারাকপুর পুরসভা অধীন, অবস্থিত হোল্ডিং নং ২৪৬, রামচন্দ্র পথ, থানা : নোয়াপাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৪৪। দলিল নং ১৯০১০৪৪৯৩, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০১-২০২৪। পৃষ্ঠা নং ১৭৮৫৮৯ থেকে ১৭৮৬১৮-২০২৪ সালের। এডিএসআরও বারাকপুর। **সম্পত্তি শ্রী উদয়ন চক্রবর্তী পিতা প্রশান্ত কুমার চক্রবর্তীর নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২০ ফুট চওড়া রামচন্দ্র পথ। **দক্ষিণে :** গঙ্গা পদ পারা। **পূর্বে :** নীরেশ গোস্বামীর ভবন। **পশ্চিমে :** ঋষিকেশ চক্রবর্তীর ভবন।

তারিখ - ০৪.০৮.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার,
স্থান - রামচন্দ্র পাঠ-নোয়াপাড়া স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

নদীয়া নোয়াপাড়া শাখা
মনমোহিনী রোড, গ্রাম ও পোস্ট- নোয়াপাড়া, জেলা - নদীয়া, পিন- ৭৪১ ২৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** নদীয়া নোয়াপাড়া শাখা এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা ১০.০৯.২০২৫ তারিখে বিক্রি করা হবে **''যেখানে যেমন আছে'', '' যা আছে তা আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''** ভিত্তিতে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) নদীয়া নোয়াপাড়া শাখা এর বকেয়া রাশি ১,০০,৪৫,৯৯৪.০০ টাকা (এক কোটি পঁয়তাল্লিশ হাজার নয়শো চুরানব্বই টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই/এমএলই/এমওএক্স = ৭৬,৫১,৪৫৩.০০ টাকা + ২৩,৯৪,৫৪১.০০ টাকা) ০৪.০৮.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ **ঋণগ্রহীতা- মেসার্স বিশ্বাস টেক্সটাইল, স্বত্বাধিকারী- শ্রী তাপস কুমার বিশ্বাস,** গ্রাম- নওপাড়া নতুন তারাপুর, বাজারামারি মাসুন্দা, রানাঘাট, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১ ২০১।-এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে-

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) (১) ঋণগ্রহীতা-মেসার্স বিশ্বাস টেক্সটাইল, স্বত্বাধিকারী-: শ্রী তাপস কুমার বিশ্বাস,** গ্রাম - নওপাড়া, নূতন তারাপুর, বাজারামারী মাসুন্দা, রানাঘাট, নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২০১, **(২) স্বত্বাধিকারী তথা বন্ধকদাতা:** **শ্রী তাপস কুমার বিশ্বাস,** পিতা- শ্যাম সুন্দর বিশ্বাস, গ্রাম- নূতন তারাপুর, পশ্চিম নোয়াপাড়া, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৫৫, **(৩) জামিনদার: শ্রীমতী চম্পা বিশ্বাস,** স্বামী- তাপস কুমার বিশ্বাস, গ্রাম - নূতন তারাপুর, পশ্চিম নোয়াপাড়া, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৫৫, (৪) জামিনদার- শ্রী অভয় মন্ডল, পিতা- দীনবন্ধু মন্ডল, গ্রাম - তারাপুর, রানাঘাট, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ৪০২, **(৫) জামিনদার: শ্রী সুদীপ বিশ্বাস,** গ্রাম - নূতন তারাপুর, নোয়াপাড়া, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৫৫, **(৬) জামিনদার: শ্রী শৈলেন বিশ্বাস,** পিতা- নরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, গ্রাম- নূতন তারাপুর, নোয়াপাড়া, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৫৫ **খ) নদীয়া নোয়াপাড়া শাখা**	**সম্পত্তি ১ : জমির বিবরণ :** মৌজা - পশ্চিম নোয়াপাড়া, জেএল নং ১৩০, প্লট নং এলআর এবং আরএস ৩৩৪, নোয়াপাড়া মাসুন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, খতিয়ান নং এলআর -১৩৫৭, এডিএসআরও- রানাঘাট-১, টাইটেল/ উপহার দলিল নং আই/ ৬৩০৫ তারিখ- ১৩.০৯.২০১৯ এবং সংশোধিত টাইটেল / উপহার দলিল নং আই/৩৫০ তারিখ- ০১.১১.২০১৯, জমির পরিমান ১৩.২০ ডেসিমেল (ডিড অনুযায়ী), জমির প্রকৃতি - ভিটি। উল্লিখিত **সম্পত্তিগুলি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- শ্রী আনন্দ ঘোষ এর প্লট, দক্ষিণ- ২৫ ফুট চওড়া মেটাল রোড, পূর্ব- মাধবী ঘোষ এর প্লট, পশ্চিম- শ্রী অর্জুন ঘোষ এর প্লট দ্বারা। **সম্পত্তি ২: জমি ও বিল্ডিং:** আরসিসি ফ্রেমযুক্ত কাঠামোর আবাসিক ভবন সহ একতলা লোড বিয়ারিং । পুরাতন ভবনের এলাকা , গ্রাউন্ড ফ্লোর ৬৬০ এবং নতুন ভবন ১১৬১.২৩ বর্গফুট। ল্যান্ডমার্ক - নূতন তারাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে, মৌজা , পশ্চিম নোয়াপাড়া, জেএল নং ১৩০, জমির মোট পরিমান ১২ ডেসিমেল যার মধ্যে রয়েছে- ক) প্লট নং এলআর এবং আরএস ৬১, খতিয়ান নং এলআর ১৯৮২ তে জমির **পরিমাপ ৭ ডেসিমেল** নোয়াপাড়া মাসুন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, এডিএসআরও- রানাঘাট- ১, ২০২০ সালের ২১.০৭.২০২০ তারিখের টাইটেল/ উপহার দলিল নং আই/৩১১৮ জমির প্রকৃতি- বাড়ি। উল্লিখিত **সম্পত্তিগুলি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর- শ্রী নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস এর প্লট, দক্ষিণ- গোস্ট বিহারী মণ্ডল এর প্লট, পূর্ব- দাশুরথী বিশ্বাস এর প্লট, পশ্চিম- ১০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা দ্বারা। খ) প্লট নং এলআর এবং আরএস ৬২ খতিয়ান নং এলআর ১৯৮২ তে জমির **পরিমাপ ৫ ডেসিমেল** ৫ নং নোয়াপাড়া মাসুন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে, এডিএসআরও - রানাঘাট - ১, ২০০২ সালের ২৬.১২.২০০১ তারিখের টাইটেল/ উপহার দলিল নং আই/১৯৬০, জমির প্রকৃতি - বাড়ি। **উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর- পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণ- অশোক বিশ্বাসের প্লট, পূর্ব- হরপ্রসাদ এর প্লট, পশ্চিম- সুনীল বিশ্বাসের প্লট দ্বারা।	**১,০০,৪৫,৯৯৪.০০ টাকা** (এক কোটি পঁয়তাল্লিশ হাজার নয়শো চুরানব্বই টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই/এমএলই/এমওএক্স = ৭৬,৫১,৪৫৩.০০ টাকা + ২৩,৯৪,৫৪১.০০ টাকা) **০৪.০৮.২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ	**সম্পত্তি -১ :** **ক) ২৭,৩২,৪০০.০০ টাকা (*)** (সাতাশ লক্ষ বত্রিশ হাজার চারশো টাকা মাত্র) **খ) ২,৭৩,২৪০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ তিয়াত্তর হাজার দুইশো চল্লিশ টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30299859365** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) গঠনমূলক দখল** **সম্পত্তি- ২ :** **ক) ৫৪,৪৬,৮৪০.০০ টাকা (*)** (চুয়ান্ন লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার আটশো চল্লিশ টাকা মাত্র) **খ) ৫,৪৪,৬৮৪.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ছয়শো চুরাশি টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30299859365A** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) গঠনমূলক দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ :১০.০৯.২০২৫, সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম, https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://baanknet.com এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।**
বিডারদের ওয়েবসাইটে https://baanknet.com - এ সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) - এর ও প্রতি

তারিখ: ০৫.০৮.২০২৫, স্থান: নদীয়া নোয়াপাড়া **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর....

পঞ্জাব নैशनल बैंक punjab national bank

মুর্শিদাবাদ সার্কেল অফিস, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোঃ- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেল: cs8283@pnb.co.in

লট নং	শাখার নাম / এ/সি নাম ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তিসমূহের বিবরণ, মালিকের নাম (সম্পত্তিসমূহ-এর বন্ধকদাতাগণ) এবং দখল	ক) সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ক) ই-অকশনের তারিখ/ সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিশদ
২৪.	**শাখার নাম:** **রঘুনাথগঞ্জ (০৪৬৬২০)** **এ/সি নাম- মাম অ্যান্ড মম এন্টারপ্রাইজ** **কল্যাণ কর্মকার (ঋণগ্রহীতা),** **মেসার্স ম্যাম অ্যান্ড মম এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী।** গ্রাম- জোতকমল, পোঃ- জঙ্গিপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২১৩, পশ্চিমবঙ্গ। **ময়না কর্মকার (জামিনদার),** স্বামী- কল্যাণ কর্মকার, গ্রাম- জোতকমল, পোঃ- জঙ্গিপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২১৩, পশ্চিমবঙ্গ।	জমি ও বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- জোতকমল, জেএল নং ২১, এলআর খতিয়ান নং ৪৫১৯, আরএস ও এলআর দাগ নং ৭৮৫, ৭৮৬, যার পরিমাপ ১.৫৫ ডেসিমেল। গ্রাম- জটকমল (কায়স্থপাড়া), বন্ধন ব্যাঙ্কের কাছে, পোঃ- জঙ্গিপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জটকমল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, জেলা- মুর্শিদাবাদ। **স্বত্বাধিকারী: ময়না কর্মকার,** স্বামী- কল্যাণ কর্মকার। **(দখল- গঠনমূলক)**	ক) ০৭.০৯.২০২১ খ) ১৮.০১.২০২২ গ) ৭,৩৯,৫৪৪.০০ টাকা (সাত লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশো চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র) ১৩/২ নোটিশে উল্লিখিত হিসাবে, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ১২,৯৭,০০০.০০ টাকা খ) ১,২৯,৭০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১৯.০৬.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
২৫.	**শাখার নাম: কান্দি (০৩৯২২০)** **এ/সি নাম- ধনঞ্জয় মণ্ডল** **ধনঞ্জয় মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- পতিত পাবন মণ্ডল, গ্রাম- বানুপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ ও থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৭। **পতিত পাবন মণ্ডল (জামিনদার),** পিতা- মৃত শরৎ চন্দ্র মণ্ডল, গ্রাম- বানুপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ ও থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৭। **অতীশ মণ্ডল (জামিনদার),** গ্রাম- বানুপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ ও থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৭।	জমি ও দ্বিতল আবাসিক বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- ব্রাহ্মণপাড়া, জেএল নং ৮০, এলআর প্লট নং ৩৭৪, এলআর খতিয়ান নং ৫৪২, জমির ধরন- বাড়ি, যার পরিমাপ ৭ ডেসিমেল। জশোহারী অনুখা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ- এর অধীন। ১৯৮০ সালের ৪৩৪৫ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর কান্দি-তে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: পতিত পাবন মণ্ডল,** পিতা- মৃত শরৎ চন্দ্র মণ্ডল। **(দখল- গঠনমূলক)**	ক) ২১.০২.২০২২ খ) ২৫.০৫.২০২২ গ) ২,১৩,৮৩২.৪০ টাকা (দুই লক্ষ তেরো হাজার আটশো বত্রিশ টাকা এবং চল্লিশ পয়সা মাত্র) ২১.০২.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ৪,৮৭,০০০.০০ টাকা খ) ৪৮,৭০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা	ক) ১৯.০৬.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
২৬.	**শাখার নাম: মুর্শিদাবাদ (১৬২৪১০)** **এ/সি নাম- মেসার্স রাজভিয়া বিল্ডার্স এবং রাজিয়া সুলতানা** **মেসার্স রাজভিয়া বিল্ডার্স (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী- রাজিয়া সুলতানা,** গ্রাম- শিবনগর (জামা মসজিদের কাছে), পোঃ- গুধিয়া, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪৩৩০২। **রাজিয়া সুলতানা (ঋণগ্রহীতা),** স্বামী- মহঃ এনামুল কবির, গ্রাম- শিবনগর (জামা মসজিদের কাছে), পোঃ- গুধিয়া, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪৩৩০২। **মহঃ এনামুল কবির (জামিনদার),** পিতা- মহঃ লোকমান শেখ, গ্রাম- শিবনগর (জামা মসজিদের কাছে), পোঃ- গুধিয়া, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪৩৩০২।	জমি ও দ্বিতল ইঁটের তৈরী বানিজ্যিক তথা আবাসিক বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- বারান্দা শিবনগর, জেএল নং ৭৫, প্লট নং আরএস ১১৮৮, এলআর ১৫৫৪, এলআর খতিয়ান নং ২৬৯২, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৩৬৬৩, যার পরিমাপ ৪ ডেসিমেল। জমির ধরন- বাড়ি। কাপাসডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে, শিবনগর, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন। ২০১৭ সালের ৭২৪ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর লালবাগ, মুর্শিদাবাদ-এ নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: রাজিয়া সুলতানা,** স্বামী- এনামুল কবির। **(দখল- গঠনমূলক)**	ক) ০২.০৭.২০২২ ও ১৬.০৮.২০২২ খ) ০৯.০৩.২০২৩ গ) ৯,১১,৪২০.০০ টাকা (নয় লক্ষ এগারো হাজার চারশো কুড়ি টাকা মাত্র) ০২.০৭.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ৩১.০৩.২০২২ তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ এবং ৬,৯৫,৯৩৩.০০ টাকা (ছয় লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয়শো তেত্রিশ টাকা মাত্র) ১৬.০৮.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ৩০.০৫.২০২২ তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ১৮,১৩,০০০.০০ টাকা খ) ১,৮১,৩০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১৯.০৬.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
২৭.	**শাখার নাম: আমতলা (০৭৮৯২০)** **এ/সি নাম- রবীন্দ্রনাথ খাঁ** **রবীন্দ্রনাথ খাঁ (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- ঋষিপদ খাঁ, গ্রাম- রায়পুর, নতুনপাড়া, পোঃ- রায়পুর, মীরপুর, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২২। **রসেশ্বরী খাঁ (জামিনদার),** স্বামী- রবীন্দ্রনাথ খান, গ্রাম- রায়পুর, নতুনপাড়া, পোঃ- রায়পুর, মীরপুর, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২২। **শ্রাবন্তী খাঁ (জামিনদার),** কন্যা- রবীন্দ্রনাথ খান, গ্রাম- রায়পুর, নতুনপাড়া, পোঃ- রায়পুর, মীরপুর, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২২।	জমি ও দ্বিতল ইঁটের তৈরী বানিজ্যিক তথা আবাসিক বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- রায়পুর, জেএল নং ১৭, এলআর প্লট নং ৩৩৬০, ৩৩৬২, খতিয়ান নং আরএস ৯৮৪, এলআর ২৯০৩, যার পরিমাপ (১৫ + ১৯) = ৩৪ ডেসিমেল। জমির ধরন- বাড়ি। রায়পুর ৩ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন। ১৯৮১ সালের ২৩০৪ নং বন্টননামা দলিল অনুযায়ী, এস.আর. অফিস আমতলা, মুর্শিদাবাদ-এ নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: রবীন্দ্রনাথ খান,** পিতা- ঋষিপদ খান। **(দখল- গঠনমূলক)**	ক) ২৬.০৯.২০২২ খ) ২৪.০২.২০২৩ গ) ১,৩৬,৫৩১.৯৫ টাকা (এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার পাঁচশো একত্রিশ টাকা এবং পঁচানব্বই পয়সা মাত্র) ২৬.০৯.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ০১.০৫.২০২১ তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ৪৬,৩০,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৬৩,০০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১৯.০৬.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
২৮.	**শাখার নাম: আমতলা (০৭৮৯২০)** **এ/সি নাম- শঙ্কর মণ্ডল** **শঙ্কর মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- সুখেন মণ্ডল, গ্রাম- খানপুর, পোঃ- মধুপুর, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২২।	জমি ও দ্বিতল বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- মধুপুর, জেএল নং ১৮, প্লট নং আরএস ও এলআর ৩৫১৭, এলআর খতিয়ান নং ১৩৬৮৮, যার পরিমাপ ৮ ডেসিমেল। জমির ধরন- বাড়ি। মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, খানপুর, মণ্ডল পাড়া, পোঃ- মধুপুর, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২২-এর অধীন। ২০১২ সালের ৩৭১৭ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর, আমতলা (নওদা), মুর্শিদাবাদ-এ নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: শঙ্কর মণ্ডল,** পিতা- সুখেন মণ্ডল। **(দখল- গঠনমূলক)**	ক) ২৪.০৫.২০২২ খ) ২০.১০.২০২২ গ) ৭,৫৫,৯২৬.১৪ টাকা (সাত লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার নয়শো ছাব্বিশ টাকা এবং চৌদ্দ পয়সা মাত্র) ২৪.০৫.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ০২.১০.২০২১ তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ১৯,৮৩,০০০.০০ টাকা খ) ১,৯৮,৩০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১৯.০৬.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
২৯.	**শাখার নাম: বেলডাঙা (০২৩০২০)** **এ/সি নাম- মেসার্স গ্লসি গার্মেন্টস** **মেসার্স গ্লসি গার্মেন্টস (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী- মহঃ তারিফ হোসেন,** এনএইচ ৩৪, বড়ুয়া, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩। **মহঃ তারিফ হোসেন (জামিনদার),** পিতা- জহিরউদ্দিন শেখ, গ্রাম- পূর্বপাড়া, পোঃ- ঝুনকা, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৪।	জমি ও দ্বিতল আবাসিক বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- ঝুনকা, জেএল নং ৪৮, এলআর প্লট নং ২৬৪৪, এলআর খতিয়ান নং ৬৩৮৩, যার পরিমাপ ২.৮৩ ডেসিমেল। জমির ধরন- বাড়ি। ভাবতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন। ২০১৭ সালের ৭২৯৭ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর বেলডাঙা-তে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: মোঃ তারিফ হোসেন,** পিতা- জহিরউদ্দিন শেখ। **(দখল- গঠনমূলক)**	ক) ১৯.০৯.২০২২ খ) ০৩.১২.২০২২ গ) ৫,৩৩,৯৮৫.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ তেত্রিশ হাজার নয়শো পঁচাশি টাকা মাত্র) ১৯.০৯.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ১০,৪৯,০০০.০০ টাকা খ) ১,০৪,৯০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১৯.০৬.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
৩০.	**শাখার নাম: বেলডাঙা (০২৩০২০)** **এ/সি নাম- জাহাঙ্গীর আলম** **জাহাঙ্গীর আলম (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- আহসানউল্লা শেখ, গ্রাম- মারুই বাজার, দর্জিপাড়া, পোঃ ও থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩। **মুসাম্মাত সুফিয়া খাতুন (জামিনদার),** স্বামী- আহসানউল্লা শেখ, গ্রাম- মারুই বাজার, দর্জিপাড়া, পোঃ ও থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩।	জমি ও একতলা আবাসিক বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- বেলডাঙা, জেএল নং ৫১, প্লট নং আরএস ৮৯৪, এলআর ১৯৩৬, এলআর খতিয়ান নং ৮৯৯১, যার পরিমাপ ৩.৩ ডেসিমেল। জমির ধরন- ভিটি। বেলডাঙা পৌরসভা, হোল্ডিং নং ২১২/৫এন, দর্জিপাড়া, ওয়ার্ড নং ০৯, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন। ২০১৮ সালের ৭২৯ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর বেলডাঙা-তে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: মুসাম্মাত সুফিয়া খাতুন,** স্বামী- আহসানউল্লা শেখ। **(দখল- গঠনমূলক)**	ক) ১৯.০৯.২০২২ খ) ০৩.১২.২০২২ গ) ২,২৮,৯৬২.৯১ টাকা (দুই লক্ষ আঠাশ হাজার নয়শো বাষট্টি টাকা এবং একানব্বই পয়সা মাত্র) ১৯.০৯.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ৩১.০৫.২০২১ তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ১৬,৬৫,০০০.০০ টাকা খ) ১,৬৬,৫০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১৯.০৬.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
৩১.	**শাখার নাম: বেলডাঙা (০২৩০২০)** **এ/সি নাম- মহঃ ইমতিয়াজ আহমেদ** **মহঃ ইমতিয়াজ আহমেদ (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- আব্দুল ওয়াহেদ, গ্রাম- বেলডাঙা, উত্তরপাড়া, পোঃ ও থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩। **এছাড়াও,** ১১৩/এন/৭, উত্তরপাড়া রোড, পোঃ ও থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩। **ডলি বেগম (সহ-ঋণগ্রহীতা),** স্বামী- মহঃ ইমতিয়াজ আহমেদ, ১১৩/এন/৭, উত্তরপাড়া রোড, পোঃ ও থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩।	জমি ও একতলা আবাসিক বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- বেলডাঙা, জেএল নং ৫১, আরএস প্লট নং ১৯০০, এলআর প্লট নং ৫১৬, এলআর খতিয়ান নং ৬৩২৭, যার পরিমাপ ৬.০৭ ডেসিমেল। জমির ধরন- ভিটি। বেলডাঙা পৌরসভা, হোল্ডিং নং ১১৩/এন/৭, উত্তরপাড়া রোড, ওয়ার্ড নং ৭, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩-এর অধীন। ২০০৩ সালের ৬৭৭২ নং বিক্রয় দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর বেলডাঙা-তে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: ডলি বেগম,** স্বামী- মোঃ ইমতিয়াজ আহমেদ। **(দখল- গঠনমূলক)**	ক) ২৫.০১.২০২২ খ) ২০.০৪.২০২২ গ) ৮,৫৯,৮৫৩.৪৭ টাকা (আট লক্ষ উনষাট হাজার আটশো তিপ্পান্ন টাকা এবং সাতচল্লিশ পয়সা মাত্র) ২৫.০১.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ, এছাড়া অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ২০,৬৭,০০০.০০ টাকা খ) ২,০৬,৭০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১৯.০৬.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়
৩২.	**শাখার নাম: লালগোলা (১৫৩২১০)** **এ/সি নাম- মহঃ এমদাদুর রহমান** **মহঃ এমদাদুর রহমান (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- মহঃ আরশাদ আলী, গ্রাম- বালিগ্রাম, পোঃ ও থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮।	জমি ও দ্বিতল আবাসিক বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- লালগোলা, জেএল নং ৮০, প্লট নং আরএস ২৯৮০, এলআর ৫১০১, এলআর খতিয়ান নং ১২৫৬৮, যার পরিমাপ ২.৮৭ ডেসিমেল। জমির ধরন- বাড়ি। লালগোলা গ্রাম পঞ্চায়েত, বালিগ্রাম, থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮ -এর অধীন। ২০১৮ সালের ৫৬৭ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, ডিএসআর-১, মুর্শিদাবাদ-এ নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: মোঃ এমদাদুর রহমান,** পিতা- মোঃ আরশাদ আলী। **(দখল- গঠনমূলক)**	ক) ১২.০৮.২০২২ খ) ২১.১০.২০২২ গ) ৯,১২,৪৩০.০৫ টাকা (নয় লক্ষ বারো হাজার চারশো ত্রিশ টাকা এবং পাঁচ পয়সা মাত্র) ১৩/২ নোটিশে উল্লিখিত হিসাবে, অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য।	ক) ১২,৫৫,০০০.০০ টাকা খ) ১,২৫,৫০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	ক) ১৯.০৬.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) উপলব্ধ নয়

নিয়ম ও শর্তাবলি

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে :-

১) সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে **''যেখানে যেমন আছে''** এবং **''যেখানে যা আছে''** এবং **''যেখানে যা-কিছু আছে''** ভিত্তিতে।
২) অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহি-যোগ্য হবেন না।
৩) **নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়কার্য করবেন ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যা ব্যবস্থিত হয়েছে ওয়েবসাইট https://baanknet.com -তে ২৯.০৮.২০২৫, ০৮.০৯.২০২৫ এবং ১৬.০৯.২০২৫ @ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা।**
৪) **বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য দেখুন https://baanknet.com এবং www.pnbindia.in/EAuction.aspx**
৫) **বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে যে কোনও প্রশ্নের জন্য, আগ্রহী দরদাতারা শ্রী নীল মণি (সিএম এবং অনুমোদিত অফিসার) মোঃ ৯১৬৩১৭৬১৯২ -এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।**

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর অধীন সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৬.০৮.২০২৫
স্থান : বহরমপুর

শ্রী নীল মণি
চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

ঘুরে ট্যুরে

সাতকোশীয়ার বাডমূল সাথে কন্টিল্লোর নীলমাধব

বাডমুল, সাতকোশীয়া

দেবাশিস চৌধুরী

সর্ষে পায়ে থাকে নাকি মাথায় আজও ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারলাম না। এই সর্ষে আপনাকে কখন কোথায় যে গড়িয়ে দেবে ধরতে পারবেন না। বেশ কয়েক বছর আগে সর্ষেবাবু সাতকোশীয়ার টিকরপাড়া আর ছোটকেই ঘুরে ফেরার পথে ফিসফিস করে বলে উঠেছিল, 'শুধু সাতকোশীয়ার পূর্বপাড়-ই দেখব, আমরা পশ্চিমপাড়ের বাডমূল দেখব না?' লালচোখ গোলগোল করে পাকিয়ে তখনকার মতো থামিয়ে ছিলাম বটে, কিন্তু...। নাহ্, সর্ষেবাবু খুব বদলোক। এর সঙ্গ ছাড়তেই হবে দেখছি।

'নীলমাধবের কপালের মণিটা দেখেছিস? এই এত বড় একটা নীলকান্ত মণি!'

রোববারের সকালে ধোঁয়া ওঠা গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললাম - 'না দেখিনিখখ.তো!'

'ওখান থেকে বাডমূল কিন্তু একটুখানি।'

'এখন হাতটান আছে, হবে না।'

'আরে বাবা ট্যুরপ্ল্যানটা তো বানাও, টাকা-পয়সা ও ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে। লাগে টাকা দেবে সর্ষে সেন।'

পায়ে, থুড়ি মাথায় যখন একবার সর্ষে গড়িয়েছে আর কি চুপ করে বসে থাকা যায়। সবে কম্পিউটর খুলে OFDC ওয়েবসাইট থেকে সাতকোশীয়ার বাডমূল পয়েন্টে কটেজ বুক করতে যাব তখনই আবার 'হ্যাঁ-গো' পোঁ ধরলেন, 'অতদূর যখন যাচ্ছিই জগন্নাথ দর্শন করবো না?' সর্ষেবাবু মিটমিটিয়ে হেসে বলে উঠলেন, 'গৃহদাহ না-চাইলে আরও দিন তিনেক ট্যুরটা বাড়াও হে। লাগে টাকা দেবে...'

'প্রভাত ভাই, আপ কাঁহা হ্যায়?'

ফোনের ওপার থেকে জবাব এলো, 'আপকা বাস কি পিছে খাড়া হ্যায় স্যারজী।'

হয়েছি কি, ট্যুরপ্ল্যান অনুযায়ী গতকাল রাতে হাওড়া থেকে পুরী এক্সপ্রেস ধরে আজ সকালে ভুবনেশ্বরে নেমে স্টেশন থেকে অটো নিয়ে বারামুল্লা বাসস্ট্যান্ড পৌঁছে কন্টিল্লোর বাস ধরলাম। বাডমূলের OFDC ম্যানেজার কন্টিল্লো থেকে ওখানে আসার জন্য আগে থেকেই প্রভাত ভাইয়ের গাড়ি ঠিক করে রেখেছিলেন। প্রায় ঘন্টা আড়াই-তিনের জার্নি করে কন্টিল্লো পৌঁছে তাই প্রথমে তাঁর খোঁজ।

গাড়িতে লাগেজ তুলে 'হ্যাঁ-গো' বগলে হাঁটা লাগালাম নীলমাধব দর্শনে। মিনিট পাঁচ-সাতেকের হাঁটা পথ পেরিয়ে মন্দির। মন্দিরের মূল গেটে ঢোকা মাত্রই ছেঁকে ধরলেন নীলমাধবের মনুষ্য বেশধারী অনুচরগণ। নিজেদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ মৌখিক ধস্তাধস্তির পর অবশেষে আমরা একজনার পাতে পড়লাম। তেনার বগলদাবা হয়ে উঁচু উঁচু খান পঁচাত্তর সিঁড়ি টপকে হাজির হলাম মন্দিরের সামনে। ভিতরে প্রবেশ করে প্রথমেই চোখে পড়লো স্তম্ভে আসীন এক গড়ুরমূর্তি। গড়ুরমূর্তির সামনে গর্ভগৃহ আর সেখানেই কষ্টিপাথরে নির্মিত ফুট তিনেক লম্বা নীলমাধবের দন্ডায়মান মূর্তিটি বিরাজমান। মূর্তিটির বিশেষত্ব হচ্ছে, পাদপদ্ম থেকে অবিরত বিন্দুধারায় চরণামৃত প্রবাহিত হয়েই চলেছে।

'নীলকান্ত মণিটি ভালো করে দেখে নাও।'

'হ্যাঁ-গো' -এর কথায় চোখ পড়ল বিগ্রহের কপালে। সত্যিই অসাধারণ এই মণিটি। পুরাণ বলছে, দ্বাপরের অন্তিমকালে শ্রীকৃষ্ণের প্রয়ানের পর দ্বারকায় তাঁর দেহ সৎকার করেছিলেন স্বয়ং অর্জুন। সৎকারকালে অর্জুন লক্ষ্য করলেন দেহতনু ভস্মীভূত হলেও নাভিপদ্ম অটুট রয়েছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্জুন তখন এক দৈবাদেশ পেলেন, এই নাভিপদ্ম পরমব্রহ্ম স্বরূপ, তুমি ইহাকে সমুদ্রে বিসর্জন দাও।

বিসর্জনান্তে অর্জুন ফিরে গেলেন আর পরমব্রহ্ম স্বরূপ নাভিপদ্ম সমুদ্রের বুকে ভেসে চলতে থাকল। ভাসতে ভাসতে একসময় এসে পৌছলো আজকের কন্টিল্লোতে। দ্বারকা থেকে কন্টিল্লো, এই পুরো সমুদ্রপথটি অনুসরণ করছিলেন সেই শবর যাঁর তীরের আঘাত শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের কারন। এখানে এসে তিনি স্বপ্নাদেশ পেলেন নাভিপদ্মটি উদ্ধার করে বিষ্ণুজ্ঞানে নীলমাধবরূপে একান্তে পূজারাম্ভ করার। ওই শবরের পর তাঁর বংশধরগণ নাভিপদ্মের একমাত্র গুহ্য-পূজারী ও এখানকার রাজা হয়ে ওঠেন। একটা সময়ের পর এই শবর বংশের পূজারী ও রাজা হন বিশ্ববসু।

বিশ্ববসুর সময়কালে উৎকলের রাজা ছিলেন বিষ্ণু-উপাসক ইন্দ্রদ্যুম্ন। শ্রীক্ষেত্রে যে মন্দিরটি কে আজ পুরীর জগন্নাথের মন্দির রূপে সবাই চেনে, তিনি এই মন্দির নির্মান সম্পূর্ণ করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য যখন বিষ্ণু-বিগ্রহের খোঁজ করছিলেন তখন জানতে পারেন নীলমাধবের কথা। নীলমাধবের বিগ্রহটি নিয়ে আসতে উৎকলরাজের লোক গেল কন্টিল্লোয় কিন্তু শবররাজ তাঁদের ফিরিয়ে দিলেন। তখন রাজ-পুরহিত বিদ্যাপতি নিজে গেলেন বিগ্রহ আনতে কিন্তু পথিমধ্যে জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেললেন। ওইসময় সেইখান দিয়ে যাচ্ছিলেন শবররাজ বিশ্ববসুর একমাত্র কণ্যা ললিতা। তিনি বিদ্যাপতি কে উদ্ধার করে নিজগৃহে নিয়ে এলেন। নিজের আসল পরিচয় গোপন রেখে তিনিও লক্ষ্যপূরণের স্বার্থে সেখানে থেকে গেলেন এবং পরবর্তীকালে পরস্পরের প্রেমে পড়লেন ও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর বিদ্যাপতি লক্ষ্য করলেন রোজ ভোরে শবররাজ একাকী কোথায় যেন যান। বিষয়টি নিয়ে ললিতা কে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন, বিশ্ববসু এক গোপন স্থানে নীলমাধবের পূজা করতে যান। সুযোগ বুঝে বিদ্যাপতি একদিন শবররাজের কাছে নীলমাধব দর্শনের আবদার করলেন। অনেক চেষ্টা করেও বিশ্ববসু জামাই কে নিরস্ত্র না-করতে পেরে শর্ত দিলেন যদি চোখ বাঁধা অবস্থায় যেতে চায় তবেই তিনি নিয়ে যাবেন। বিদ্যাপতি শর্তে রাজী হয়ে এক ফন্দি আঁটলেন, ভবিষ্যতে এখানে একাকী আসার জন্য পথ চিনে রাখতে চলার পথে সর্ষে ছড়াতে ছড়াতে গেলেন। গোপন পূজাস্থানে পৌঁছে বিশ্ববসু চোখের বাঁধন খুলে দিয়ে বিদ্যাপতি কে নীলমাধব দর্শন করালেন বটে কিন্তু ঠিক তখনই এক অনর্থ ঘটে গেল। তাঁরা দৈববাণী শুনলেন, বিশ্ববসু, তুমি পূজার শর্ত ভেঙ্গে আমার পূজা করার অধিকার হারিয়েছ। এখন থেকে আমি দারুব্রহ্ম রূপে ইন্দ্রদ্যুম্নের মন্দিরে প্রকাশ্যে সবার পূজা গ্রহণ করব আর এই নাভিপদ্মের প্রতিভূরূপে শালগ্রাম থাকবে দারুব্রহ্মের মর্মস্থলে লোকচক্ষুর অন্তরালে। এবার আর আমি একা নই সঙ্গে দাদা বলরাম ও বোন সুভদ্রাও পূজা পাবে।

দৈববাণী শেষ হতেই নাভিপদ্মরূপী নীলমাধব অন্তর্ধান করলেন। ইষ্টদেবতা হারিয়ে রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে বিশ্ববসু বিদ্যাপতি কে বন্দী করলেন। পরে কণ্যা ললিতার আকুল ক্রন্দনে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন। মুক্তি পেয়ে বিদ্যাপতি গোপনে ইন্দ্রদ্যুম্নের কাছে নীলমাধবের খোঁজ পাঠালেন। ততদিনে বিদ্যাপতির ছড়ানো সর্ষে থেকে গাছ বেরিয়ে গেছে। এদিকে খবর পেয়ে উৎকলরাজ সর্ষে গাছ অনুসরন করে সেইখানে পৌছেও নীলমাধবের দর্শন না-পেয়ে হুকুম দিলেন শবররাজ কে বন্দী করে নিয়ে আসার। শবররাজ উপস্থিত হতেই আবারও দৈববাণী হল, তুমি আমাকে ফিরে পাবে ইন্দ্রদ্যুম্ন। সমুদ্রে ভেসে আসা দারুবৃক্ষে মূর্তি নির্মিত করে তোমার মন্দিরে প্রতিষ্ঠা কর। এবার থেকে গোপনে নয়, প্রকাশ্যে সমগ্র জগতের পূজা গ্রহণ করব। এরপর বিশ্ববসু কে মুক্তি দিয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন ফিরে গেলেন। ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যে দৈববাণী অনুযায়ী ভেসে এলো দারুবৃক্ষ আর সেই দারুবৃক্ষে নির্মিত হল ভ্রাতা-ভগিনীসহ জগন্নাথদেবের মূর্তি।

'অনেকক্ষণ ধরে দেখছি একদৃষ্টে নীলমাধবের দিকে তাকিয়েই আছো, এবার তো যেতে হবে।'

হুশ ফিরল গিন্নীর ডাকে। আসলে মনে পড়ে যাচ্ছিলো পুরনো ইতিহাস। পান্ডার দেওয়া ভোগ-প্রসাদ নিয়ে শেষবারের মতো নীলমাধব কে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে। পুরীর জগন্নাথ মন্দির চত্বরে যেমন অসংখ্য দেব-দেবীর মন্দির তেমনটি এখানেও। চত্বরের পিছনে হুনুমানজীর মন্দিরের বিগ্রহটি নজর কাড়ে। বিগ্রহের মুখটি বানরের বদলে মানুষের ন্যায়। বজরঙ্গবলীর মন্দিরের সামনে থেকে মহানদী কে বেশ দেখায়। ঘন জঙ্গলের বুকে বালিয়াড়ি চিরে বয়ে চলেছে নিজের খেয়ালে।

'আপলোগ কাফি দের কর দিয়া।'

গাড়ির কাছে ফিরে আসতেই স্মিত হেসে প্রভাত ভাইয়ের মধুর গঞ্জনা। এবার যাব বাডমূল, রাত্রিবাস ওখানেই। সিদ্ধামূল্লা হয়ে প্রায় ঘন্টা দেড়েক সময় লাগল পৌছতে। রিজার্ভ ফরেস্টের চেকপোস্টে রিপোর্ট করে তারপর আরও কিছুটা গিয়ে OFDC-এর মেন গেটে ঢুকে গাড়ি থেকে নামতেই ওখানকার মহিলাকর্মীরা ফুলের থালা হাতে আমাদের বরণ করতে এগিয়ে এলেন। গেটের পাশেই অফিস। বরণপর্ব মিটিয়ে পরিচয়পত্রসহ বুকিংয়ের কাগজ জমা দিয়ে চললাম কটেজের দিকে।

এখানে তিন ধরনের থাকার ব্যবস্থা। মহানদীর উঁচু পাড়ের উপর টিলার পাদদেশে একটি আর দ্বিতীয়টি টিলার মাথায়। যাঁদের হাঁটুর সমস্যা তাঁদের ক্ষেত্রে টিলার উপরের কটেজগুলি না-নেওয়াই ভালো। তৃতীয়টি কিন্তু কটেজ নয় টেন্ট। এই টেন্টগুলি শুধুমাত্র পনেরোই নভেম্বর থেকে পনেরোই মার্চ অবদি অস্থায়ীভাবে মহানদীর বুকে বালির চরের উপর টাঙ্গানো হয়। পর্যটকদের পাড় থেকে যাতায়াতের জন্য ওইসময় অস্থায়ী জেটিরও ব্যবস্থা থাকে। আমাদের কটেজটি টিলার পাদদেশে। রাস্তা থেকে লোহার সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উঠলেই খোলা বারান্দা যুক্ত এ্যাটাচ বাথের পোর্টেবেল AC সহ কটেজটি।

'সাব ডাইনিং মে খানা লাগায়া।'

ফ্রেস হয়ে বারান্দার আরামকেদারায় আধশোয়া হয়ে সবেমাত্র মহানদীর সঙ্গে প্রেমালাপ শুরু করেছি আর এই ব্যাটা দিল চটকে! দুপুরের খাওয়াটা বেশ জমিয়েই হল। বিকালে গিন্নী কে নিয়ে হাঁটতে বেরুলাম। কটেজ থেকে ডানহাতি পথ গিয়েছে জঙ্গল ভেদ করে। বেশকিছুটা গিয়ে একটা ঢাল দিয়ে নেমে এলাম নদীর চরায়। পিছনদিকে ঘন জঙ্গল আর সামনে নদীর ওপারে কালচে সবুজ পাহাড়। অনেকটা সময় চরায় কাটিয়ে সন্ধ্যের মুখে ফিরতি পথ ধরলাম।

'শুতে আসবে না?'

গিন্নীর ডাকে ঘোর কাটে। রাতের ডিনার সেরে আবারও বসে গিয়েছিলাম বারান্দার আরামকেদারায়। রাত নেমেছে মহানদীর বুকে। চারদিক নিকষকালো অন্ধকারে ঢাকা। এর নিজস্ব একটা ভাষা আছে, কংক্রিটের জঙ্গলে উপলব্ধি হয় না। শহুরে ব্যস্ততার মাঝে নিজেকে খুঁজে পেতে তাই বারবার পথে নামা। জানিনা আর কোনদিন এখানে আসা হবে কিনা তবে দেব-দর্শনের সাথে একরাত প্রকৃতির কোলে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দ থেকে যাবে আজীবন।

কন্টিল্লোর নীলমাধব মন্দির

নীলমাধব

বাডমূলের কটেজ

ঘুরে আসুন মায়াপুরের চন্দ্রোদয় মন্দির

ইসকন মন্দির নামে পরিচিত এই স্থান এবং সমগ্র এলাকা এখন বিশেষ একটা পর্যটন কেন্দ্র হিসেবেই সকলের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে। কলকাতা সহ অন্যান্য স্থান থেকে সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থাও অনেক সহজসাধ্য বলেই দিনের পর দিন সেখানে বাড়ছে ভক্তদের সংখ্যা এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে পর্যটকদের সংখ্যাও। হাওড়া এবং শিয়ালদহ স্টেশন থেকে সরাসরি আসা যায় এই মন্দিরে। আবার কলকাতা বিমানবন্দর থেকে মন্দিরের দূরত্ব ও নাগালের মধ্যে বলে বিদেশ থেকে আগত সমস্ত দর্শনার্থীরাও অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সেখানে হাজির হওয়ার সুযোগটাও পেয়ে যান।

ডাঃ শামসুল হক

দেশ বিদেশের সকল পূণ্যার্থীদের কাছে নবদ্বীপের চন্দ্রোদয় মন্দির বিশ্বের বৃহত্তম এক দেবালয় হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে আছে । গঙ্গা এবং জলঙ্গী নদীর সঙ্গমস্থলে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত সেই মন্দির দর্শনের জন্য প্রতিদিনই সেখানে সমাগম ঘটে দেশ বিদেশের অসংখ্য পর্যটকেরও । সুদূর ইউরোপ , আমেরিকা সহ পৃথিবীর বহু দেশের উৎসাহী ভক্তবৃন্দ নিজেদের দেশ ছেড়ে মায়াপুরে ছুটে এসেছেন এবং মন্দির দর্শনের পর অনেকে সেখানে আবার থিতুও হয়েছেন । নিজেদের ইচ্ছায় অনেকেই আবার গ্রহন করেছেন সনাতন ধর্মও ।

ইসকন মন্দির নামে পরিচিত সেই স্থান এবং সমগ্র এলাকা এখন বিশেষ একটা পর্যটন কেন্দ্র হিসেবেই সকলের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে। কলকাতা সহ অন্যান্য স্থান থেকে সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থাও অনেক সহজসাধ্য বলেই দিনের পর দিন সেখানে বাড়ছে ভক্তদের সংখ্যা এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে পর্যটকদের সংখ্যাও। হাওড়া এবং শিয়ালদহ স্টেশন থেকে সরাসরি আসা যায় এই মন্দিরে। আবার কলকাতা বিমানবন্দর থেকে মন্দিরের দূরত্ব ও নাগালের মধ্যে বলে বিদেশ থেকে আগত সমস্ত দর্শনার্থীরাও অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সেখানে হাজির হওয়ার সুযোগটাও পেয়ে যান।

অভয়াচরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির গাঙ্গেয় ব - দ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত বলে তার নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও সত্যিই বড় মনোরম । আর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মন্দিরের উচ্চতাও চোখে পড়ার মতো। এগারো মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট সেই নির্মাণ আমাদের অতি গর্বের একটা বিষয় ও তো নিশ্চয়ই। স্বামী প্রভুপাদজী ছিলেন একজন গৌড়ীয় ধর্মগুরু । ইসকন বা হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। হিন্দু ধর্মের গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ সমূহ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার অভিপ্রায় নিয়েই তিনি কাটিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব জীবনের অধিকাংশ সময়ও ।

১৯৫৯ সালে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন তিনি। তারপর মনোনিবেশ করেন বৈষ্ণব শাস্ত্রের ভাষ্য রচনার প্রতি। সেই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার পরই একজন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হিসেবে দেশ ছাড়েন তিনি। চলে যান সুদূর আমেরিকায়। শুরু করেন নিজের কাজও। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই জুটে যায় অনেক ভক্তও। তখন আমেরিকার অনেক পুরুষ এবং মহিলা ভক্তদের তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ও করেন । আর নিজস্ব কৃতকর্মেরই গুণে সকলের কাছে দারুণভাবে সমাদৃতও হন ।

বিদেশ সফর সেরে একসময় আবার দেশে ফেরেন তিনি এবং সেইসময় নতুন কিছু একটা প্রতিষ্টার জন্য ভীষণ উদগ্রীব হয়েও ওঠেন । মন দেন নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠার ই কাজে । ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর অতি প্রত্যাশিত সেই ইসকনের মন্দিরও। আর তারপর ১৯৭৭ সালে তাঁর মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত সেই মন্দিরই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্যবস্তুও। তাঁর যাবতীয় ধ্যান, জ্ঞান এবং সাধনা, সবকিছুই স্থির ছিল সেই মন্দিরকে ঘিরেই। ফলে মন্দিরের প্রসারের কাজে কখনও কোনরকম বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি। পাশাপাশি চালিয়ে গিয়েছিলেন গ্রন্থ রচনার কাজও। আর এই বিষয়ে বিশেষ দক্ষতাও ছিল তাঁর। ছাত্র হিসেবে ছিল তাঁর প্রচুর সুনামও। কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের কৃতী ছাত্র হিসেবে পরিচিতিও ছিল তাঁর। বিভিন্ন ভাষার উপর ছিল তাঁর বিশাল দখলও । মাতৃভাষা ছাড়াও সংস্কৃত এবং ইংরেজীর উপর বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারীও ছিলেন তিনি। ভাগবত পুরাণ , শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ, চৈতন্য চরিত্রামৃত ইত্যাদি গ্রন্থের অনুবাদকও তিনিই। বাংলা, ইংরেজি মিলে তাঁর নিজস্ব গ্রন্থের সংখ্যাও অনেক।

সব কাজ গুছিয়ে করার মতো অতিরিক্ত দক্ষতাও ছিল তাঁর ঈশ্বর প্রদত্ত একটা ক্ষমতাই । তাই অতবড় মন্দির নির্মাণের পর ও কোন কাজে কোনরকম ত্রুটি বিচ্যুতির মুখোমুখিও কখনও হতে হয়নি তাঁকে। মন্দির পরিচালনার জন্য তিনি গঠন করেছিলেন একটা গর্ভনিং বডি কমিশনও। ১৯৭০ সালের জুলাই মাসের আঠারো তারিখে গঠিত হয় সেই কমিশন। তখন মোট বারো জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেই সংস্থা । বর্তমানে সেই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে চৌত্রিশ। এখন মায়াপুরে প্রতিবছরই একটা করে আলোচনাসভা বসে। ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয় রেজুলেশন পাশও।

অভয়াচরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ছিলেন একজন উদার মনেরই মানুষ। কলকাতায় কেটেছে তাঁর বালকবেলা। শিক্ষা, দীক্ষা, একটু একটু করে বড় হয়ে ওঠা সবকিছু সম্পন্ন হয়েছিল কলকাতাতেই। তারপর ভ্রমণ করেছেন দেশ বিদেশের বিভিন্ন স্থানও। সেখানে পরিচিত হয়েছেন সব ধরণের মানুষের সঙ্গে। সুতরাং বিভিন্ন সময়ে তাঁকে হতে হয়েছিল সব ধরণের অভিজ্ঞতার মুখোমুখিও। অতি সহজেই চিনে নিতেও পেরেছিলেন মানুষের চরিত্র।

নানান ধরণের মানুষের সঙ্গে থাকতে থাকতেই এবং হরেক আলোচনার মাধ্যমেই তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে, এই বঙ্গভূমিতে একটা তীর্থক্ষেত্র গড়ে তোলা খুব ই জরুরি। আর ভাবতে ভাবতেই তখন তিনি বেছে নিয়েছিলেন মায়াপুরকেই । শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম স্থানের কাছাকাছি বলে নতুন উৎসাহ তাঁকে আবার নতুনভাবে উদ্বুদ্ধও করেছিল।

তারপর মায়াপুরে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শ্রীশ্রী রাধামাধব মন্দির, শ্রীল প্রভুপাদের পুষ্প সমাধি মন্দির এবং শ্রীমা প্রভুপাদের ভজন কুটিরও। আর সবকিছুর ক্ষেত্রে ছিল নতুনত্বের আস্বাদও। শ্রীশ্রী রাধামাধব মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন অষ্ট সখী পরিবৃতা রাধামাধবের মূর্তি। সেই মন্দিরের মধ্যস্থলে আছে দয়াময় নৃসিংহদেবের মূর্তি। আর বৈদিক তারামণ্ডল মন্দিরটাও চিহ্নিত হয়ে আছে সমগ্র মন্দির চত্বরের অন্যতম এক সংযোজন হিসেবেই।

শ্রীল প্রভুপাদ পুষ্প সমাধি মন্দিরে আছে তাঁর বিশাল আকৃতির একটা পিতলের মূর্তি। নিত্যদিনই সেখানে চলে পূজাপাঠ। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালের নিখুঁত কারুকার্য ও আবার চোখ চেয়ে দেখবারই মতো। সেই দেওয়ালেই খুঁজে পাওয়া যায় ভাগবতের বিভিন্ন বর্ণনাও। টেরাকোটা শিল্পের মাধ্যমেই সজ্জিত আছে সমস্ত সৌন্দর্যই। সত্যিই তারিফ করার মতোই সব শিল্পকর্ম ও বটে। আর মায়াপুরের ইসকনের মন্দিরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান হল ভজনকুঠি। খড়ের ছাউনি দেওয়া একটা কুঁড়েঘর সেই কুঠি। সেখানেই থাকতেন শ্রীল প্রভুপাদ। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন সেখানে। তাঁরই আদেশ অনুযায়ী সেখানে চলে চব্বিশ ঘণ্টা কীর্তনও।

মন্দির চত্বরে বছরের বিভিন্ন সময়ে চলে বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠানও। চন্দন যাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলন যাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী দোলযাত্রা, রাসযাত্রা সহ আরও অনেক অনুষ্ঠানই ধূমধাম সহযোগে পালিত হয় সেখানে। বসে মেলা। অনেক দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা এসে যোগ দেন সেই মেলায়। থাকেন সাধারণ অনেক মানুষও। বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও অনেকে ছুটে আসেন সেই অনুষ্ঠানে । আছে থাকা খাওয়ার ও সুব্যবস্থা। চিকিৎসার জন্য থাকে বিশেষ ব্যবস্থাও।